

মানসী ।

কাব্যরঞ্জন ।



## ভাষ্য-গুণ-সম্পন্ন বদান্ত জমিদার

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রকুমার পাল চৌধুরী ।

মহাশয়ের করকমলে ।

ধীমান্,

আপনার নিকট আমি নানাপ্রকার ধণে আবদ্ধ । সে  
ধণের কণামাত্র পরিশোধের ক্ষমতাও আমার নাই; সে  
বিষয়ের আলোচনাও আজ করিব না ।

আপনি একদিন এক ধানি মাসিক পত্রের একটা <sup>১৭৫৮</sup> ~~মহা~~  
সুনাইয়া আমাকে বলিয়াছিলেন,—‘এ গল্পটির ছান্নাবল্লভনে  
এক ধানি নাটক লিখিলে বেশ হয় ।’ আপনার সে উক্তি  
স্মরণে রাখিয়া, ‘মানসী’ লিখিত হইয়াছিল । যদিও আমি সে  
গল্পের অত্যধিক পরিবর্তন, পরিবর্জন করিয়াছি, তথাপি  
আপনি হস্তলিখিত-কাপি (manuscript) দেখিয়া, অত্যন্ত  
সন্তুষ্ট হইয়া, আপনার নিজের গ্রাণ্ডাল থিয়েটারে ইহার অভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ।

সে দিন বুঝিয়াছিলাম, আপনি ‘মানসী’কে উপেক্ষার  
চকুতে দেখেন নাই । শুধু এইটুকু মাত্র ভরসা, ইহা আপনার  
করে অর্পণ করিলাম । ইতি—

চিরমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

প্রহকার ।



## প্রকাশকের বক্তব্য ।

বর্তমানযুগে সুরম্যোপত্যকার কোনও লেখক নাটক রচনা করিয়াছেন,—আমি জানি না । আমার বিশ্বাস, গ্রন্থকার এ বিষয়ের প্রথম পথি-প্রদর্শক । গোপায়া গ্রামস্থ থিয়েটারে যখন ইহার অভিনয় হয়, তখন অকেনেই—ইহার প্রচুর প্রশংসা করিয়াছিলেন, এবং উহা প্রকাশিত করিতে গ্রন্থকারকে অনুরোধ করিয়াছিলেন । কোনও কোনও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক অর্থ সাহায্য করিতেও প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন । কিন্তু নানা কারণে গ্রন্থখানি এতদিন মুদ্রিত হয় নাই ।

এ নাটক খানি রাজভক্তি মূলক ; রণজিতের চরিত্রে রাজভক্তি সুস্পষ্ট পরিস্ফুট ।—এই কারণে আমি নিজ ব্যয়ে উহার মুদ্রণ-বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করিলে, গ্রন্থকার মহাশয় দয়া করিয়া আমাকে উহা মুদ্রিত করিতে অহুমতি দিয়াছেন । গ্রন্থ প্রকাশিত হইল, এক্ষণে সাধারণে ইহার প্রতি স্নেহ দৃষ্টিপাত করিলেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় ।

আর এক কথা,—নাটক খানি প্রথম অভিনীত হইলে, যাত্রার দলের কোনও অধিকারী, ইহাকে গীতাভিনয়ে পরিবর্তিত করিয়া দিতে গ্রন্থকারকে অনুরোধ করেন । সেজ্জন্ত গ্রন্থের পরিশিষ্টে কয়েকটা গান সংযোজিত হইল । যাত্রাধিকারিগণ, যথা স্থানে গান গুলি গীত হইবার ব্যবস্থা করিলে, সহজেই উহার “গীতাভিনয়” চলিবে । ইতি—

রিনীত—প্রকাশক ।

মানসী ।

—००—

শ্রীবিপিনচন্দ্র দেব কর্তৃক প্রকাশিত ।

—०০—

১৩২৩ বঙ্গাব্দ ।

মূল্য ১/ এক টাকা ।

## পাত্র-পাত্রী ।

পুরুষ

স্ত্রী ।

শত্রুজিৎ ... কাশ্মীরের সম্রাট ।

ক্ষণপ্রভা ... দ্বিতীয়পক্ষের রাজ্ঞী ।

চন্দ্রচূড় ... ঐ গম্ভীর ।

পদ্মাবতী ... সেনাপতি-পত্নী ।

রণজিৎ ... ঐ সেনাপতি ।

মানসী ... সম্রাট্‌কন্যা ।

রত্নেশ্বর ... নির্বাসিত প্রধান সভাসদ ।

চামেলী ... পরিচারিকা ।

পুরুজন ... রত্নেশ্বর-পুত্র ।

এতদ্ব্যতীত সখীগণ, দাসী, নাগ-

বিজয় ... পুরুজন সখা ।

রিকাগণ, ফুলওয়ালা, জেলেনী, কাঠু-

স্বপ্নবীর ... পার্শ্বত্যা-সদ্বার ।

রিয়া-পত্নী, নর্ত্তকীগণ প্রভৃতি ।

বাছারাম ... সংসারত্যাগী যুবক ।

এতদ্ব্যতীত সার্কভোম, ছদ্মবেশী  
অধ্যাপক, শিষ্যদ্বয়, রাজবৈদ্য, জেলে,  
কাঠুনিয়া, ছদ্মবেশী সন্ন্যাসী, ছদ্মবেশী  
ফুলওয়ালা, প্রহরী, দূত, সভাসদগণ,  
সৈন্তগণ, ব্যাধবালকগণ প্রভৃতি ।



## প্রথম অঙ্ক ।

১ম দৃশ্য—পর্বত, দুর্গাভ্যন্তর ।

(আহত রত্নেশ্বর শয্যায় শায়িত, তাঁহার এক পার্শ্বে  
বিষণ্ন মনে বিজয় উপবিষ্ট ।)

রত্নেশ্বর। বিজয়, ক্রমেই আমার সময় সংকীর্ণ হয়ে আসছে । বড় খেদ বইলো,—  
প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হলোনা । অকারণ অবমানিত,—নিগৃহীত হয়ে যখন  
কাশ্মীর ত্যাগ করি, স্পর্ধান্তরে বনেছিলুম,—যদি ধর্ম থাকে, যদি  
পাপ-পুণ্যের বিচারকর্তা কেউ থাকেন, একদিন আমার নির্দোষতা  
সম্প্রমাণ হবে । বলেছিলুম,—অনাদরে, উপেক্ষায় যে কাশ্মীর আমাকে  
তাগ করলো, সে কাশ্মীর যাতে সাগ্রহে, সসম্মানে আমাকে পুনর্গ্রহণ  
করে, আমি তাই করবো । তা—ই করেছিলুম । সীমান্তে যে  
রণবহি—প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল, আমার ব্রত-উদ্যাপনে সে বাহু নিকীর্ণিত  
হবে, মনে বড় সাধ ছিল । কিন্তু হলো না, কঠোর নিয়তির নিশ্চয়  
বিদানে, আমার আশা, আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হতেই, আমাকে  
ভবের হাট হতে চির-বিদায় গ্রহণ করতে হলো !—বড় কষ্ট, প্রতিজ্ঞা  
অপূর্ণ রইলো !

বেগে পুরঞ্জনের প্রবেশ ।

পুরঞ্জ। পিতঃ,—(হঠাৎ চমকিয়া) একি, পিতা আমার আহত ?—শয্যাশায়ী ?  
পিতার এ দশা কেন ?

রহে । পুরজন, বিচলিত হ'য়েনা । গতকাল নৈশ-সমরে আমি গুরুতর আহত হয়েছি । তার ফলে শীঘ্রই আমাকে রণক্ষেত্র, এমন কি ভবরক্ষক্ষেত্র পরিত্যাগ করতে হবে । কিন্তু বৎস, পিত্রাশ্রমে,—যতদিন কান্দীর-রাজ স্বরাজ্যে তোমাকে সসন্মানে পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত না করেন, ততদিন যেন সময়ের বিরাম না হয় । শৈশবে তুমি মাতৃহীন হয়েছিলে, আজ পিতা ও ছেড়ে চলেগো ; এ বিরাট সংসার ক্ষেত্রে তুমি আজ একা, নিরবলম্ব । কিন্তু তথাপি বৎস, পিতৃ-প্রতিজ্ঞা পূরণের ভার তোমার উপর রইলো,—বিস্মৃত হ'য়েনা ।

পুর । বাবা, এ সময়ে এ সর্বনাশ হলো ? আমি যে বড় যত্নে সমস্ত সেনা সজ্জিত ক'রে, এখনই শত্রুপক্ষ আক্রমণের উদ্যোগ কচ্ছিলুম । গত নৈশ-সমরে জয়-পরাজয় অনিশ্চিত ছিল, আজ যে বড় আশা ক'রেছিলুম, বিপক্ষ-পক্ষ দলিত ক'রে তাদের সকল গর্ক—খর্ব করবো !

রহে । তা—ই কর । আমার জন্ত বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন হ'য়েনা । এ আঘাত আমার মরণঘাত । চিকিৎসা-শুক্রবার জন্ত বৃথা বিব্রত হ'য়েনা । শোন বৎস, আমার অভাবে তিলমাত্র কাতর হ'য়ে, আমার দীর্ঘদিনের সাধনা নষ্ট ক'য়েনা । আর বাছা, বীরের শোক অশ্রু ত নয়,—অসির বন্ধার !

পুর । তবে পিতঃ, তাই মূলমন্ত্র হলো । আজ হতে অসিষতই পুরজনের সারব্রত হলো । পিতৃরক্তে যে সময়ের আরম্ভ, শোকাশ্রুতে সে সময়ের সমাপ্তি হবে না । যে হুরস্ত শত্রুর নিশ্চয় অসি পিতৃপক্ষ বিদূর্ণ করেছে, সে শত্রুর উত্তপ্ত শোণিতধারার পুরজনের অসিষত উদ্ঘাপিত হ'বে । এর ব্যর্থতা—মানবের অসাধ্য ।

রহে । প্রতিজ্ঞা কর,—যতদিন কান্দীররাজ সাগ্রহে তোমার পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত না করেন, ততদিন তিনি তোমার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী । স-সন্মানে কান্দীর-বাস—তোমার একমাত্র সাধনা ।

পুর । এই পিতৃচরণ স্পর্শে প্রতিজ্ঞা কছি,—যতদিন দেহে কণামাত্র শোণিত বিদ্যমান থাকবে, যতদিন পুরজনের শেষ নিঃশ্বাস আকাণে বিলীন না হবে, ততদিন পিতৃপ্রতিজ্ঞা পূরণে শৈথিল্য প্রকাশ করবো না । প্রতিজ্ঞা কল্পম,—পর্যন্ত-প্রমাণ বাধা-বিয়ের ও প্রাত বিন্দুমাত্র জরাজীর্ণ না ক'রে, জীবন-সকটের জন্ত মুহূর্তমাত্র চিন্তা না ক'রে, অতিষ্ঠ পথে

কৃত অগ্রসর হব । প্রতিজ্ঞা করুম,—মস্তকের সাধন কিংবা শবীক পাতন ।

৩২ : আঃ,—সকল উদ্বেগের অবসান হলো । পুরজ্ঞন, আশীর্বাদ করি, মনোবাসনা অচিরে পূর্ণ হোক । বিজয়, আজ দশ বৎসর বনে বনে ভ্রমণ করে দশ সহস্র সৈন্ত সংগ্রহ করেছি । সে সমস্ত সৈন্ত, আর আমার প্রাণাধিক পুত্র পুরজ্ঞনকে এ মুহূর্ত হতে তোমার হাতে অর্পণ করুম । তাকে আমার উদ্ভিষ্ট পথে চালিত ক'রো । বিপদে সম্পদে তার সঙ্গ ছাড়া হয়োনা । স্বপ্নেবরের — তোমার নিকট এই শেষ প্রার্থনা ।

বিজ : পুত্র্যবর, মাতাপিতৃহীন অসহায় বালক যখন অকুল সংসার-সাগরে ভেসে যাচ্ছিল, যখন আপনার স্নেহ, আপনার যত্ন, আপনার অমুগ্রহ ব্যতীত তার একদিনও বাঁচবার সম্ভাবনা ছিলনা,—তখনকার সে চির আজও তার স্মৃতিপটে উজ্জল বর্ণে অঙ্কিত আছে । যতদিন এ চার দেহ পঞ্চভূতে না, মিশায় ততদিন ই থাকবে । বিজয়ের এ দেহ এতদিন আপনার সেবায় উৎসর্গীকৃত ছিল, আজ হতে আপনারই আদেশে সহোদর-প্রতিম পুরজ্ঞনের সেবায় নিয়োজিত হলো । দেব, বণে-বনে সম্পদ-বিপদে আজ হতে বিজয় আজীবন পুরজ্ঞনের চির-সহচর,—আপুনি নিশ্চিত হোন ।

৩৩ : আর এক কথা, শোন, তোমরা দুজনেই শোন—কাশ্মীরের সিংহাসন লাভ কখনও আমার উদ্দেশ্য ছিল না । রাজার প্রতি আমার হিংসা নেই, ঘেব নেই,—শুধু বীরত্ব প্রদর্শনে তাঁর চিত্তাকর্ষণ আমার লক্ষ্য ছিল । এ শত্রুতা প্রতিজ্ঞা বন্ধার জন্ত । আমার উদ্দেশ্য দুজনেই জে'নে রাখ,—ভুল করোনা ।

বিজ : রাজ্যলাভ আপনার উদ্দেশ্য নয়— শুধু তবে—

৩৪ : অনেক দিন অনেক বার বলেছি, তা আমার উদ্দেশ্য নয় । রাজ্য পরম ধার্মিক, সরল, সত্যপরায়ণ । দশ বৎসর আগে মহতী ক্ষত্রচূড়ের যড়যন্ত্রে আমি নিকরীকৃত হই । নির্যাসতা সপ্রমাণের জন্ত, সকল চেষ্টা, সকল যত্ন যখন ব্যর্থ হয়, তখনই অভিমানে জাতক্রোধ হই । এটা ক্ষত্রিয় ধর্মের দোষ কি গুণ, জানিনা । (কণপরে) আমার চিরদিন ইচ্ছা ছিল,— নিজের বাহনলে, নিজের বীরবে রাজাকে মুক্ত করে তাঁর

স্নেহ অর্জন করি। — নির্দিয় কাল, তাতে বাদ সাধিলো।

পুর। মন্ত্রী চক্রচূড়—আর সেনাপতি রণজিৎ,—এই দুই শত্রুর শোণিতে পিতৃশ্লগ পরিশোধিত হবে।

রত্নে। ভুল ক'রোনা বৎস। সেনাপতি রণজিৎ সুচরিত্র। আমারই বহু-পুত্র। সে ধর্মভীরু, তার প্রতি জাতক্ৰোধ হ'রোনা।

পুর। পিতঃ, তারই তীক্ষ্ণ অসি পুরজ্ঞনকে পিতৃহীন করলো,—এ কথা কিরূপে বিশ্বস্ত হব ?

রত্নে। কর্তব্য-পালন বীরধর্ম। রাজভক্ত রণজিৎ রাজাজ্ঞার বিদ্রোহ-দমন ক'ন্তে এসেছে। সশুণ-যুদ্ধে আমি দৈবাৎ আহত হয়েছি, তার কোনই দোষ নেই। তার সঙ্গে শত্রুতা, কর্তব্যের অনুরোধ পর্য্যন্ত,—আর বেশী নয়।

### দ্রুত রঘুবীরের প্রবেশ।

রঘু। বিলম্বে সর্বনাশ—শত্রুসৈন্য যুদ্ধার্থ প্রস্তুত। এতক্ষণে আমাদেরই আক্রমণ করা উচিত ছিল। —একি প্রভু শায়িত!

রত্নে। রঘু! বত্রেধর আজ অস্তিম-শয্যায় বিশ্রাম কচ্ছে। তার জীবনদীপ অচিরে চির-নির্বাণিত হবে। তাই, এসময় অধিক আর কি বলবো? আজ হতে পুরজ্ঞনকে তোমাদের হাতে সাঁপে দিলুম, আমার শূন্ত-স্থান তার দ্বারা পূর্ণ ক'রো।

রঘু। এক! হৃদপিণ্ড হতে রক্ত নির্গত হচ্ছে? হায় হায়, এ সর্বনাশ কে করলে? কেন বনে, পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াইতুম আমরা, বড় শক্ত স্নেহডোরে বেঁধে ছিলে প্রভো। সে ডোরের আকর্ষণে সব চেড়ে তোমার সেবার জীবন উৎসর্গ করেছিলুম, তোমার তৃপ্তির জন্ত প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করেছিলুম,—আর আজ এভাবে তুমি আমাদের ছেড়ে যাবে? তা হবেনা, তা হ'তে দেবোনা। বল, বল প্রভো, কি করলে তোমার জীবন রক্ষা পায়—আমরা সবাই মিলে তাই করবো।

রত্নে। কালে যাকে গ্রাস করে, তাকে কেউ ধ'রে রাখতে পারেনা, রঘু। অগ্নি জানি তোমরা আমার বিশেষ অনুরক্ত। কিন্তু এ ব্যাড়া আমার নিকৃতি নেই। এক্ষণে সবাই মিলে আমার শেষ অনুরোধ রক্ষা কর। আমার অভাবে হতাশ না হয়ে, আমার প্রতিজ্ঞারক্ষায় যত্ন-পর হও। সকলে তোমরা, আমার প্রতি অবিচারের প্রতিকার ব্যবস্থা কর। পরলোক হতে ভা'দেখেও আমি পরিতুষ্ট হব।

## দূরে তোপধ্বনি ।

বিজ্ঞ । ঐ শত্রুর তোপধ্বনি । বোধ হয় তারা অগ্রসর হচ্ছে ।

রম্ভে । তবে আর ভিলার্কি বিলম্ব ক'রোনা । যুদ্ধে অগ্রসর হও । এ দুর্গ রক্ষা করতে হবে । যদি অগত্যা তা অসম্ভব হয়, তোমরা বনে পাছাড়ে আশ্রয় গ্রহণ কর । শত্রুর সংখ্যা অত্যধিক হ'লে, কৌশল অবলম্বন ভিন্ন উপায় কি ?

পুষ । ( ব্যস্তভাবে ) দুর্গরক্ষার ভার আপাততঃ বিজ্ঞ দাবী গ্রহণ কর । আমি এ মুহূর্তেই শত্রুর সম্মুখীন হচ্ছি । রথ কাকা গুপ্ত-পথে ঘুরে গিয়ে তাদের পশ্চাদ্দেশ আক্রমণ করবে ।—তবে পিতঃ, ক্ষণেকের জন্য বিদায়, অচিরে শত্রুসৈন্ত বিভাঙিত করে, আবার এসে চরণ সেবার নিযুক্ত হবে ।

( বেগে প্রস্থান )

রম্ভে । তোমরা ও অবিলম্বে আপন কর্তব্যে নিযুক্ত হও । আমার অন্য চিন্তা নিরর্থক ।

রথ । প্রভুর পরিচর্যায় বিমগ্ন, হইলে । আমি পুরস্কৃতের আবেশ পালন করি ।

( প্রস্থান )



( স-নৈশ্চ রণজিতের প্রবেশ । )

সৈন্তগণ । আজ বিষম পরীক্ষার দিন । কত দিন কত পরীক্ষার, তোমরা সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছ; কতদিন কত যুদ্ধে, শত-সহস্র অস্বাতির উচ্চ শোণিতে তোমরা তোমাদের কীর্তির পথ পরিস্কৃত করেছ, কতদিন কত আসন্ন-বিপদে, বিস্ময়োজ্ঞ ক্রম্পে নাক'রে, প্রাণ তুচ্ছ ভেবে তোমরা ক্ষত্রিয় খ্যাতি রক্ষা করেছ, আজ কি তা বিন্দুত হবে? তোমাদের চিরশত্রু যশঃ প্রভাষ সমগ্র কাশ্মীর-রাজ্য আজ সমুড়াসিত,—কাশ্মীর সম্রাট গৌরবাহিত ! সে গৌরব-প্রভা কি এ পর্ত্ত গহবরে বিলুপ্ত হবে ?

সৈন্তগণ । না, না, কখনই নহ, কখনই নয় ।

সৈন্ত । হাঁ, সৈন্তগণ, প্রাণপণে আমরা আজ আমাদের পূর্বকীর্তি, পূর্বগৌরব, পূর্ণভাবে রক্ষা করবো । শত্রু যতই হৃদ্বিষ হোক, যুদ্ধক্ষেত্র যতই দুর্গম হোক,—প্রাকৃতিক বাধাবিঘ্ন যতই প্রতিবন্ধকতাচরণ করুক,—সমস্ত-সাধনে রণজিৎ বাহিনী কখনও পশ্চাৎপদ হবে না । দেশ-মাতৃকা আমাদের দস্যুহস্তে নিগৃহীতা,—রাজশক্তি অবজ্ঞাতা ! প্রাণপণে আমরা আজ মায়ের সজ্জন,—সম্রাটের গৌরব, অক্ষুণ্ণ রাখবো । বল সৈন্তগণ, সমগ্র বাহিনী মধ্যে কে এমন কাপুরুষ, কে এমন কুলাঙ্গার আছে, যে এ পুণ্য কাজে জীবন দানে সঙ্কুচিত ?

সৈন্তগণ । কেউ নয়, কেউ নয় ।

সৈন্ত । তবে সৈন্তগণ, অই দেখ, অদূরে পার্শ্বতঃ দুর্গ ! নৈশসময়ে শত্রুবর্গ পরিশ্রান্ত—ক্রান্ত । এ সুযোগ পরিত্যাগ করা কর্তব্য নয় । এস, এসময় আমরা ভীম-বিক্রমে অস্বাতিদুর্গ আক্রমণ করি । আবার বলি, সৈন্তগণ, মাতৃভূমির,—কাশ্মীর সম্রাটের—মান-সজ্জন তোমাদের হাতে । আজ যদি এ আক্রমণ ব্যর্থ হয়, সকলের মুখে চির-কণক-কালিমা লিপ্ত হবে ।

সৈন্তগণ । কখনও নয়,—প্রাণপণ, কখনও নয় ।

সৈন্ত । হাঁ, প্রাণ অতি তুচ্ছ,—সজ্জন রক্ষা কত্তে হবে । ক্ষত্রিয়বীর প্রাণের মমতা করেনা । একলক্ষ্য হও, সমুখে কালাস্তক কামান গর্জনে করুক,—ক্রম্পেও করেনা । আমাদের লক্ষ্য অই সমুখস্থ দুর্গ,—শত্রুবর্গকে কিছতেই স্নান দুর্গ রক্ষা কত্তে দেবোনা ।

সৈন্যগণ । কিছুতেই নয়, কিছুতেই নয় ।

রণ । তা—ই চাই । এ দুর্গ হস্তগত হ'লে, শত্রুদর্গ ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পড়বে ।  
আর অর্ধক্রোশ মাত্র বাধান, খুণ সাবধান । প্রাথম্যেই শত্রু-কামান  
হস্তগত কর । অগ্রসর হও—বল, জয় কাশ্মীর রাজ্যের জয় ।

সৈন্যগণ । জয় কাশ্মীর রাজ্যের জয় ।

( প্রস্থান )

রণ । সহকারী সেনাপতি কীর্তিধ্বজ দুর্গের পশ্চাদ্ধিক আক্রমণ করাবন, স্থির  
আছে । এ-ই তার উত্তম অবসর । এইবার সংকেতাদেশ প্রদান করি ।  
(সংকেতধ্বনি)

বেগে পুরঞ্জনের প্রবেশ ।

পুর । এই যে রণত্রিৎ ! আমি অনেকক্ষণ তোমার অহুৎকান করছি । এক্ষণে  
তুরীধ্বনি প্রসূত করে, এখানে এসে সাক্ষাৎ পেলুম । এস সোপাতি,  
উত্তরের ব্যক্তিগত শক্তি পরীক্ষিত হোক ।

রণ । শক্তির পরীক্ষা ? বালক, তুমি কতদিন এভাবে ব্রতী হয়েছ, তাই  
রণজিতের শক্তি পরীক্ষায় সাহসী হ'লে ?

পুর । সেনাপতি, অসি ধারণ কর । রণক্ষেত্রে পুরজন দুর্বল হস্তে অসি  
ধারণ করেনা । শীঘ্রই তার পরিচয় পাবে । শুনেছিলাম, তুমি অজিত,  
কিন্তু এ দুর্গম পথে দুর্ভেদ্য দুর্গ আক্রমণ,—তোমার অনাজিত্যই সঙ্গমাণ  
কচ্ছে ।

রণ । বালক, দম্ভ্য-দমন যখন সংকল্প, তখন যে কোনও উপায়ে আমাকে তা  
কন্তে হবে । দুর্গমতা সুগমতার চিন্তা রণত্রিৎ কখনও করেনা । দম্ভ্যামন  
কন্তে এসেছি, দম্ভ্যাদমন করগোই ।

পুর । রণত্রিৎ, তুমি বয়স্ক সূতরাং জিত, এ ধারণাই—আমার প্রথমে ছিল,  
কিন্তু ক্রমে তা দূর হচ্ছে । তুমি আমাকে বারবার দম্ভ্য ব'লে  
অবমানিত কন্তে উৎকর্ষ, কিন্তু রণজিত, ভারতের বিরাট ইতিহাসের  
আলোচনা কর, দেখতে পাবে, একটা নয়, দুটা নয়, ভারতীয় প্রত্যেক রাজ-  
বংশেরই আদি পুরুষ, প্রথমে দম্ভ্য বলে অভিযাত ছিলেন । আবও শোন,  
উত্তরাধিকার-সূত্রে গৌরবের পদ অধিকার করা অপেক্ষা, তুমি কি মনে  
কর, আত্ম-কমতায় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা কম জ্ঞানীয় কথা ?

১৭। পুরুষন, বুধা আফালনে রণজিৎ তত অভ্যন্ত নয়, যত অভ্যন্ত অসি-  
সকালনে । রণজিৎ আমার সেনা অবতীর্ণ, আয়তকার যুদ্ধপর হও ।

( ভূগীর্ষান )

পূর । পুনঃ পুনঃ সংকেত ধ্বনির অবশ্যই গূঢ় উদ্দেশ্য আছে । কিন্তু এ  
সুবিধা অধিকক্ষণ দেবোনা, রণজিৎ । এস, তোমাকে আমি বৈতন্য  
আহ্বান করছি ।

১৮। বারবার তোমার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা সত্ত্ব নয় । এস তবে  
বিলম্বে প্রয়োজন নেই ।

( উভয়ের যুদ্ধ, সহসা কতিপয় পার্শ্বত্যাগে সৈন্তের প্রবেশ )

পূর । সৈন্যগণ, যে যেখানে আছি দাঁড়াও । পদব্রত অগ্রসর হ'য়েনা ।  
রণজিৎ একক, —পুরুষন অসম-যুদ্ধে খ্যাতি লাভের প্রত্যাশী নয় ।

( উভয়ের পুনঃ যুদ্ধ ও প্রস্থান )

১৯ সৈ । এক্ষণে আর 'হা' করে দাঁড়িয়ে লাভ নক ?

২০ সৈ । অই যেতে চেয়ে দ্যাখ—দুর্গের প্রাচীরে পিপীড় সাগরি বেঁধেছে—

২১ সৈ । যুদ্ধ হয় বিপক্ষ সৈন্যদল—সর্বনাশ ।

( বেগে রঘুবীরের প্রবেশ )

২২। সৈন্যগণ, সর্বনাশ হয়েছে । পুরুষন কোথায় ? বিপক্ষের চতুরতা  
আমরা বিবম প্রভাবিত হয়েছি । তারা অজ্ঞাত সৈন্য সমূহ ভাগে  
রেখে, সমস্ত সৈন্য নিয়ে দুর্গের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করেছে । আমরা  
কামান শত্রু হস্তগত । ঘোর বিপদ উপস্থিত—পুরুষন কোথায় ?

২৩ সৈ । তিনি কাশ্মীর সেনাপতির সঙ্গে যুদ্ধ কচ্ছেন ।

২৪। তাকে পাওয়া চাই । বিবম চতুরতা, ভীষণ প্রভাবণ ! সর্বনাশ হলো ।  
সৈন্যগণ মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করে দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হও । বড়  
সঙ্কটের দিন আজ—আমাদের প্রভু রক্তের আজ আহত অবস্থায় দুর্গে  
শায়িত । যদি তাঁর প্রতি কিঞ্চিদ্ভ্রাতৃ মনতা থাকে, বিপদের দিকে  
আক্রমণ না করে, দুর্গরক্ষায় তৎপর হও । প্রাণের মনতা করো'না—  
অকস্মাৎ আমার পশ্চাদ্ভাবন কর ।

( সকলের প্রস্থান )

## ৩য় দৃশ্য—দুর্গাভ্যাসুর ।

( বহুবল শাসিত ) ( ঘন ঘন তোপধ্বনি )

### ( বিজয়েব দ্রুত প্রবেশ )

জি। মহাদেব! শত্রুর দুর্গের পশ্চাত্তা। আক্রমণ করেছে। দুর্গ প্রাচীর স্থানে  
শত্রু। অশ্রয়স্থল—দুর্গ রক্ষা করা অসাধ্য।

### ( রঘুবীরের দ্রুত প্রবেশ )

রঘু। অসাধ্য? সাধন করতে হবে, প্রাণ দিয়েও দুর্গ রক্ষা করা চাই। মুম্বু  
দুর্গা পতি—শত্রু হস্ত বন্দী,—এ বন্দনা ও ভয়াবহ।

শত্রু। রঘু দুর্গ প্রাচীর অশ্রয়স্থল থাকলে, অধিকরণ—দুর্গরক্ষা—করতে পারেনা।  
শত্রু স। অত্যাধিক —বিশেষতঃ তারা সুসজ্জিত—সুশিক্ষিত, পুরজ্ঞান  
কোথায়?

### পুরজ্ঞানের প্রবেশ।

পুর। দুই হতে দুর্গ আক্রান্ত দেখে, ছোট এলুম—শত্রু অসীম—একি,  
বয়সকালা, তুমি এখানে? দুর্গরক্ষার বা একটু কৌশল-আশা ছিল, তা ও  
গেল!

রঘু। দুর্গ আক্রান্ত লক্ষ্য করে আমি ও ফিরে এসেছি। এখন কী পায়?

পুর। ভুল, প্রথমট ভুল করেছিলুম। শত্রুর কোশল বুঝতে পারিনি।  
তথাপি তুমি যদি পশ্চাৎ হতে বণজিতের বাহিনী আক্রমণ করে, তারা  
একটু ব্যতিক্রম হয়ে উঠবে। এক্ষণে সে আশাও নেই। একটা  
ভুলে এ সর্বনাশ হলো।

রঘু। ভুল?—আমাদের সৈন্য সংখ্যা দশ সহস্র। এই দশ সহস্রের প্রাণের  
বিনিময়ে ও যদি এ ভুলের সংশোধন হয়, বল। দুর্গাধিকারিত জন্য প্রাণ  
দিতে কেউ পরাধীন হবে না।

রঘু। সর্দার, অকারণ প্রাণিত্যা—আমার অভিপ্রেত নয়। বিশেষতঃ  
—আমি মরতে বসেছি। এ অবস্থায়—এ হুঃসাহস—বণনীতি-বিকল্প।

বধু । শুধু আপনার জ্ঞান ও নয় । দুর্গ শত্রু হস্তে ডালি দিয়ে, কলকের চিহ্ন ললাটে অঙ্কিত করে কার সাধ যায়, প্রভো ?

রত্নে । ভাই, স্থির হও—শোন । একটা দুর্গের—জয়ে, বা একটা—দুর্গের ক্ষয়ে,—বড় বেশী লাভ ক্ষতি—হয় না । যে আশ্রা,—তাতে এ দুর্গের আশা,—ত্যাগ করাই সম্ভব । আজ তোমরা—এ দুর্গ ছেড়ে গেলে,—বিপক্ষ দল—এ দুর্গ রক্ষার জন্ত—অহিনিশ—দশ সহস্র সৈন্য —এখানে রাখতে—যাবে না । শত্রুর সাধা—হ্রাস পাওয়া হাত—তোমরা, যে কোন ও মুহূর্তে—এ দুর্গ কেবিন—হস্তগত কতে—পারবে । আমার কথা শোন—জল—(জল দান) অগোণে আশ্রিতের সময় সৈন্য—গভীর বনে লুকায়িত—থোক । যতক্ষণ সকলে—নিরাপদ—না হয়,—যতক্ষণ এ দুর্গের রসদ—গোলা বারুদ—অস্ত্রশস্ত্র—শুস্ত্রনাশে—স্থানান্তরিত না হয়—ততক্ষণ অবস্র—শত্রুর গতি রোধ—করে হবে ।

( তোপধ্বনি )

পুত্র । সে ভার আমার উপর রইলো । বিষয় পিতৃদেবকে সমস্ত স্তান্ধিত করবার ব্যবস্থা কর । যুদ্ধোপকরণ সরাসরি ভার সন্ধির উপর । তোমাদের যতক্ষণ প্রয়োজন, আমি ততক্ষণ শত্রুর গতি, যে কোনও উপায়ে প্রতিরোধ করবো ।

রত্নে । ভাই থোক । দুর্গে যে শুস্ত্রনাশ—আছে—স পথে বধু—যাতীত দ্রব্য সম্ভার—সমস্ত স্থানান্তরিত কর । আর আমাকে—অস্ত্র সরাস্রে—হবে না । শত্রুর সাধা নেই,—নাহুষের সাধা—নেই,—আমার বন্দী—করে । শীঘ্রই—আমার প্রাণ পাগী—দেহ পিঙ্কর হতে—মুক্ত হবে—চিরতরে—চিরমুক্তাকালে—ইজীন হবে—শোন,—উঃ জল—(জল দান)

বিজ । শত্রু দুর্গ প্রবেশের চেষ্টা কচ্ছে ।

পুত্র । পিতাকে রোধ,—আমি চলুন ।

( প্রস্থান )

বধু । দেখি, আমি কি কতে পারি । বিষয়, অস্ত্রতঃ কিছুক্ষণ একক্ষ রক্ষা কর । ( বংশীধ্বনি ও দুইজন সৈন্যের প্রবেশ ) দেখ, দুর্গের এক কক্ষে আছেন । যতক্ষণ আমি এখানে ফিরে না আসি, ততক্ষণ প্রাণ দিও ও কক্ষ দ্বার রক্ষা করবে ।

( প্রস্থান )

### ( অদূরে কোলাহল )

যত্নে । কোলাহল—ক্রমেই—বর্ধিত—হচ্ছে । দণ্ডার্ক ও—তা হলে—প্রতিরোধ—চলবে না ?

বিজ্ঞ । ( বাতায়ন দিয়া দেখিয়া ) নিপক্ষ সৈন্ত ক্রমেই বর্ধিত হচ্ছে । একশে অসি বর্ষায় যুদ্ধ । শত্রু গতিরোধ মানুষের অসাধ্য ।

যত্নে । যাক্—নিয়তিঃ—গতিরোধ—অসম্ভব । আর—সম্মত—নেই, বিজয়, —মনে রেখো—প্রতিজ্ঞা—মনে রেখো । শৌর্গো—বীর্গো প্রতিজ্ঞা—রাখবে । শৌর্গো—বীর্গো—কিংবা—কুমারভিকার—সে পণ—পরিষ্কার—করা—দামার—পক্ষেও—স্বকঠিন—ছিল না । কিন্তু—রক্তক্ষয়—বংশ—কল্লমও—আত্মাভিমান—ক্ষয়—করেনি । —তোমরাও—করোনা ।—তল— ( জলদান )

### ( কতিপয় কাশ্মীর সৈন্তের প্রবেশ )

পার্কীতা-সৈন্ত । সাধন—আপ অগ্রসর হলি—আর মরলি ।

কাশ্মীর সৈন্ত । ওগো, কি বীরের ব্যাটা বীর ! ও দিককার ববর রাখ ?—বীধ্, শালাবের ।

### ( রণজিতের প্রবেশ )

রণ । সাধন সৈন্তগণ,—বিশেষ সাবধান । কারও প্রতি—অস্ত্রায় পীড়ন, কিংবা বুধা রক্তপাত করোনা । বিজিত সৈন্তগণ, আত্ম-সমর্পণ কর, কোনও ভয় নেই ।

বিজ্ঞ । ( অগ্রসর হইয়া ) আমাদের অভিধানে আত্ম-সমর্পণ শব্দ লেখা নেই রণজিৎ ।

রণ । দুর্গ অধিকৃত, আর যুদ্ধ নিরর্থক ।

বিজ্ঞ । দুর্গের প্রাণীওটা—পান কতক পুরাতন ইট—জয় কয়েক সভ্য, কিন্তু দুর্গবাসী অস্ত্রের, রণজিৎ । যতক্ষণ এ দুর্গের একটি প্রাণীও জীবিত থাকে, ততক্ষণ যুদ্ধ অনিবার্য ।

রণ । আর সমস্ত সৈন্ত ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পড়েছে । এ অবস্থায় আর প্রাণিক্ষেপে প্রয়োজন ?

বিজ্ঞ । যে করজবন দুর্গে আছে, তারা বীরের মরণ মনুবে—মেধে নাও ।

রণ। এ মরণের নাম আত্মহত্যা—অ আত্মা মহাপাপ ।

বিজ্ঞ। এত মরণ জ্ঞান যদি তোমার সেনাপতি, তা হ'লে এ মুর্খবু কক্ষ আক্রমণে লজ্জা হ'লোনা ? দুর্গাধিপতি এ কক্ষ মৃত্যু শয্যা শায়িত ।

রণ। মৃত্যু শয্যায় ?—

বিজ্ঞ। মৃত্যু—শয্যায়—সেনাপতি—। নৈলে,—শয়—এত—সংরে—  
দুর্গ জয়—হতো—না ।

রণ। দুর্গাধিপতি কি যুদ্ধ নিশ্চিন্ত ছিলেন ?

বিজ্ঞ। কাল নৈশসময়ের তত্নি গুরুতর অহত হন ।

রণ। উক্তন। দুর্গাধিপতি ত ক'র দীনা, কিন্তু তুমি ?

বিজ্ঞ। আমি ?—আমার স্বাধীনতা আম'র স্বয়ং ক্রম করবো ।

রণ। ক্রম ?—অসম্ভব : ভাল, কি মূল্য রণজিতের নিকট তুমি স্বাধীনতা  
ক্রম কতে অভিলাষী, যুবক ?

বিজ্ঞ। এ মুর্খবু মহাবীরের অস্থিম পরিচর্যায় আমি বিযুক্ত । এ কাণ্ড সফল  
শির পর, কাশ্মীর সেনাপতির সঙ্গে <sup>উদ্ধ</sup>যুদ্ধের ফলে ।

রণ। যুবক, তোমার সাহস প্রশংসনীয় । ভাল তা—ই—হবে । সৈন্তগণ,  
এ কক্ষ আক্রমণে নিরস্ত হও । আমার পুনরাগমন পর্যন্ত তুমি  
এখানেই আছ, যুবক ?

### ( পুরজনের প্রবেশ )

পুর। পুনরাগমন কতে হবে না, রণজিৎ । গমনের অবকাশ নেই । দুর্গ  
আক্রান্ত দেখে আমি সহসা যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করেছিলুম । সৈন্ত  
সংখ্যা-বাহুল্যে পুরজন এ যুদ্ধে পরাক্রান্ত সত্য, কিন্তু <sup>দুর্গ</sup>যুদ্ধের ফল  
এখনও নির্ণীত হয়নি । ভরসা আছে, কাশ্মীর সেনাপতি পার্শ্বতা  
দম্বাকে এ সুযোগ দানে কাতর হবেন না ।

রণ। পুরজন, তুমি বয়সে নবীন হ'লেও, সমরে প্রবীণ, এ কথা অস্বীকার  
করি না । কিন্তু বর্তমান যুদ্ধে তোমাদের জয়ের কোনই আশা নেই—  
এটা নিশ্চিত । তর্কের অল্পবোধে ক্ষণেকের জন্ত, নয় স্বীকার কল্পন্য,  
তুমি বৈত যুদ্ধে জরী হবে । কিন্তু ভেবে দেখ,—কাশ্মীর রাজের  
কখনও সেনাপতির অভাব হবে না । এক রণজিতের স্থান শত  
রণজিৎ পূর্ণ করবে, সুতরাং এ সময় যুদ্ধে তোমাদের কি লাভ হতে

পারে? তোমার পিতা অস্তিম শয্যায় শায়িত, এ অবস্থায় বয়ঃ  
তোমরা সন্ধি প্রার্থী হলে, আমি বিবেচনা কতে পারি।

পুত্র। সন্ধি? — সন্ধি কথাটা পুরজনের কে কীতে লেগে না, বর্ণকিৎ।

বৃদ্ধ। বর্ণকিৎ—সন্ধি—তে—অমি—সম্ম—ত। প্রার্থ—না—কছি—বল।

বর্ণ। সন্ধি প্রার্থনা? — (কণ চিস্তার পর) ক্ষতি নেই—কিন্তু—  
তোমরাই কান্দার সীমান্তে অশান্তির আগুন জালিয়েছ, উদ্দেশ্য কি,  
জানিনা।

বৃদ্ধ। বর্ণ—জিৎ, তুমি—আমি—র—পর—নও। আমি—ও—কান্দী—র  
বাসী। জল—(জলদান) আমি—যা—ই,—সন্ধির—সর্ব

বর্ণ। কি সর্ব বলুন।

বৃদ্ধ। সকলের—স্বাধীনতা—দুর্গ—তো—মা—র।

বর্ণ। আপনি সীমান্তের যে কয় খানি গ্রাম হস্তগত করেছেন, তা ত্যাগ কর্তে  
সম্মত আছেন?

বৃদ্ধ। করলুম—জল—(জলদান)

বর্ণ। (স্বগতঃ) সন্ধি না করলে, এরা সহজে বন্দীত স্বীকার করবে, এরূপ মনে  
হয় না। অকারণে প্রাণিহত্যা মহাপাপ। দুর্গ গ্রহণে সন্ধি স্থাপন  
নিতান্ত মন্য বলে মনে হয় না।

বৃদ্ধ। সম্ম—ত?

বর্ণ। যাতে সম্মাটের অধীনতা হয়, তেমন সন্ধি আমি কতে পারিনা।  
তাপনার প্রস্তাবে উপস্থিত সকলকেই স্বাধীনতা দিতে হবে?

বৃদ্ধ। হা—তাতে—সম্মা—টের—অমর্য্য—দা—হবে—না। দুর্গে—প্রবেশ  
করেছ—। অমর্য্য—বিনা যুদ্ধে—দুর্গ—ত্যাগ কছি—। যুদ্ধে—  
পরাজয়—স্বীকা—র। সন্ধি—প্রার্থনা—

বর্ণ। (স্বগতঃ) এ অবস্থায় পীড়াপীড়ির নাম নৃশংসতা।

### (রঘুবীরের প্রবেশ)

রঘু। পুরজনে এখানে?—নিশ্চিত হলুম।

বৃদ্ধ। আ—দে—শ?

রঘু। পালিত হ'য়েছে।

বৃদ্ধ। নিশ্চি—ন্ত। বর্ণ—জিৎ—স্বী—ক—ত?



রূপ । একটা কথা—

রঘু । বিপক্ষ সেনাপতি এ কক্ষ ?

রত্ন । হু—প্ । —কি—কথা ?

রূপ । দুর্গের ভ্রাতৃ সস্তার কাম্বীর রাজের সম্পত্তি বলে গণ্য হবে ।

রত্ন । বা—আছে—সব । হ—লো ?

রূপ । সন্ধি হলো । আর তবে শোণিত পাত্রে প্রদোজন নেই ।

( ভূমীধ্বনি ও পটক্ষেপণ )



৪র্থ দৃশ্য--প্রাঙ্গন সম্মুখস্থ পথ ।

( পদচারণা করিতে করিতে চন্দ্রচূড়ের প্রবেশ )

চন্দ্র । গন্ধ-মুখিকের বিষ্ঠাকে পদেতে পরিণত করা যাদের স্বভাব, তাদের সঙ্গে  
পে'রে উঠা দায় । কি ই বা যুদ্ধ,—ভায় জয়ের জন্ম, আজ ত্র্যাক্ষণ বিদেশ,  
কাল প্রকাশ্য দরবারে সাধন অভ্যর্থনা ! এতে রণজিভের খ্যাতি গৌরব  
লাভাময়, শতগুণে বেড়ে উঠবে । রাজা এ কয় বৎসর রণজিভের স্তব-  
মুখ ! আমার আশ আকাশ-কুসুমের পরিণত হতে বসেছে । এক  
কণ্টক উদ্ধার কতে না কতে আর এক কণ্টকের আকির্ভাব ! অদৃষ্ট কি  
এতই অগ্রসর ? রাজা অপূজক, এ অবস্থায় চন্দ্রচূড় বংশেরই সিংহাসন  
লাভটা সম্ভব নয় কি ? রাজ্যটা পাছে রক্তেধর-বাণগত হয়, সে আশঙ্কার  
দশ বছর পূর্বের সাবধান হয়ে কোশলে তাকে নির্বাসিত করি । তখন  
যদি ভানহুম, রণজিৎ টার উপর রাজার নজর পড়বে, তাহলে একসকল  
দুই কণ্টকই উদ্ধারের পথ দরহুম । কিন্তু তখন তা টের পাবার উপায়  
ছিগ না । কিন্তু এখন ? এখনই কি চন্দ্রচূড় সহজে নিরস্ত হবে ?  
কখনই নয় । রণজিৎ, তুমি আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে উচ্ছত  
হয়েছ, সাবধান ! সর্বস্ব—চন্দ্রচূড়ের সর্বস্ব পণ, যে কোনও উপায়ে  
তোমার অধঃপত্তন সাধন করবে । দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেও  
রাজার যখন সন্তান সন্তাননা নেই, তখন বিধাতা আমার প্রতি নিত্য  
অগ্রসর, একপ মনে কতে পারি না । তবে কণ্টক দূর কতে হবে  
অই যে রণজিভের সে পাগলটা এদিকে আসছে । দেখি কোনও ছিদ্রের  
সন্ধান কতে পারি কিনা ! বাহ্যাময়,—হন্ হন্ করে কোথা  
যাচ্ছ কে ?

( বঙ্কীরামের প্রবেশ )

বাহা । কে মন্ত্রী মশার ? -- প্রণাম গো । আমার যাওয়া কিসের খুঁজে  
বুঝেই পাচ্ছেন । পুঁজিটা একটু হালকা হয়ে পড়েছে ।

চন্দ্র । কেন বাহা ? পুঁজি হালকা হল কিসে ? শুনলুম, তুমি ও যুদ্ধে গিয়েছিলে  
যুদ্ধ জয় হলো,—কত ধন রত্নে পুঁজি বেড়ে উঠবে, তা না হয়ে উল্টো  
হলো যে ? ব্যাপার খানা কি বল তো, বাহা ।

বাহা। ওগো, খন-বস্ত্রের ধার, বাহা বড় একটা ধারণনা। যুদ্ধে গিয়েচলুম, পাহাড়ের,—সেবেঁচলুম, গাঁজা আনবে ভারে ভারে। কিন্তু গাঁজার বদলে আচ্ছা সাহায্য পেয়ে এসেছি, বাবা। শীতে তাজা হাড় জমাট বাঁধবার যোগাড় হয়ে পড়েছিল।

চন্দ্র। শীতে হাড় জমাট হলে যে যুদ্ধে তেমন উৎসাহ উদ্দীপনা ছিলনা, তখন তেমন জাকালো রকম হয় নি বল। ব'লে ব'লে সময় কেটোছিল ?

বাহা। জাকাল নয় ?— বাবা, একদম নাকাল হবার পথে পড়েছিলুম আর কি ? উঃ কি মা'মরি কাটাকাটি—কি গিঁড়াগিঁড়ি লুটোপুটি ! তারপর— পাখীর বাড় উড়লো !

চন্দ্র। ত'রা পলায়ন করে ?

বাহা। এ—ই, চড়ুই, বাবুই, টুনটুনি, বুলবুল—সব উড়তে হলো। তা কেন কি, চিল স্তেন পালায় ?

চন্দ্র। বুললুম না, এ কি রকম যুদ্ধ !

বাহা। বৃহৎ যুদ্ধ গো, বৃহৎ যুদ্ধ। ব্যাটারা বেহুদ বেহায়া— ! আমি শু শীতের দাপটেই দাঁত কপাটি খেলুম। শেষ, অগত্যা গাঁজার খাল খাল করে, প্রাণেই চলুম। তারপর, করে-সৃষ্টে যদি বা তর্কে ২বেশ করা গেলে,—মশক গো, তাদের আর আঁচড় কামড়ের বিরাম নেই। তারপর—সন্ধি—।

চন্দ্র। দুর্গ হস্তগত করার পর— সন্ধি হলো ?

বাহা। হাঁ, দুর্গে ঢুকেও দুপক্ষে খুণ এক চাপট হুয়ে গেল,—তারপর সন্ধি।

চন্দ্র। দুর্গ অধিকারের পর আবার সন্ধি হলো কেন ?—শত্রুদের বন্দী করা হলো না ?

বাহা। আজ্ঞে, তারা তেমন পাঞ্জাই বটে। কারাব মানার ছাত্রা ও স্পর্শে-না তারা। খাঁড়ার তলে বেমানুম বরং মাথাটা পেতে দিতে রাজি। সন্ধি না করে তাদের বন্দী কত্রে গেলে, আরও দু'দশ শতের গরম রক্ত না কোন শত্রু বরফ হয়ে যেতো !

চন্দ্র। (স্বগত) লোকটা বোকা, কিন্তু মিথ্যা কথা বলে না। ও বা বন্ধে, তা যদি সত্যি হয়,—যাক্। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা বাহুরাম, তুমি ঠিক জান,

দেগের ভিতর সন্ধি হলো? সন্ধির সময় কি তুমি সেখানে উপস্থিত  
ছিলে?

বাছা। কল মা পড়তে চলে? আমার হাতে বেজায় কাজ মস্তমশায়,—

(গমমোহিত)

চন্দ্র। দাঁড়াও বাছা বাছা, শোন শোন, আমাদের সব সঠিক খবর জানতে হবে  
কিনা, তাই একটা কথা ছুঁবার ক'রে জিজ্ঞাস করি। বিবর্ত হয়েছে।

বাছা। তা বড় বড় কই কাণ্ডের কাছ যেমন কেন বাবা? এ চুনোপুটি নিয়ে  
ঘাটাঘাটি কেন?

চন্দ্র। আর মাত্র একটা কথা বাছা বাছা,—শোন বাবা, তোকে ছটাক খানেক  
গাঁজা দেবো এখন, সত্যি ক'রে বলতো, তুই যা বলি তা নিছক  
চোপে দেবে এসেছিস তো? বল, সত্যি তোকে গাঁজা দেবো এখন—

বাছা। ও, এয়ে গরজ বেশী—তবে আসি মস্তমশায়, প্রণাম—আমি কিছুই  
জানিনে।

(প্রস্থান)

চন্দ্র। বাটার আস্ত পাগল। যা বলে তা বড় মিথ্যা হয় না। তা, ও যা  
বলে, তাই উপর কলাতে পালে, নিম্নটা কাজে লাগতে পারে!  
দুস্তরের হাতে পেয়ে, বেড়ে আসার মূল গুরু একটা রহস্য আছে,—  
রাজার মনে একটা বদ কোণে জন্ম নেয় যায়, তবে কাজ  
হাঁসিলের পথটা খুবই সরল হয়ে যায়। আর ব্যাপারটিকে কোনও  
প্রকারে যদি রাক্ষসীভর গভীর মধ্যে টেনে আনতে পারি,—তা হলে  
“কেজাই ফতে” হয়। ন—না,—কপাটা হেসে উড়বার নয় তো!  
যোগাড় যত্ন করে হবে। সভাসদের হুচার জনকে হস্তগত করা  
আবশ্যক। পুণোদিত সার্বভৌমকে মুঠোর ভিতর পুঁতে হবে।  
কিন্তু বাটা তারি অর্থ পিঁচ—বক্তা শোনা। হোক, বর্ণাজতের সর্বনাশে  
আমার সর্ব্ব পণ! একটা কুপনকে হাত করা কঠিন হতে পারে, অসম্ভব  
হবে না। কাল প্রকাশ্য দরবার—সময় নেই, আগষ্ট সব যোগাড় কতে  
হবে। আবার একটা প্রাক্কণ বিদায়ের বক্তৃতা আছে! কি মুক্তি—

(প্রস্থান)

৫ম দৃশ্য—রাজ-ঘাট।

অধ্যাপকের প্রবেশ।

অধ্যাপক। বাগি বাল, পঞ্চ বৎসর সিন্ধু বাগীশের তলি তল্লা বওন করা  
সংস্কার গুটা পাচ ছয় শ্লোক আবৃত্তি করা লইছি। গলায় বাক্স  
দিয়া ব্রাহ্মণ অধ্যাপক হয়্যা দুইটা শিষ্য অবদি জুটাইয়া ফেলছি।  
চেরাখানা মন্দ কি? শূত্র বল্যা তিনবে কোন্ হালা? এখন ম'নে  
মানে ফিরন্তে পালে, এক দাও মার্যা নিমু। আরে, রানকান্ত, পত্ন-  
লোচন,—হালারা গেল কেহায়—  
(প্রস্থান)

(শিষ্যদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম শি। (কণ্ঠস্থের চেষ্টা) পুণ্য—পুণ্য—পুণ্য—পর—পর—উপ—কারে—কারে,  
দানে—দানে—দানে বাড়ে—বাড়ে খ্যাতি। ঘোড়া শালে—শালে  
—শালে বাড়ে—বাড়ে ঘোড়া,—ঘোড়া—ঘোড়া—ড়া—ড়া—হাতী  
—হাতী শা—শা—শালে হাতী—হাতী।

২য় শি। হৈহ লোকে—লোকে, লোকে করে—রে—রে—রে দান, করে দান,  
পর—পর—র লোকে পায়—পায়। ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ হইলে—লে  
তু—তু—তুই—হেঁটে—হেঁটে—হ—হ—বর্গে—যায়—যায়। পার-  
লিনে? আমি কণ্ঠস্থ কৃতং।

(অধ্যাপকের প্রবেশ)

অধ্যাপক। ছাড়ান দে—সংস্কার ছাড়ান দে বাটা। অর্দ্ধ গুণা চরণেব শ্লোক  
গোটা দুই দিবস মধ্য গলাধঃ করণ কর্ত্তি পাল্লা না,—হেইজন্ত বক্ষীর  
ভাষায় পাঠের ব্যবস্থা দিছি বেলা পঞ্চম দণ্ড উত্তীর্ণ হইবার  
চললো—দ্বাদশ দণ্ড মধ্য রাত্র সম্ভায় উপস্থিত হইবার চাই।  
নইলে অপক রহা। একই নিম্নসে শ্লোক বলবার চাই কিন্তু—আগে  
অইতে বল্যা রাহিছি।

১ম শি। তা পারবে। এই দেখুন না,—পুণ্য—পুণ্য—পর—পর—বা,—মনে  
—নেই, ধর্মকের চোটে সব ঘুলিয়ে দিলেন, গণ্ডিত জি!

অধ্যাপক। গণ্ডমূর্খ,—এই অম্বথ মূলে বইস। একদণ্ডে শ্লোক মুগ্ধ করবার চাই।

নটলে এই গৌরবও যোগে সধুইয়া । পত্নগোচর, তেজোচর  
বয় আবৃত্তি কর দেখি ।

২য় শি । (স্বঃতঃ) সেবেছেরে । (হকাভ্য) টেহ—টেহ—ইংগোকে আর তুই—

অধ্যা । কুম্ভাণ্ড, অপগোণ্ড, মণ্ডতণ্ড, সকলট পণ্ড করিয়া দেখাচ্ছি । এষ্ট ভোনার  
কণ্ঠস্থঃ কৃত্বা ? দুই তৃত্ব দিবসে অষ্টগুণ্ডা তাম্রযন্ত্রা সনলে বাস টেল'ম ।  
বটস, বটস অর্কচীন যুগল, শীঘ্র কর্যা শ্লোক আবৃত্তি কর্যা লও ।  
রানকাস্ত শিখ্বা,—

পুণ্য পর উপকার দানে বাড়ে ক্যাতি.

ঘোড়াশালে ঘোড়া বাড়ে, হাতীশালে হাতী ।

পদ্যগোচন করিয়া,—

ইহলোকে করে দান, পরলোকে পায়,

ব্রাহ্মণ অটলে তুই, ছেটে স্বর্গে যায় ।

হুন্ট ? কও দেখি রামকাস্ত ।

১ম শি । পুণ্য—পুণ্য—পর—ব—ব—উপ—প কারে, কাবে, দানে—  
দানে—দানে বাড়ে, দানে বাড়ে, বাড়ে ক্যাতি । ঘোড়া শালে—  
শালে হাতী—হাতী বাড়ে—ঘোড়া শালে—ঘোড়া শালে—হাতী  
ঘোড়া—  
(জিহ্বাধারা দস্ত কর্তন)

অধ্যা । জালাইয়া গাইলা —

ঘোড়া শালে ঘোড়া বাড়ে, হাতী শালে হাতী ।—কও ।

১ম শি । ঘোড়া শালে ঘোড়া—ঘোড়া—ড়া—বাড়ে বাড়ে, হাতী শালে—  
লে—লে হাতী । হয়েছে । কেমন হয়নি পণ্ডিত জি ?

অধ্যা । অইছে, অতি কষ্টে, অর্থ ব্যতীপাতে অইছে । আবৃত্তি কর, আবৃত্তি  
কর, বাল কর্যা কইবার চাই কিন্তু । তুমি এখন কও দেখি  
পদ্যগোচন,—

২য় শি । ইহলোকে—লোকে করে দান—দান—দান, পর—পর লোকে ধার—

অধ্যা । অস্তিমূর্খ, কেবল খাইবার চিন । পায়, পায়, পায় ।

২য় শি । পায়—পায়—পায় ।

১ম শি । শালী হাতে, হাতী শালে; হাতী শালে, শালী হাতে ।

অধ্যা । আরে বড়, রামকাস্ত, তারে কইবার দেও ।

২য় শি। ঠেলে ঢেক করে ওটা দান, পরলোকে—লোকে লোকে যায়—

অধ্যা। হালায় পো, মন্তকো মাখা শাপি পুণ্ডীষ ঢুকাইছ, বেহুখণ্ড যোগে  
সুগুণ না বরেনে—

(বেজাখাত ও অঙ্গভঙ্গী)

—অটগার নয়।

(অঙ্গভঙ্গীতে উপবীত ছিন্ন হওন)

এ চা'—চা'—বরলি কি পাঞ্জি ছু'গা, কু'য়াও, ভূমি'ও, যজ্ঞোপবীত  
গা'ছ পর্যন্ত 'ছন্ন করছো—নিপাত দিছ ?

২য় শি। (ক্ষেপে) আমি পরলোকে পাবনা পণ্ডিত জি, রাজসভায় ও যাচ্চিনে।  
দেখুন তা, পিঠ দিয়ে ভা'মার দর দর রক্ত ছুটছে !

অধ্যা। না য'টাব কর্ম কি ? আমায় বই অষ্ট গুণ্ডা ত'ব্রমুদ্রা উদরে ঢুক ইছ—  
—'হাট্টেব মুদ্রা', খোওয়া'ছ। এমন যোল গুণ্ডা রক্ত মুদ্রা ।  
আমায় ছাট দিবা ?—তোমার পিঠেব চাড গে'ড়া কবায় ছাড় ।

১ম শি। অধাপক জি, কাল গেলে হয় না ? শুনাছি কাল ভবপু'র আ'মোদ—  
নাচ গান টন হবে ।

অধ্যা। তোমার সাত গোষ্ঠি'ব মণ্ড অটন। পেলিক, আজ অইছে ব্রাহ্মণ  
বিদায়, কাল যাট্টা অইব কি ? এতিবেণী চল, বণ 'ছ ।

২য় শি। আমি বায়ুই নই, আমি আজ যাব না। আমার পৈতে ও ছি'ড়ে  
গে ছ ।

অধ্যা। (স্বগতঃ) হালায় পো'র না'কাল কব্যা ছাড়ি গে দেহ'ছি। (প্রকা'স্তা)  
আপ' পখিমখি যদি শিয়া করবার পাবি, চেইজজ অর্ধগুণ্ডা ত'ব্রমুদ্রার  
যুসী ক্রয় কর্যা আ'ছি। নে কু'য়াও, হেই দিয়া পৈতা বা'নাইয়া ল ।

২য় শি। যুসী দিয়ে পৈতো ?

অধ্যা। বেল্লিকের জালা ত সই'বার নয়। আগের পৈতা কি যজ্ঞহুত ছিলরে  
ব্যাটা ? নাপ'তের পো'রে গাইজী জপা পৈতা কেডা দেয়ের মণ্ড ?

১ম শি। পণ্ডিত জি, ওকি নাপ'তের ছেলে ? গলায় ওর পৈতে নয় ? যুসী  
ছিল ?

অধ্যা। (স্বগতঃ) হালায় পো, আমায় পৈতা কি যজ্ঞহুত ? বাউক, তা ভূমি  
জান'গায় কেধায় ? কিন্তু রাগের মুহে বড় ঠেক'লাম দেখি ? (প্রকা'স্তে)  
নাপিত ওরে কম কেডা ?—নাপ'তের বায়ুণ ।

১ম শি। নাপ্তের আবার কি পৃথক বায়ুণ হয় ? ওষে নিজে ধুলে ও বায়ু-  
নয় ! আচ্ছা বল দেখি, পদ্মলোচন, তোরা কোন্ গোত্রায় ?

২য় শি। কেন ? কছপ গোত্র ।

৩য় শি। ও ধাবা,—কছপ গোত্র কিরে ?

২য় শি। এই যে অধ্যাপক মহাশয় সেদিন বলে দিলেন ।

অধ্যা। (স্বগতঃ) হাণ্ডের শো, তোমার শুষ্টিব মুণ্ড কটাইলান । (প্রকাশ্যে)  
আরে কাকুশ গোত্র । রামকান্ত, তুমিত বড় অশাস্ত, বাবুব দেহা ছি ।  
পরহিত্র অম্বেষণে পক্ষমুখ !—আপুন পাঠে মন দেহ বল ছি । নষ্টলে  
এই বেত্রাঘাতে তুমি ও অর্জরিত অইবা । কও দেহি নিজেব পাঠ,—

১ম শি। নাপ্তের ছেলের সঙ্গে পাই দিবো আমি ? কখনই না ।

অধ্যা। নাপ্তের ছেইলা, নাপ্তের ছেইলা বল্যা রাজ পথিমধ্যে চেচান ছাড়্ বা  
ত, পিঠের মাধা তোমার রক্ত গঙ্গা স্রবন অইব কিন্তু । সাবধান ।

১ম শি। অধ্যাপক মহাশয়, আমার রাগধেন না,—বল্ছি । শেষটা রাগ-  
সত্য গিয়ে সব বলে দেবো তখন ।

অধ্যা। (স্বগতঃ) জল জারন্ত বানর দেহি । ছামড়া গুলি লঙ্কার চেই  
পিঠের । ষাউক এহন ত শাস্তনা দিতে অটব । (প্রকাশ্যে) বাবা  
রামকান্ত, রাগ করোনা, বাবা । জোখের তুল্য শত্রু নাতি । রাগের  
নাম-কণ্ডাল । বাবা, শাস্ত হয়্যা চল । লুচি, পুরি, মোহনভোগ  
সীতাভোগ, খান্না, গজা, পাস্তা, জিলিপি, রসগোল্লা, লাণমোহন, মস্তি-  
চোরালাড়ু, কত কইমু, কত কইবা ? বুহৎ ব্যাপার অঙ্গর আয়ো-  
জন—

১ম শি। কীর দেবেনা ?

অধ্যা। কীর, সর, দধি, ছুট, হানি, মাহন, স্তত, মরনা, বাতেশা, চিনি—কত  
আন্বা ? সন্তে সঁকে গুণ্ডা গুণ্ডা রক্ত মুদ্রা ! রাজতাপার—উদ্বুদ্ধ  
অইছে । একেবারে লকা কাণ্ড ! বাবা শ্লোকটা আবৃত্তি কৰ্যা  
লও তো ।

১ম শি। দেখুন পণ্ডিত জি, আমি ওনব শিখতে পারবো না, মনেই থাকে  
না, ছাই ।

অধ্যা। (স্বগতঃ) মাটি কাইছি । অটগণ্ডা ডায় মুদ্রা সলিলে দিছি ।



সঙ্গে ত নিবাবই অটব । মূলধন তুলতে আইব ত ।

২য় শি । (স্বগতঃ) রামা ব্যাটা ধমকে কাজ সারলে নাকি ? আমিও চেষ্টা করে দেখি । (প্রকাশ্যে) গুরুজি, আমার আর ঘাটাবেন না, বলছি । আজ আমি বাড়িই নেই । —কাল নাচ গান-তামাসা, আমি কাল যাব ।

অধ্যা । কাল ঘাটাবা ? কাল তোমার সাত গুটির শ্রাদ্ধ আইব ? নাচ গানে মুজা মিলেয়ে ব্যাটা ? স্নোক না শিহ. বেশী কথা কইবা না ? কোনও মতে আমার মূলধন তুলতে আইব ত ? অপক কথা কইবা না, সাবধান কিন্তু ।

১ম শি । অপক কথা কিরূপ পণ্ডিত তি ?

অধ্যা । আরে যেমন, হুধ, কলা, চাউল, —এসকল অপক কথা ছাড়ান দিবা ।

১ম শি । ভবে কি বলতে হবে ?

অধ্যা । কুয়াণ্ড, অপগণ্ড, বেলিক, অষ্টকলম ভোতা করুছ ? এই হুধ অইছে হুধ, কলা অইছে বদা, চাউল কইবা না, তণ্ডুল কইও । বুঝুছ ? সঙ্ঘর চল, বিলম্ব কর্যা আমার মুণ্ডটা চাবাইয়া কাইও না ।

( সকলের প্রস্থান । )



ষষ্ঠ দৃষ্ট—উদ্যান ।

পদ্মাবতীর গীত ।

(সুন্দর কলি হিঁড়িতে হিঁড়িতে)

বিষাদ-ব্যথিত কেন আজি চিত, বুঝিতে নারি ।  
কি জানি কেনরে, মরম মাঝারে, কি যেন যাতনা ভারি ।  
আকুল হতাশ প্রাসিবার আশে,  
ক্লেমে আঁখি মুদি, ক্লেমে তরাসে,  
কাঁপিয়ে মরি—  
কি জানি কি ছিল,—কোথা লুকালো—  
সকলই আঁধার হেপি ।

হঠাৎ মনটা আজ এমন হলো কেন ? কি জানি একটা অজানিত অমঙ্গল,  
কি জানি একটা বিষাদ-বেদনা আমার আকুল ক'রে তুলছে ! হঠাৎ  
বুকের মাঝখানটা যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে । কিছুতেই যেন  
শ্রুতি পাইনে । নাথের যুদ্ধ গমন সময়েতো মন এত উত্তলা হয়নি ।  
তঁার অদর্শন যাতনাতো গোপনে নীরবে সহ করেছেছি । তবে আজ  
এমন হলো কেন ? নাথ রাজসভার গে'ছেন, শয্যার পড়ে একটু তন্দ্রা  
হলো, তাতেই যেন কি একটা স্বপ্ন দেখলুম, ঠিক সবটা মনেও আসছে  
না, ছাই,—কিন্তু সে হতেই যেন চিন্তের এ বিকার—

(রগজিতের প্রবেশ)

রগ । বিকারটা কিসের প্রাণেশ্বরী ? বিকারের বাড়াবাড়ি হলে, এ গরীব  
বেচারীর তখন উপায় ? শেষটা কি হাতিয়ার ছেড়ে নেড়ানেড়ীর দলে  
মিশবো ?

পদ্মা । মন্দই বা কি ? তুমি ভরবালের বদলে করতাল, আর আমি হীরের  
চুড়ির বদলে রসমঞ্জরী হাতে নেবো । 'হুজনেই গোয়ে গোয়ে দিনরাত  
ভিক্ষা করে বেড়াব, গাছতলায় শোব,— একদণ্ড ও ছাড়ি ছাড়ি নেই ।

রণ । ও,—ছাড়া ছাড়ির বিকার ? তারই জন্ম তুমি বৈষ্ণবী সাজবে ? কেন আমি তোমা ছাড়া কতক্ষণ থাকি প্রিয়ে ?

পদ্মা । দণ্ডেই বে যুগ বয়, নাথ । যতক্ষণ তুমি কাছে থাক, অশন-শয়ন মনে থাকেনা । নিমেষে দিন কেটে যায় । কিন্তু ক্ষণকাল তুমি কাছে ছাড়া হ'লে সে সময়টা যেন যেতেই চায় না । একদণ্ড যেন কত যুগ ! তুমি যে পথে চলে যাও, এক দৃষ্টিতে আমি সে পথ-পানে চেয়ে থাকি, কবে আসবে ! আজ তুমি রাজসভার গেলে, আমিও একটু খুমিয়ে কি একটা স্বপ্ন দেখ্‌লুম । সে হতেই প্রাণটা আই চাই হচ্ছে !

রণ । স্বপ্ন ?—এখনও স্বপ্নে ভর পাও ? স্বপ্ন কি কখনো সত্য হয় প্রিয়ে ?

পদ্মা । স্বপ্ন সব সময়ে সত্য না হোক,—কখনও কখনও স্বপ্নে ভবিষ্যৎ সুখ দুঃখের স্ফুৰাপাত হয়, একথা তোমারই মুখে শুনেছি । প্রিয়তম, বড় ভয় হচ্ছে । যতদূর মনে পড়ে, স্বপ্নে যেন দেখেছি, এক গুপ্ত শত্রু তোমার আমার বিপজ্জালে জড়িত করবার চেষ্টা হচ্ছে !

রণ । অকারণ ভীতা হচ্ছে । গুপ্ত শত্রুর ভয় তোমার ? প্রিয়তমে, তুমি রণজিতের প্রাণেশ্বরী । তোমার কেশাগ্র কম্পিত হবার পূর্বে, এই বিস্তীর্ণ কান্দীর ভূখণ্ড, একটা বিরাট, বীভৎস, মহাশ্মশানে পরিণত হবে । সাধে সাধে রণজিতের তীক্ষ্ণ অসির বিদ্যাকার পরীক্ষা কন্তে কান্দীর-বাসী কেউ সহজে প্রয়াসী হবে, এটা আমি বিশ্বাস করি না । পদ্মাবতি, যতক্ষণ রণজিতের হস্ত অসি ধারণে সমর্থ থাকে, ততক্ষণ পার্থিব বিপদের তিলমাত্র চিন্তা, তুমি মনেও স্থান দিও না । তবে দৈব ছুঁকিপাকের ভয় । সত্য সত্যই যদি তেমন হয়, সত্য সত্যই হৃদয়েশ্বরী, বিধি বিড়ম্বনা ফলে যদি আকস্মিক বিপদের প্রবল ঝঞ্ঝাবাত, এ দম্পতি যুগলের মস্তকোপরি প্রচণ্ড বেগে প্রবহমান হয়, তবে, তবে পদ্মা,—তবে এই ভাবে তখন তোমার বুকের মাঝখানে লুকিয়ে রেখে, আপন উন্নত ললাটে, সে ঝঞ্ঝাবাতের সমস্ত বেগ,—সে বতাই-প্রচণ্ড হোক,—অকাতরে সহ্য করবো । চিন্তা কি ?

পদ্মা । নাথ, আমার গত জন্মের কত পুণ্যফলে তোমা হেন স্বামীদেবের চরণ সেবার অধিকারিণী হয়েছি । আমি সহায় সম্পদ, ধন, রত্ন, জন,

ঐশ্বর্য, আদর বস্তু,—কিছুই চাইনে। 'জন্মে জন্মে যেন তোমার অই—  
চরণ-বুগল হৃদয়ে ধারণ কন্তে পাই, এই মাত্র কামনা।

রণ। প্রিয়তমে, তুমি রমণী রত্ন, দেবী প্রতিমা। তোমার বিনিময়ে, আজ  
যদি কেউ এই বিপুল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বৈভব-সম্পদ, সমস্ত সুখৈ-  
শ্বর্য্য পুঞ্জীভূত ক'রে আমার বিলিয়ে দিতে উদ্যত হয়,—সসাগরা  
ধরিত্রীর একচ্ছত্র সম্রাটের অপরিমেয় মান সত্ত্বম, অতুলনীয় ধ্যাতি  
গৌরবের কীর্ত্তি-কিরীট কেউ যদি আজ আমার মাথায়,—তোমার  
বিনিময়ে,—স্বেচ্ছায় পরিয়ে দিতে অগ্রসর হয়, আমি হেলায় শতবার  
তা প্রত্যাখ্যাম করি! তুমি আমার সমগ্র হৃদয় রাজ্যের একমাত্র  
অধিশ্বরী! কিসের চিন্তা? এই বিরাট বিশ্ব-সংসারে এমন কেউ নেই,  
তোমার আমার পবিত্র বন্ধন ছেদন করে। আর পদ্মাবতি, যদিই  
অসম্ভব সম্ভরণ হয়, যদিই—অজানিত কোনও দৈব বিড়ম্বন শতরাহ-  
বিস্তারে সত্য সত্যই আমাদের গ্রাস কন্তে আসে, তাতেই বা ভয় কি?  
মরবো,—হুজনেই মরবো। হুজনেই বুকোবুকি হয়ে, একসঙ্গে ভবের  
হাট হ'তে চিরবিদায় গ্রহণ করবো।

পদ্মা। হৃদয়সর্কস্ব, ও কথা মুখে এনোনা। তবে বিপদে সম্পদে, বণে, বনে  
অট্টালিকা স্থাপনে,—দাসীকে চরণ ছাড়া করোনা, এই বিনতি।

(গাইতে গাইতে বালিকাদলের প্রবেশ)

যতন করিয়ে কত, গোঁথেছি মনের মত

কুসুমের হার, ধর উপহার।

ধর উপহার, ধর উপহার, কুসুমের হার গলে ধর উপহার।

অবলা বালিকা দল, কি আছে সম্বল বল?

আনিয়াছি বন ফুল, পূজিবারে উপচার,—

ধর লহ উপহার,—কুসুমের হার, ধর উপহার।

ভকতি-চন্দনে মাখা, হৃদয়ের ভাষা লেখা।

দেখ ফুলহারে সখা, কি আছে কি দেবো আর?

ধর লহ উপহার,—কুসুমের হার, ধর উপহার।

(মৃত্যুগীত সহকারে মালা দান ও গ্রহণ)

রূপ । কারা এ বালিকাকল, আমাকে এমন সম্মানে সম্মানিত করলে ?

পদ্মা । এ আমাদের মানসী দিদির কাণ্ড ! এ কয়দিন এ অভ্যর্থনারই মহলা চলছে । বলতে গেলে, মানসী দিদির এ ছোট ছেলে খেলাকেই আদর্শ ধরে, মহারাজ তোমার বিরাট অভ্যর্থনার আয়োজন করেছেন । ক্ষুদ্র হতেই সে মহতের সূচনা ।

### (মানসীর প্রবেশ)

মান । পদ্মা দিদি, তোমার সঙ্গে আমার আড়ি,—মিছা মিছি তুমি আমার নামে যা তা লাগিয়েনো ।

রূপ । সে কি দিদি, তুমি আমার অভ্যর্থনার পক্ষপাতিনী নও ?

মান । ‘না’ ।

রূপ । ছোট্ট একটা ‘না’ তে আমার সকল উৎসাহ,—সকল আনন্দ যে অনেক ধানি খাট করে দিলে, দিদি ।

মান । তুমি যে আমার একটা কথাও রাখ না । তুমি আর আমার তেমন ভালবাস না, যেমন টুকু ব্রিয়ার আগে বাসতে ।

রূপ । (স্বগতঃ) সরলতার জীবন্ত প্রতিমূর্তি ! সংসারের কুটিলতা—আবিলতার ছায়াও একে স্পর্শ করেনি ।

মান । ঠিক কথা বলেছি । বউদিদি, রাগ করলে ?

পদ্মা । ঈস্—ভারি মানুষটা কি না !

রূপ । মানসি, বোন, আমি তোমার কোন কথাটা রাখিনি, স্মরণ হয় না যে ।

মান । কেন ? আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধে যেতে চেয়েছিলুম, তুমি বললে বাবাও অসম্মত হতেন না । তুমি ই যে তখন বারণ করলে !

রূপ । এই কথা ?—অসভ্য পার্শ্বত্যা জাতির সঙ্গে যুদ্ধ, হয়ত আমাদের পক্ষত কল্পরে ঘুরে বেড়াতে হবে,—এই ভেবেই তোমার সীমান্ত যুদ্ধে সঙ্গে নিয়ে যাই নি, দিদি ।

মান । বড় সাধ ছিল, একটা স্বল্প যুদ্ধে গিয়ে সৈন্ত-চালন নৈপুণ্যটা হাতে কলমে শিখেনি । তুমি ই সে সাধে বাদ সাধলে ।

রূপ । যেকোন প্রতিভা, যেকোন একগুণতা তোমার, তাতে এ ক্ষেত্র আর বেশী সময়-সাপেক্ষ হবে না, দিদি ।

মান । তবে, বল এর পর স্বেগেগ ঘটলেই, আমার সঙ্গে নে’বাবে ?

পদ্মা । ও গো, একটা কথা । তুমি কি চিরদিনই এমি অসিধারিনী, রণ-  
রঙ্গিনী সেজে ঘুরে বেড়াবে ?

মান । উহু, তা কেন ? তোমার মত পরের মন যোগাবার মালা জপের  
ব্রত নেবো ।

পদ্মা । ভারি দেমাকু—দেখা যাবে না, তখন দেখা যাবে ।

রণ । হাঁ পদ্মা, একটা কথা তোমার বলি নি, মানসীর যোগ্যবর—

মান । তোমরা আমার না তাড়িয়ে ছাড়্‌চো না ? (প্রস্থান)

পদ্মা । ভাল, মহারাজ মানসীর বিয়ের পক্ষে এত উদাসীন কেন ? যত্ন  
কুপার, মানসী দিদি যে পনেরতে পা দিয়েছে ।

রণ । মানসীর যোগ্যবর যে মেলানো ভার পদ্মা । হাঁ বলতেছিলুম, মানসীর  
যোগ্যবর এতদিনের পর, একটা মাত্র আমার চোখে পড়েছিল ।

পদ্মা । কে সে ভাগ্যবান পুরুষ ? তবে বিয়ের প্রস্তাব হোক না কেন ?

রণ । এ ক্ষেত্রে বিয়ের প্রস্তাব চলেনা । তবে এটা সত্য যেমন পাত্রী মানসী  
—তেমন পাত্র পুরঞ্জন ।

পদ্মা । পুরঞ্জন লোকটা কে গো ?—কেন, বিয়ের প্রস্তাব চলেনা কেন ?

রণ । সে রাজার শত্রু মধ্যে পরিগণিত । গত সীমান্ত যুদ্ধে সেই প্রধান  
সেনাপতি ছিল ।

পদ্মা । তবে—?

রণ । হাঁ, এ প্রসঙ্গের আলোচনার লাভ নেই । চল, এক্ষণে ঘরে যাই ।  
সন্ধ্যার পর আবার রাজবাড়ী যেতে হবে । রাণীর নিমন্ত্রণ ।

(প্রস্থান)



৭২ দৃশ্য—কক্ষ ।

(রাজ্ঞী ও পরিচারিকার প্রবেশ )

রাজ্ঞী । আমি এ কক্ষে রইলুম, আমার আজ মন ভাল নেই । একটুখানি নিরিবিলা থাকবো,—দেখিস, কেউ যেন এখানে এসে আমার বিরক্ত না করে । তুই যা । হাঁ, শোন, সেনাপতি রণজিৎসিংহের আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা আছে,—বিশেষ জরুরী কাজ,—কত কাজ হুটে ছাই, একটু সোয়ান্তি পাবার যো নেই,—তা সে আসলে, এখানেই নিয়ে আসিস । যা—

(পরিচারিকার প্রস্থান)

আর সহিতে পারি না । দিন রাত তিলে তিলে জলে মরছি, আর সহিতে পারি না । প্রাণের জ্বালা কাউকে মুখ হুটে বলতে পারি না,—লুঙ্কারিত রক্ত বেগ হৃদয়ে চেপে রাখতে, হৃদয় ভেঙ্গে যাচ্ছে । আজ সরম ছেড়ে মরম-বাথা মুখে ব্যক্ত করবো । নইলে উপায় নেই । ইঙ্গিতে সংকেতে কত দিন বুঝতে দিয়েছি, মনঃপ্রাণ আমার তারই চরণে অর্পিত,, কিন্তু এমনই সরল,—এমনই অনভিজ্ঞ সে আমার, সে ভাবের সনেহটা পর্য্যন্ত তার মনে জাগে মি । আজ এ নির্জন-কক্ষে, মুখ কুটে তাকে আপন প্রাণ বিলিয়ে দেবো । কিন্তু—কিন্তু যদি—, তা অসম্ভব, পুরুষ কি এত নির্দিয়, এত পাষণ হতে পারে ? সাধ করে সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে গেলে, কেউ কি তা' পার তৈলে ? তবে শুনেছি, শুনেছি কেন, জানি, পদ্মাবতীকে সে ভাল-বাসে,—তাতে কতি কি ? ভ্রমর কি একটা কুমুমে পরিতৃপ্ত থাকে ?—অসম্ভব । দূর ছাই, অনেকক্ষণ বয়ে যাচ্ছে, কিছুই ভাল লাগছে না,—

গীত ।

দাও গো বলে, কোথা গেলে, পাব তারে ভাবি যারে ?

কদম জুড়িয়ে সে যে, তবু খুঁজে পাইনে তারে ।

পাখীর মধুর তানে,

তারই স্বর বাজে কাণে,  
তারই গন্ধ ভেসে আসে, যুদ্ধ মলয় সমীরে ।  
ফুটিলে কুন্তল রাশি,  
হেরি তারই প্রীতি-হাসি,  
আকাশে ভাতিলে শশী, সে মুখ শুধু মনে পড়ে ।

না, আর গান ভাল লাগছে না ছাই। কি করি?—ওই পদশব্দ  
হচ্ছে না ?

### (রণজিৎ ও পরিচারিকার প্রবেশ)

রণ । এ যে অতীব নির্জন কক্ষ ? মহারানী এখানে কেন ?

পরি । তাঁর আজ মন ভাল নেই ।

রণ । তাহ'লে আজ না হয়, দেখা না-ই হলো

রানী । কথা আছে, আপনার সঙ্গে বিশেষ কথা আছে । অই খানে বসুন ।  
(দাসীর প্রতি) তুই যা, দেখিস্ কেউ যেন এ কক্ষের নির্জনতা ভঙ্গ না  
করে ।

(পরিচারিকার প্রস্থান)

রণ । একুপ নির্জন স্থানে, আমার একাকী অবস্থান কি সম্ভব ?

রানী । সেনাপতি, উদ্বিগ্ন হরোনা । আমার সব কথা আজ স্থির হয়ে তোমাকে  
শুনতে হবে । কক্ষটা অতি নির্জন, আমার আশ্রয় ভিন্ন কারণে  
এখানে প্রবেশাধিকার মেই, তুমি নিশ্চিন্ত হও । (ক্ষণপরে) সেনাপতি,  
—রণজিৎ, শত দাস দাসী পরিবেষ্টিত হয়ে, অমূল্য বসন-ভূষণে দেহ  
ভূষিত করে,—সুসাল আহাৰ্য্যে রসনা পরিতৃপ্ত করেছে; এ অভাগিনী  
বড় অশান্তিতে কাল কাটাচ্ছে । লজ্জা বিসর্জন দিয়ে, তাই তোমার  
নিকট খুলে বলতে, আজ তোমাকে এখানে ডেকেছি ।

রণ । রাজি, শুনে বিশেষ ক্ষুণ্ণ ও বিষন্ন হলুম,—প্রকৃতির রম্য-নিকেতন এই  
ভূবর্গ কান্দীরের বিনি সর্বসমগ্রী অধিবাসী,—যার অঙ্গুলী সংকেতে  
সুবিশাল কান্দীর রাজ্যের আবাল-বৃদ্ধ নিমেষে লক্ষ্য-ক্ষেত্রে ধাবিত



হতে তিলমাত্র কান্তরতা প্রদর্শন করে না, যার ইঙ্গিতাভিলাষ পরি-  
পূরণের জন্ত, অসীম ক্ষমতাশালী, প্রবল প্রতাপাধ্বিত রাজচক্রবর্তী  
শত্রুজিৎ স্বয়ং সমুৎসুক,—তার এমন কি অভাব থাকতে পারে, যার  
জন্ত মনের শান্তি নষ্ট হয়েছে ? দেখি, দাসের নিকট অকপটে সকল  
কথা ব্যক্ত করুন, আপনার সদিচ্ছা পূর্ণ কন্তে এ অধম বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত  
হবে না ।

রাণী । রণজিৎ, আমার ইচ্ছা পূর্ণ কন্তে একমাত্র সমর্থ তুমি !

রণ । অসম্মতি করুন, আমি দাস মাত্র ।

রাণী । রণজিৎ, তুমিই আমার হৃদয় রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর,—আমি  
তোমার দাসী ।

রণ । রাজি, আপনি কাকে কি বলছেন ? আমি যে আপনার আজ্ঞাবহ  
ভৃত্য রণজিৎ সিংহ ।

রাণী । তোমার চিনিনা, রণজিৎ, বুক চিরে দেখাবার হলে দেখাতুম, তোমার  
অই অনিন্দ্য সুন্দর কমলীয়া মৃষ্টি, আমার অন্তরের ও অন্তস্তলে উজ্জল  
রূপে অঙ্কিত আছে ।

রণ । রাণি, আজ কি আপনার মনের স্থিরতা নেই ? জ্ঞান-বৈকল্য  
উপস্থিত ?

রাণী । জ্ঞান ধ্যান আমার সকলই যে তুমি রণজিৎ ! দয়া কর রণজিৎ, আজ  
নয়, কাল নয়, প্রথম দর্শন হতে এই পাঁচ বছর, আমি তিলে তিলে  
পুড়ে মরছি ।

রণ । রাণি, এক্তি শুদ্ধি ? অগণিত শত্রুর শতশত কামান গর্জনে যে  
রণজিতের কোষাশ্রয় ও কল্পিত হয়নি, সে রণজিৎ যে আজ তোমার  
কথা শুনে ভীত, সন্ত্রস্ত, রোমাঞ্চিত ! এসব সত্য, না স্বপ্ন ?

রাণী । স্বপ্ন নয় রণজিৎ, প্রব সত্য । সত্যই কণপ্রভা এ জীবন যৌবন  
তোমার চরণে অশ্লি কন্তে উদ্বলিত । চাইনে রাজ্য, চাইনে ঐশ্বর্য,  
রণজিৎ, হেলান সকলই ত্যাগ করবো । তুমি আমার—

রণ । হি—হি—হি—হি—রাণি, রসনা সংযত কর । সীতা-সাবিত্রী,  
দময়ন্তী-বেহলায় কেশে জড় তোমার, তোমার কন্ডে এ ঐশাচিক  
লালসার স্থান কেন ? প্রবৃত্তি দমন কর, কুলধর্ম রক্ষা কর ।

রাণী । এই সুদীর্ঘ পাঁচ বছর সে চেঁচা করেছে। প্রাণ পণে করেছে, কিন্তু  
কৃতকার্য্য হই নি। রণজিৎ, সত্য বলছি, পথের ভিকারিণী ও বুঝি  
এ অভাগিনী হতে সহস্রগুণে সুখী। আর পারিনা, দয়াকর  
প্রাণেশ্বর,—

রণ । কি স্বপ্না, কি স্বপ্না,—শ্রবণে ও দেহ কলুষিত হয়। তোমার ছায়া  
স্পর্শেও অনন্ত নরকের পথ প্রশস্ত হয়। আমি যাই,— (প্রস্থানোদ্যত)

রাণী । শোন, শোন নির্দয়,—

রণ । (বাইতে বাইতে) রণজিৎ পিচাচ নয়। (প্রস্থান)

রাণী । এ সত্য, না স্বপ্ন ? আমি জাগ্রৎ, না নিদ্রিত ? এ অভিনয়, কাল্পনিক  
না বাস্তব ? সমগ্র কাশ্মীরের একমাত্র অধীশ্বরী আমি,—সামান্য  
একটা সৈনিকের নিকট উপেক্ষিতা হলুম ? এখানেই কি এ নাটকের  
যবনিকা-পাত হবে ? না, না, কখনই নয়, কখনই নয়। বিমর্দিত-  
পুচ্ছা ভুজঙ্গিনীর তীব্র-দংশন কত জালা ময়, মূৰ্ছা রণজিৎ, শীঘ্রই তা  
হৃদয়ের পরতে পরতে অনুভব করবে। তোমার মত তুচ্ছ একটা  
কীটাত্মকীটকে পদতলে বিমর্দিত—মথিত কত্বে কণপ্রভার কতকণ ?  
কিন্তু করবোনা, তা করবোনা,—রাবণের চির-জলন্ত-চিতা তোমার  
বুকের ভিতর অহরহঃ জলবে ! অনন্ত তোষানলের ব্যবস্থা করবো,  
এই প্রতিজ্ঞা ! এত অবজ্ঞা ? এত অহঙ্কার ? পদ্মাবতীর প্রেমের  
এত মাদকতা ? উত্তম, তবে পদ্মাবতী, আগে তুমিই প্রস্তুত হও।

(বেগে প্রস্থান)



১ম দৃশ্য—রাজসভা ।

( সভাসদগণ ও নর্তকীবৃন্দ )

১ম স। ওগো, আমরা তীর্থ-কাকের মত হা ক'রে ব'সে আছি, একটুকু  
রূপাদৃষ্টি পাত কর না গা ?

২য় স। হাঁ গা,—ভায়া আমার তৃষ্ণায় ছটকটাচ্ছেন, একটু রসবারি সেচন  
কর। একটা আধটা প্রেমের গান গাও—বুঝলে ?

গীত ।

নর্তকীবৃন্দ ।—

প্রেম করা নয় মুখের কথা,—

বিলিয়ে দিতে হয় পরাণ ।

প্রেমে শুধু দেওয়া চলে,

চে'তে হয় না প্রতিদান ।

ছুমি ভালবাস যারে, সে যদি না চায় গো ফিরে,

সাপ্তে হবে চরণ ধরে,—

ভুলে গে' মান-অপমান ।

সে যদি গো পায়ে ঠেলে, লুটতে হবে চরণ তলে,

প্রেমের পূজা, নয়ন-জলে,

স্বথের তাতে নেই বিধান ।

১ম স। বাহবা—বাহবা, খাঁটি কথা,—‘প্রেমের পূজা নয়ন জলে’—কিছু  
আল'তা না ধুয়ে যায় !

( মন্ত্রী ও সার্বভৌমের প্রবেশ )

চন্দ্র । ( জনান্তিকে ) সভাসদদের মুখ আমি বন্ধ করেছি। আর একটা বড়  
ভুল লক্ষণ ! মহারাজ কি জানি পাছে স্নেহ-বশে কথাটা উড়িয়ে দেন,  
সেজন্য রাণী মাকে আগে হাতে যাতে বুঝিয়ে রাখা যায়, তার চেষ্টা  
কন্তে গিয়েছিলুম। যতটুকু বুঝলুম, রাণীমা তার প্রতি ততটা প্রসন্ন  
নন। এটা কম স্ত্রবিধার কথা নয় !

সর্কে । (জনাস্তিকে) তবে তোমার একাদশ বৃহস্পতি ! (প্রকাশে) হরি, হরি, কলৌ নাস্ত্যেব গতিরত্থা । (জনাস্তিকে) আমার কথা ভুলে যেয়োনা । কপর্দকেনান্নম্—এক কড়া কমেও হবেনা । (প্রকাশে) হরি, হরি, নাস্ত্যেব গতিরত্থা ।

২য় স । ও গো, থাম্লে কেন ? অমৃতে অরুচি কেন ? কি বলেন সর্কভৈরব মশায় ?

সর্ক । হাঁ, রাজসিক ব্যাপ্তরে এগুলো অল্পভূষণ বটেই তো । হরি, হরি,— (জনাস্তিকে) বুঝ্লে,—এক কড়া কমেও আমি ওতে নেই ।

চন্দ্র । (জনাস্তিকে) চিন্তা নেই,—ও আপনার সিদ্ধক-জাত ধরে নিন্ ।

১ম স । ওগো, আর খালি খালি দাঁড়িয়ে কেন ? চলুক । —‘মন গেছে যে, অই রাজা পার’ ।

### গীত ।

নর্তকীবৃন্দ ।—

দেবে বলে দিয়েছিহু মন । (বঁধু) ।

মজিয়ে অবলায়, কেন অযতন ?

কত দিন কত নিশি, কুড়ায়ে কুহুম রাশি

পরায়েছ হাসি হাসি ফুল আভরণ,

যদি নিমেষের তরে, গিয়েছি কখনও দূরে,

অভিমান ভরে কত করেছ রোদন,—

যে’চে কাছে গেলে আজি ফিরাও বদন ।

নীরব নিশীথে শশী, ঢালিত সুধার রাশি,

বকুল-তলায় বসি সে সুখ স্বপন,—

বুকে জড়াইয়ে বুক আদরে চুমিতে মুখ,

ভুলেছ সকলি সখা নাহি কি স্মরণ ?

পুরুষ কঠিন এত ? —— পাষণ এমন ?

## (রাজা, রানী ও মানসীর প্রবেশ)

রাজা । মজিবর, কল্যাকার ব্রাহ্মণ-ভোজন-ব্যাপার যথা-নির্দেশ সম্পন্ন হয়েছে শু'নে, বিশেষ লক্ষ্যে হয়েছি । আজ সেনাপতির অভিনন্দন উৎসব যাতে সর্বোৎসাহে হয়, তাতে বোধ হয় চেষ্টার ক্রটি হয়নি ?

চক্র । রাজ্যদেশ পালন-পক্ষে ভূতোর সাগ্রহ দৃষ্টি আছে । তবে কালকের ব্যাপারে সম্ভাবনার অতিরিক্ত ব্যয়বাহুল্য ঘটেছে ।

রাজা । তা ঘটুক । আমার প্রিয়তম স্বহৃদ রণজিৎসিংহের প্রীতিকামনায়, তাঁর অভিনন্দন ব্যাপারে,—কিঞ্চিৎ ব্যয় বাহুল্য আমি অকাতরে অমুমোদন করোঁ । সেনাপতি বোধ হয় নীত্ৰই সভায় উপস্থিত হবেন, তোমরা সকলে তাঁর প্রতি বিশিষ্ট সম্মান প্রদর্শন কর, এই আমার অমুরোধ ।

চক্র । রাজ্যদেশ যথাযথ পালিত হবে ।

## রণজিৎের প্রবেশ ।

রাজা । এস, স্নেহ-ভাজন রণজিৎ, ঐ নির্দিষ্টাসনে উপবেশন কর । সভা-সদগণ, গত যুদ্ধে সেনাপতি যেক্রপ অসীম বীরত্ব, অসামান্য রণনৈপুণ্য প্রকাশ করেছেন, তজ্জন্তু কাম্মীরবাসী, তাঁর নিকট চিরকৃতজ্ঞ । অন্তরনিহিত সে অপরিমেয় কৃতজ্ঞতার যৎসামান্য নিদর্শন—এই অভ্যর্থনায়োজন । তাঁর প্রথম নিয়োগ হতে, এই পাঁচ বছর আমি তাঁর বীরত্বে একান্ত মুগ্ধ ! তবে এই যুদ্ধজয়ের স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ আজ স্বহস্তে আমি তাঁকে এই রত্নখচিত অসি উপঢৌকন প্রদান করছি । সেনাপতি, এ সামান্য উপহার গ্রহণ ক'রে, আমাকে সুখী ও বাধিত কর ।

(অসিপ্রদান)

রণ । ভক্তিতাজন কাম্মীরাদিপতি, প্রজাসাধারণের প্রতি আপনার স্নেহ-বাৎসল্য, আপনার আদর-বহু, আপনার নিরপেক্ষতা, কাম্মীর-বাসী কাউকে ব'লে জানাতে হয় না । আপনার অমুগ্ৰহে এ দাস লালিত, পালিত, কাম্মীরে সম্মানিত । আজ একরূপ অভ্যর্থনায় সে সম্মান শতগুণে বর্ধিত হলো । এ অভিনন্দনের উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা ভাব্য প্রকাশ করি, তেমন ক্ষমতা আমার নেই । তবে এই মাত্র বলতে পারি, যতদিন হস্ত

অসিধারণে সমর্থ থাকে, যতদিন ধমনীতে একবিন্দু রক্ত প্রবাহিত হয়, ততদিন এ প্রিয়তম অসি, এ অমূল্য উপহার, আমার চির সহচর হবে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা,—আমা হতে যেন রাজদত্ত এ অসির অবমাননা না হয়।

চন্দ্র। সেনাপতি, আপনার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা স্বয়ং রাজমুখে ব্যক্ত হয়েছে। আপনার কীৰ্ত্তিগানে আজ কাশ্মীর গগনমণ্ডল মুখরিত। আপনার প্রীতি কামনায়, রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ বহিরঙ্গনে সমাগত। চলুন, আপনি তাকিগে দেখা দিয়ে কৃতার্থ করবেন। (ক্ষণপরে) কিন্তু একটা কথা,—গত যুদ্ধে যে সমুদয় দস্যু ধৃত বা বন্দীকৃত হয়েছে, যে দ্রব্যসম্ভার হস্তগত হয়েছে, তার বিস্তৃত বিবরণ আজ প্রকাশিত করা আপনার অভিপ্রেত নয় কি? আমরা সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

রণ। এ যুদ্ধ ফলে কোনও দস্যু ধৃত বা বন্দীকৃত হয়নি,—উল্লেখ ভ্রোগ্য কোনও দ্রব্য-সম্ভার ও হস্তগত হয়নি,—একথা আমি পূর্বেই রাজ-সকাশে নিবেদন করেছি।

রাজা। হাঁ, একথা রণজিৎ পূর্বেই বলেছেন। যাক—দস্যু বা দ্রব্য-সম্ভারের জ্ঞান আমি লাগায়িত নই, মন্ত্রী।

চন্দ্র। কিন্তু কথাটা এই,—যুদ্ধে জয়-লাভ হলো, অথচ একটা দস্যুও ধৃত হলোনা। শত্রুহর্গ করায়ত্ত হলো,—অথচ কোনও দ্রব্যই রাজভাণ্ডার-জাত হলোনা, এটা নিতান্তই বিশ্বয়ের বিষয়!

রণ। যুদ্ধ-ফলে যে সন্ধি হয়, তাতে প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুর স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল,—আর, বিশেষ কোনও দ্রব্য হুর্গে আদৌ ছিল না।

চন্দ্র। যুদ্ধ-ফলে সন্ধি! — ভাল, সন্ধির ক্ষমতা কি সেনাপতি মশায়ের ছিল?

রণ। সেনাপতির সে ক্ষমতা ছিল কিনা, মন্ত্রী মহাশয় কি তার বিচার কর্তা?

চন্দ্র। বিচারের অধিকার আমার থাক বা না—ই থাক, উপস্থিত রাজসভা-সমক্ষে আপনি সে কৈফিয়ৎ প্রদানে অবশ্যই বাধ্য।

রণ। সন্ধির ক্ষমতা আমার ছিল কিনা, জানিনা। তবে সরল বিশ্বাসে সন্ধি আমি করেছি। আর সে সন্ধিতে মহারাজের সম্মান সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

চন্দ্র । সে বিচারের প্রয়োজন ? মাথাই নেই, মাথাবাথা ? সন্ধির ক্ষমতাই যদি না থাক্‌লো, তবে তার কল কিরূপ হয়েছে, বা হবে, সে বিচারে প্রয়োজন ?

রাজা । তর্কের সীমাটা ক্রমে প্রীতির গুণী অতিক্রম হচ্ছে, নহ, মন্ত্রী ?

চন্দ্র । মহারাজ, বিষয়টা একটু গুরুতর বলেই মনে হয় । যুদ্ধে আমরা বিজয় লাভ করলুম, এ অবস্থায় জয়-লব্ধ দ্রব্য সম্ভারের কিংবা বিজিত শত্রু দলের বিশেষ বিবরণ জানতে সাধারণের মনে একটা আগ্রহ হওয়াই স্বাভাবিক । কিন্তু এটন! যেরূপ দাঁড়িয়েছে, তাতে প্রজা-সাধারণের নিকট কতটুকু বিবরণ প্রকাশ করা সম্ভব, তা অবশ্যই চিন্তনীয় ।

রণ । সকলের নিকট অসংকোচে সত্য বিবরণ প্রকাশ, সর্বাবস্থায়ই সম্ভব ।

চন্দ্র । সেনাপতি মহাশয় যা সত্য বলে ঘোষণা কচ্ছেন, সাধারণে তা বেদ-বাক্য বলে গ্রহণ না ও করতে পারে ।

রণ । রণজিৎসিংহ মিথ্যাবাদী—কাগ্নীর বাসী কেউ এ কথা বলতে সাহসী হবে, আমার এ বিশ্বাস ছিল না ।

চন্দ্র ! দুর্গে গ্রহণ-যোগ্য দ্রব্য-মাত্র ছিল না,—একথা বিশ্বাস করবে, সকলেই এরূপ-সরল, সেনাপতি মহাশয় কি তাই বলতে চান ? আর, কোনও গুপ্ত কারণ ব্যতীত, পরাধিত শত্রুর মুক্তি বিধানেরই বা কি প্রয়োজন ছিল ?

রণ । মন্ত্রী মহাশয়, আপনি আমাকে শুধু মিথ্যাবাদী বলেই নিরস্ত নন ? রণজিৎ অর্থগুরু নর-পিশাচ, এমন কি বিশ্বাসঘাতক, ইঙ্গিতে তাও ঘোষণা কত্তে সঙ্কুচিত নন ?—মহারাজ,—

মান । বাবা, এ সব কি ? সেনাপতি দাদার ধৈর্যের কি একটা সীমা নেই ? তুমি এখানে আছ বলে, কত কষ্টে তিনি ক্রোধ সংবরণ কচ্ছেন, দেখ দেখি ।

রাণী । মানসী, তুই ছেলে মানুষ, ওসব কথায় তোর কাজ কি ? প্রজার মনোরঞ্জনের জন্ত গুণনিধি রামচন্দ্র, পতি-গত-প্রাণা প্রিয়তমা সীতাদেবীকে পর্যন্ত বর্জন কর্তে বাধ্য হন, একথা বিশ্বাস হইছে কি ?—বিষয় যে গুরুতর তাতে সন্দেহ কি ?

সর্কে । (স্বগতঃ) সতি রাণীমাকে অবধি চক্ষুচূড় হাত করেছে ! বাকু আমার পথ সহজ হয়ে পড়েছে—মহাজনঃ যেন গভঃ স পহাঃ—রাণীমার পেছনেপেছনে চলবো । ফল হয়, পোহাবার, না হয়, শুধু যাব । (প্রকাশে) পর্ততো বহ্মিমান্ ধুমাং—শাস্ত্রে আছে, পর্ততে ধুন দেখে বহ্মির অনুমান সুসঙ্গত । হরি, হরি,—তা কাঁধা দেখে কারণ অনেকটা অনুমান করা যায় বই কি ?—কলৌ নাস্ত্যেব গতিরত্থা । হরি—হরি— ।

চক্র । সেনাপতি, আপনার পদের গুরুত্ব অত্যধিক,—শুভ বস্ত্রে মসীবিন্দুপাত সহজেই দৃষ্ট হয়, সুতরাং আপনারই সুবিধার জন্ত, এক্ষেত্রে বিচারের সম্পূর্ণ প্রয়োজন ।

রণ । কিসের বিচার ?

চক্র । সন্দেহ-সাপেক্ষ বিষয়ের বিচারে আপাততঃ প্রয়োজন নেই । আপনি অয়ং যতটুকু স্বীকার কচ্ছেন, তাই এক্ষেত্রে আলোচ্য হোক । আপনি এক প্রকার স্বীকৃত, দস্যদের আপনি স্বেচ্ছায় মুক্তি দিয়েছেন ।

রণ । মিথ্যা কথা ।—কেউ বন্দীই হয়নি । কাজেই, মুক্তির কথাই উঠেনা ।

চক্র । ভাল, দুর্গ তো হস্তগত হয়েছিল ? ইচ্ছা মাত্রই শত্রুদল বন্দী হতো,—এটা কি আপনি স্বীকার করবেন ?

রণ । হু একজনকে হয়ত বন্দী করা যেতে পারতো ।—

চক্র । বস—তাহলেই হলো । রাজনীতির হিসাবে তাতে আপনার অপরাধ হয়েছে কিনা, তারই বিচার হোক ।

রণ । আপত্তি নেই । সম্পূর্ণ সরলভাবে যা আমি করেছি, তাতে যদি কোনও রাজনীতিক অপরাধ হয়ে থাকে, মহারাজ তার বিচার করুন ।

মান । বাবা, এ সকল বিচার-বিতর্ক এর পর হলে ভাল হয় না । এ আনন্দের দিনে, এসব উৎপাত ?

রাণী । মানসি, তুই চুপ কর । যোগ্য ব্যক্তির সম্মান-দান রাজার অবশ্য কর্তব্য । কিন্তু এক্ষেত্রে সেনাপতি ষথার্থই যোগ্যতা অথবা অযোগ্যতা প্রদর্শন করেছেন, তারই বিচার আগে হওয়া সঙ্গত নয় কি ?

সর্কে । হরি হরি—রাণী মা সাক্ষাৎ সরস্বতী !—কলৌ নাস্ত্যেব গতিরত্থা । তা না হলে, এতবড় রাজ্যের সর্বময়ী কর্ত্রী হবেন কেন ?



চন্দ্র । (স্বগতঃ) রাণীমার এতটা সহানুভূতি স্বপ্নেরও অগোচর । যদিও এটুকু বুঝেছিলুম, কোনও কারণে রণজিতের প্রতি তিনি অপ্রসন্ন, কিন্তু ব্যাপার এতটা গড়াবে, ভাবতে পারিনি । দেখা যাক, কত দূর কি হয় । (প্রকাশ্যে) রাণীমার কথা সম্পূর্ণ যুক্তি-যুক্ত । এক্ষণে মহারাজের আদেশে কাজ হবে ।

রাজা । মন্ত্রী, এক্ষেত্রে আমি সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করবো, এই স্থির করেছি । রণজিত আমার পরম স্নেহের পাত্র, সে ক্ষত্রাই আমি তোমাদের বাগ্‌বিতণ্ডায় যোগদান করিনি । পাছে কেউ মনে কর, আমি স্নেহবশে পক্ষপাত প্রদর্শন কছি । রাজার জীবন বিড়ম্বনাময়, সময়-বিশেষে পুত্র-স্নেহ, পত্নী-প্রেমে পর্য্যন্ত জলাঞ্জলি দিতে হয় । আজ আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকবো । তোমরা সকলে মিলে, যা ভাল বিবেচিত হয়,—তাই কর ।

চন্দ্র । তাহলে, রাজ-পুরোহিত সার্কভোম মহাশয়, কিংবা স্বয়ং রাণী মা আপনার প্রতিনিধি রূপে বিচার কার্য সম্পন্ন করুন । আশাকরি, সেনাপতি মশায়ের তাতে আপত্তি হবে না ।

রণ । ধর্ম-সঙ্গত জ্ঞান-বিচারে কারই আপত্তি হতে পারে না ।

মান । বিচারটা এদণ্ডেই না হলে, নয় ? (ক্ষণ পরে) কে অভিযোগ কচ্ছে ?

চন্দ্র । কর্তব্যের অনুরোধে, দেশের প্রতিনিধিরূপে, অগত্যা আমিই এ অগ্নীতিকর অভিযোগ উপস্থিত কছি ।

মান । অভিযোগটা কি ?

চন্দ্র । অবৈধভাবে শত্রুর স্বাধীনতা-বিধান ।

মান । প্রমাণ ?

রাণী । তোর এ সবে কাজ কি মানসী ? এক্ষণে এ সম্পর্কে সেনাপতির কি বক্তব্য আছে, তাই শোনা উচিত ।

রণ । আমার বক্তব্য আমি পূর্বেই প্রকাশ করেছি । পুনরুক্তি বোধ হয় ব্রিহ্মমোজন ।

রাণী । তবে শোন রণজিত, ইচ্ছা করে দেশের শত্রুর স্বাধীনতা-প্রদান অপরাধে তুমি অপরাধী, জ্ঞান ও ধর্মের অনুরোধে এ কথা বলতে আমি বাধ্য ।—অবশ্য বাধ্য ।

মান । মা,—

রাণী । চুপ্ ।—এখন দণ্ডের ব্যবস্থা ।

সার্ক । শাস্ত্রে আছে, কণ্টকেনৈব কণ্টকং—কাঁটা দিয়ে কাঁটা উদ্ধার—  
হরি হরি—

রাণী । আমার বিবেচনায়,—স্বাধীনতার মূল্য স্বাধীনতা । সেনাপতি, তুমি  
অস্তায়রূপে শত্রুকে স্বাধীনতা দান করেছ, সে জন্ত তোমার স্বাধীনতা  
আজ হতে বিলুপ্ত হ'লো ।—তোমার দণ্ড নির্জ্ঞন-কারাবাস ।

রাজা । রাণি,—

রাণী । প্রাণেশ্বর, সেনাপতি রণজিৎ সিংহ আপনার-আমার পরম স্নেহ-পাত্র  
হতে পারে, তার অবমাননা, তার নিগ্রহ, অশেষ যত্নশ্রম হতে  
পারে,—কিন্তু তাও বরং সহ্য কত্তে পারি, অকাতরে সহ্য কত্তে  
পারি,—তথাপি আপনার চিরশত্রু যশচন্দ্রমায় রেখামাত্র কলঙ্ক-  
কালিমা পাত হতে দিতে পারিনা । কাশ্মীররাজ স্নেহবশে কর্তব্য-  
চ্যুত হয়েছেন, বিচারে শিথিলতা দেখিয়েছেন, একথা কিছুতেই  
কেউ যাতে বলতে না পারে, তারই জন্ত আমি আজ এ ব্যাপারে  
স্বয়ং এতটা জড়িত হয়েছি । আমার কথা কিছুতেই ব্যর্থ হবেনা ।  
রাজসভা তবে ভঙ্গ হলো । চলুন নাথ, চল্ মানসী । (যাইতে  
যাইতে স্বগতঃ) আমার অভিনব নাটকের এই মাত্র প্রথম-অঙ্ক ।

(প্রস্থান)

(পশ্চাৎ পশ্চাৎ নীরবে মানসী ও রাজার প্রস্থান)

চন্দ্র । ষাণ্ডাজ্ঞা শুন্লে, সেনাপতি ?

রণ । শুন্লুম । এই রাজাদেশ ?

চন্দ্র । সন্দেহ কি ? রাজার প্রতিনিধি স্বয়ং রাণীমার আদেশ—স্বতরাং  
রাজাদেশ !

রণ । রাজাদেশ অবশ্য-পালনীয় । যে রণজিৎ আজ পঞ্চাধিক বর্ষ হতে  
রাজার তুষ্টি সম্পাদনকেই জীবনের সারব্রত বলে সঙ্কল্প করেছিল,  
যে রণজিৎ রাজার অঙ্গুলী-মাত্র হেলনে, অন্নান বদনে, এতদিন, অনল  
মুখে অগ্রসর হতেও তিলমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেনি, সেই রণজিৎ

## মানসী ।

আজ রাজাদেশের মর্যাদা রক্ষার জন্ত, কারাদণ্ড গ্রহণে পরাস্থ  
হবে না। রণজিৎ সম্পদে বিপদে, শয়নে স্বপনে, সন্ধ্যাটের গৌরবাকাজ্জা,  
—দেশের হিতকামনা, নিশিদিন, প্রতিমুহূর্তে, হৃদয়ের পরতে পরতে  
সম্বন্ধে পরিপোষণ ক'রে থাকে। দেশের মঙ্গলের তুলনায়, রণজিৎ  
ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত সম্মান-প্রতিষ্ঠা, চিরদিনই নিতান্ত  
অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান ক'রে আসছে। স্মরণ্য আজ সে, এ বিচারের  
বিকল্পে অসি উত্তোলন ক'রে দেশের মধ্যে একটা অশান্তির কালানল  
সৃষ্টি কন্তে অভিলাষী নয়। এই আমি রাজদত্ত অসি, রাজকীয়  
পরিচ্ছদ,—রাজাজ্জায়—এ মুহূর্তে সর্ব-সমক্ষে পরিত্যাগ করছি,—পরাও,  
আমাকে শৃঙ্খল পরাও, বন্দীকর,—কারাগারে নিয়ে চল।—

(পটক্ষেপণ)



## দ্বিতীয় অঙ্ক ।

দৃশ্য—সীমান্ত পাহাড় ।

(বরণার পার্শ্বে মুরলা)

গীত ।

মুরলা ।—

ভুলিব বাসনা অন্তরে, ভুলিতে কই পারি ?

নিরাশা সাগরে ভাসি, তবু, আশা, কই ছাড়ি ?

কেনগো হাস, দেখা হলো ?

—না দেখা যে ছিল ভালো,—

করেছি পান হলাহল,—বল, কেমনে উগারি ?

( পুরস্ক্রমের প্রবেশ )

র । (জনাস্তিকে) সরলা বালিকে, সতাই তুমি হলাহল পান করেছ । এ  
অসম্ভব প্রণয়াকাজ্ঞা তোমার মনে কিসে উদ্ভিত হলো, ভগবান  
জানেন । বিজয় দাদা কি এত মূর্খ, তোমার আশা-লতায় জল সেচন  
কর্বে ? তবে এ ভাবের ক্রমোন্নতি কিসে হচ্ছে ? যাক, অকুরেই  
একে নষ্ট না করলে, পরিণামে তোমাকে বিষম কষ্ট পেতে হবে । এ  
ছরাকাজ্ঞা দূর করা আমারই কর্তব্য । (প্রকাশ্যে) মুরলে, নিরিবিলা  
ব'সে, কি গান গাইছ ?

মুর । তুমি শুনেছ গানটা ? সেদিন এটা একটা বৈষ্ণবী গেয়েছিল । শুনে-  
ছিলুম, তাই গাইলুম, দোষ আছে ?

পুর । দোষ নেই তত ! তবে এটা কোনও নিরাশ প্রেমিকার খেদ-গান !  
তোমার মুখে শোভা পায় কি ?

মুর । গান গাইতে অত বিচার কত্তে হবে ?

পুর। যার যেমন-মন, তার কাছে তেমন গানের আদর হয়। তুমি কি নিরাশ-প্রেমিকা, মুরলে ?

মুর। নিরাশ-প্রেমিকা কাকে বলে, তাত আমি জানিনা।

পুর। (স্বগতঃ) স্কুটনোমুখ কুসুম-কলিকা মাত্র ! তথাপি অজ্ঞাতে প্রকৃতির অত্যাচার আরম্ভ হয়েছে।

মুর। তুমি:ভাবছ কি ?

পুর। ভাবছি তোমারই কথা। আচ্ছা, তুমি কাউকে ভালবাস ?

মুর। বাবাকে ভালবাসি,—মা নেই, তাকে ভালবাসতুম, তোমাকে ভালবাসি, বিজয় দাদাকে ভালবাসি।

পুর। তোমার বাবাকেই এখন শুধু ভালবাসা উচিত।

মুর। আর কাকেও ভালবাসায় দোষ আছে ?

পুর। দোষ নেই, তবে বিজয়কে বা আমাকে ভালবাসলে, শেষে হয়ত কষ্ট পাবে।

মুর। কেন ? কষ্ট পাব কেন ? ভালবাসায় কি কষ্ট পেতে হয় ? (ক্ষণপরে) হাঁ, তা হয় বটে। মা যখন মরে যায়, তখন মনটা বড় কাঁদছিল, বড় কষ্ট হয়েছিল।

পুর। তবেই দেখ, আমি বা বিজয়, কবে কোথায় চলে যাব, তখন তোমায় কাঁদতে হতে পারে।

মুর। তোমরা আমার ছেড়ে চলে যাবে ? আমি যে তোমাদের অনেক থানি ভালবাসি। তোমার বা বিজয় দাদার সঙ্গে বেড়াতে, খেলাতে, কথা কইতে, আমার বেশ লাগে। তোমাদের লাগে না ?

পুর। মুরলে, তুমি সরলা বালিকা। বলতে গেলে সব হয়ত বুঝতে পারবেনা। তোমার এখন যার-তার সঙ্গে মেশামেশি ভাল দেখায় না। যার সঙ্গে তোমার বে' হবে, তাকেই তোমার ভালবাসতে হবে।

মুর। বে' কি ? বর-কনে হওয়া ? বেশতো, যার সঙ্গে আমার বে' হবে, তাকেও ভালবাসবো,—তোমাদের ও ভালবাসবো। বিজয় দাদার সঙ্গে আমার বে' হয় না ?

পুর। বিজয় দাদা তোমায় কিছু বলেছে ?

- মুর। কই ? কিছুই না। তবে তোমার মত সে তো আমার ভালবাস্তে  
বারণ করেনি !
- পুর। (স্বগতঃ) বিজয় দাদা কি তবে এ পার্শ্বতা ঝালিকাকে যথার্থই  
ভালবাসে ?
- মুর। আবার কি ভাবছো ?
- পুর। বিজয়ের সঙ্গে যদি তোমার বে' না হয় ?
- মুর। বেশতো, না হয়, বে' না—ই হলো। কিন্তু তা ব'লে তোমরা চলে  
যাবে কেন ? তোমরা চলে গেলে আমি কার সঙ্গে অমন করে হাসবো,  
— গাইব, অই ঝরণার জলে ফুল ছুড়ে খেলা করবো ?
- পুর। মুরলে, চিরদিন এ ভাবে কাটবেনা ত ! বড়ী হ'লে তোমায় ঘর-  
সংসার নুতন করে পাততে হবেতো ? বরের সঙ্গে হয়ত বা কোনও  
নুতন দেশে চলে যেতে হবে।
- মুর। আমি আমার বাবাকে ছেড়ে চলে যাব ? তুমি বল কি পুরঞ্জন দাদা ?  
এই ক'দিন বাবাকে না দেখতে পেয়ে মনটা কেমন হয়ে গেছে।  
তবু তোমরা আছ, তাই তত উতলা হইনি। অই—অই যে বিজয়  
দাদা আসছেন !

### ( বিজয়ের প্রবেশ )

- বিজ। পুরঞ্জন এখানে ? তোমাকে যে খুঁজে মরছি।
- পুর। পুরঞ্জন এখানে তোমার গুপ্ত-রহস্য ভেদ ক'ছেন।
- বিজ। আমার গুপ্ত রহস্য ?
- পুর। হাঁ, এই যে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেমের মহলা দেওয়া হচ্ছে।— আমার  
তা জানিয়েছ কখন ?
- বিজ। মহলায় এখন ও জমাট বাঁধেনি। নইলে কি তুমি ফাঁকে পড়তে ?
- পুর। অনেকটা তবু নিশ্চিত হ'লুম। মুরলে, শুনলে—
- বিজ। বাজে কথা'র এ সময় নয়, পুরঞ্জন। সর্দার ফিরে এসেছেন।
- মুর। বাবা ঘরে ফিরে এসেছেন ? আমি দেখি গে তবে—

### ( প্রস্থান )

- পুর। সর্দার ফিরে এসেছেন ? কাশ্মীরের সংবাদ কি ?
- বিজ। সংবাদ আমাদের খুবই অশুভ। প্রধান সেনাপতি রণজিৎ সিংহ  
কারারুদ্ধ। রাজ্যের একটা অসন্তোষের ভাব ছড়িয়ে পড়েছে।  
বোধ হয়, কাশ্মীর-রাজ একটা ভীষণ ষড়যন্ত্র-জালে জড়িত হচ্ছেন।  
সর্দারের মুখে সব শুন্তে পাবে এখন, ঘরে চল।

### ( প্রস্থান )

## ২য় দৃশ্য—কাশ্মীর রাজ প্রাসাদের কক্ষ ।

( রাণী ও চামেলীর প্রবেশ )

রাণী । এটা খুব নিরিবিলা জায়গা । সব বল্‌ শুনি ।

চামে । বড় ভয় হয় ।

রাণী । তোর কিছুমাত্র সাহস নেই, কাজেও ততটা মনোযোগ নেই । পুরো-  
পুর পনেরটা দিনের ভিতর, তুই কিছুই কত্তে পারিনি ।

চামে । দিন রাত ত আমি স্ত্রযোগ খুঁজছি, কিন্তু বাজা পাগ্‌লেটা যে ভারি  
সেয়ানা । এক মুহূর্ত কাছ ছাড়া হতে চায় না । যেন যথের ধন,—  
আগ্‌লে ব'সে থাকে । তারপর ওদিকে ওষুদে মাগীর ঘোর বিতৃষ্ণা !  
মুখেই তুলতে চায় না । পনের দিন আমি সেখানে আছি, তার  
ভিতর কুলে হুদিন গুঁড়াটা মিশা'তে পেরেছিলুম ।

রাণী । তোর দ্বারা কাজ হবে না । পনের দিনের ভিতর, অন্ততঃ পাঁচটা  
দিন তোর কাজ করা উচিত ছিল ।

চামে । ওমা, কি ক'রে করি গো ? প্রথম সপ্তা খানেক তো পাগ্‌লেটা  
মাগীর কাছেই ঘেস'তে দেয়নি । এখন অনেকটা আস্থা জন্মিয়েছি  
বটে, তবু তার কেমন সন্দেহ-সন্দেহ-তাব । আর মা, আমার ও ভয়  
আছে তো, তাড়াতাড়ি কত্তে যেয়ে, শেষটা লোক জানাজানি হয়ে  
যায় যদি, তবে বাছা তোমারও ঘোর অপযশঃ, আর আমার ত খাড়ার  
তলে মাথা ।

রাণী । হাঁ, খুব সাবধানে কাজ কত্তে হবে বটে, কিন্তু অত 'চিমে তেতালা'  
রকমে চলবে কেন ? খুব হাত চালাকির সঙ্গে কাজ কলে, কারও  
সন্দেহের কোনই কারণ থাকবে না । ওষুদে জিনিষটা মিশা'লে  
স্বাদের তারতম্য হয় না । আচ্ছা, এ হুদিনের ফলে কোনও কিছু  
পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিস্ ?

চামে । রাণিমা, এ সব ফন্দি-ফিকির না করলেও এ যাত্রা মাগীর রক্ষে নেই ।  
মিস্তের কারাবাসের দিন হ'তে মাগী নাকি জল ভিন্ন কিছুই মুখে  
তুলে নি । তবে ঐ পাগ্‌লেটা জোর করে বা কিছু খাইয়েছে ।  
এখন ত দিন রাত মাগীর ছটকট মাত্র সার ।

রাণী । তবে ওষুদে কিছুটা কাজ হয়েছে। খুব সাবধান—কিন্তু মাত্রাটা একটু বাড়াতে হচ্ছে। একটু দাঁড়া তুই—

(প্রস্থান)

চামে । বোনপোর সঙ্গে দেখা করবো,—এই বাহানা ধরে বেরিয়ে এসেছি। সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরতে হবে। নৈলে সন্দেহ করতে পারে, বাজাটা যেন সত্যি চার্চোথে পঞ্চানন—

(রাণীর পুনঃপ্রবেশ)

রাণী । এই নে' দেখি। এ গুড়ো-টুকু সমান ভাগে পাঁচ দিন ওষুদে মিশিয়ে দিবি। একদিন অন্তর হলেই বেশ হবে। খুব সাবধানে কাজ করবি। আর দ্যাখ, তুই এখানে এসেছিলি, এটা যেন কেউ না জানতে পায়। সন্ধ্যার অন্ধকারে গোপনে তোকে পুরী হতে বে'র করে দেবার ব্যবস্থা করছি। চামেলী, শোন,—কাজটাতে হাত-সাঁফাই দেখাতে পারিস্ যদি,— এই গলার মুক্তাহার তোর পুরস্কার !

চামে । ঐ হার ছড়া আমায় দেবে ?

রাণী । হাঁ হার ছড়া—এখন আয়, সঙ্গে আয়।

(উভয়ের প্রস্থান)





৩য় দৃশ্য — পার্বত্য দুর্গ ।

পুরঞ্জন, বিজয় ও রঘুবীর ।

পূব । “এই একমাত্র কাবণে রণজিৎসিংহ কারারুদ্ধ ?

রঘু । ঠস-জ্ঞানই মনে হয়, ভিতরে ভিতরে কি একটা ষড়যন্ত্র চলছে ।

পূব । তুমি এ সংবাদ নিশ্চিত জান, সর্দার ?

রঘু । ছয়বেশে আমি স্বয়ং দরবারে উপস্থিত ছিলাম । যে দিন উৎসব, সে দিনই আমি প্রাতে কাশ্মীরে উপস্থিত হই । কয়দিন সেখানে থেকে কাশ্মীরের পথ ঘাট, দুর্গ, সৈন্ত-সংখ্যা প্রভৃতির সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করেছি ।

পূব । ভাল করনি সর্দার, দেয়ী করে ভাল করনি । রণজিৎ সিংহের কারাবাস সংবাদ আরও পূর্বেই আমাদের জানানো উচিত ছিল ।

রঘু । এটা আমি তত প্রয়োজনীয় মনে করিনি ।

পূব । প্রয়োজনীয় নয় ? আশ্চর্য্য ! যে মহাত্মা আমাদের প্রতি উদারতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন শত্রু হয়ে ও যিনি, আমাদের প্রতি অসামান্য সৌজন্য প্রদর্শনে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য প্রকাশ করেন নি, শত্রুতা ভুলে গিয়ে যিনি পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অযাচিত ভাবে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন,—এক কথায় আমাদের স্বাধীনতা দিয়ে যিনি আপন স্বাধীনতা হারা হয়েছেন, কারাকষ্ট ভোগ কচ্ছেন,—তার বিপদে, তার লাঞ্ছনা-পীড়নে, এ দীর্ঘ দিন উপেক্ষা প্রদর্শন অপেক্ষা নীচতা, হীনতা ও কাপুরুষতা আর কি হাতে পারে ? যতই হঃসাহসিকতা সপ্রমাণ হোক, যতই বিপদ পাতের সম্ভাবনা বিद्यমান থাকুক, ইচ্ছা হয় বিজয় দাদা,—এই দণ্ডে, এই মুহূর্ত্তে, সেনাপতির দুর্গতি মোচনে তৎপর হই । কাশ্মীর সেনাপতি রণজিৎ সিংহের নিকট, বর্তমানে পুরঞ্জন অপরি-শোধ্য ঋণে আবদ্ধ । এ ঋণের শোধ চেষ্টা অবশ্যই করবো ॥

বিজ । বর্তমানে কিসে তা সম্ভব বল ? শত্রুভাবে, বল-প্রকাশে কাশ্মীরে প্রবেশ করি, তেমন সেনাবল আপাততঃ আমাদের নেই । একাকী তোমার কাশ্মীর গমনে কি লাভ হতে পারে ? একটা নিবিড় ষড়যন্ত্র

মেষ নিশ্চিতই কাশ্মীরাকাশে পূজীভূত হচ্ছে, নতুবা এই সামান্য কারণে সেনাপতির এত নিগ্রহ সম্ভবপর হতো না । সকল দিক দেখে মনে হয়, বিধি আমাদের প্রতি অমুকূল । এ অবস্থায় তোমার একাকী কাশ্মীর-প্রবেশে অঙ্কুরেই সব বিনষ্ট হতে পারে । তুমি বিপন্ন হতেই বা কতক্ষণ ?

পুর । এ সময়ে বিপদ-ভয়ে কাতর হব ? আমিই যার সর্বনাশের একমাত্র হেতু, তাঁকে অকূল পাথারে ফেলে রেখে, নিজে নিশ্চিন্ত থাকবো,— এত নীচাশয় পুরুষ নয় ।

বিজ । এতটুকু আত্ম-মর্যাদা জ্ঞান, এতটুকু মহত্ব তোমার আছে, তা সকলেই জানি । কিন্তু ভেবে দেখ, তুমি বিপজ্জালে জড়িত হলেই যে রণজিৎ সিংহ নিরাপৎ হবেন, তার নিশ্চয়তা আছে কি ? মধ্য হতে, এ চেষ্টায় তোমার পিতৃ-প্রতিজ্ঞা-পূরণের পথ চিরকুদ্ধ হতে পারে ।

পুর । তবে উপায় বিজয় দাদা ?—এ অবস্থায় নিশ্চেষ্ট বসে থাকা যে, পুরুষনের প্রকৃত বিরুদ্ধ !

বিজ । নিশ্চেষ্ট থাকতে কে বলছে ?

পুর । ভাল, আমাদের সৈন্য সংখ্যা ঠিক কত ?

বিজ । এই কিয়দিন মধ্যে পঞ্চ-সহস্র সৈন্য আমাদের বলবৃদ্ধি করেছে ।

পুর । তবে আমাদের সৈন্য সংখ্যা সর্ব সম্মত পনের হাজার ?

বিজ । কিছু কম । গত যুদ্ধে কিছু সৈন্য নষ্ট হয়েছিল ।

পুর । সর্দার, কাশ্মীর-রাজ কত সেনা পোষণ করেন ?

রঘু । ষাট হাজারের কম নয় ।

বিজ । আমাদের চতুগুণ হ'তে ও বেশী ।

পুর । হোক চতুগুণ,—শোন সর্দার, বর্তমান সৈন্য-বল নিয়েই কাশ্মীর-রাজের বিরুদ্ধে অচিরে যুদ্ধ ঘোষিত হবে । রাজধানী আক্রান্ত না হোক, সীমান্ত প্রদেশের স্থানে স্থানে অগোণে আমি এমন রণবাহি প্রজ্জলিত করবো, যাতে সমগ্র কাশ্মীর-রাজ্য ভীত, সন্ত্রস্ত, স্তম্ভিত হয়ে যাবে । আমাদের ইচ্ছানুরূপ সন্ধি ব্যতীত এ কাল-সময়ের নিরুত্তি হবে না । এ সময়ে হয় প্রতিজ্ঞা পূর্ণ, নয় ধরা পুরুষন শূন্য হবে ।

বিজ়। সর্দার, দেশের অবস্থা দেখে এসেছ, কোন দিক্ আক্রান্ত হলে সহজেই স্থানীয় অধিবাসী ভীত হয়ে পড়বে, মনে কর ?

ব্রধু। এ হিসাবে পশ্চিম দিক্ আক্রমণই সম্ভব ।

পূর। তবে তাই হোক । বিজয় দাদা, আজ হতে একপক্ষ মধ্যে কান্মীরাক্রমণ আমার সংকল্প । অচিরাত্ তুমি সেনামণ্ডলী মধ্যে এ আদেশ ঘোষণা কর । ইতোমধ্যে আমি স্বয়ং ছদ্মবেশে একবার কান্মীর ভ্রমণ করে আসবো ।

বিজ়। তোমার গমনে প্রয়োজন ? বরং এ অবসরে আরও কিঞ্চিৎ নূতন সৈন্ত সংগ্রহ কল্পে কাজ হবে । উপস্থিত সৈন্তদের শিক্ষার বিধান ও সম্ভব নয় কি ? তুমি গেলে আমাকে ও কাজেই যেতে হবে ।

পূর। তুমি এখানকার সমস্ত বন্দোবস্তের ভার স্বয়ং গ্রহণ কর । আমার জ্ঞাত চিন্তিত হ'রোনা । ছদ্মবেশ-ধারণে পুরজনের নৈপুণ্য তোমার অজ্ঞাত নয় । আমি একাই কান্মীরে যাবি ।

### ( মুরলার প্রবেশ )

মুর। তোমাদের পরামর্শ সব শুনেছি, আমি । বাবা, এবার কিন্তু আমার ফেলে যেতে পারবেনা—সঙ্গে নিতে হবে ।

ব্রধু। আমরা যাব, যুদ্ধ কত্তে, তুই গিয়ে কি করবি না ?

মুর। কেন, যুদ্ধ করবো ।

ব্রধু। পাগল মেয়ে । মেয়েতে যুদ্ধ করে কখনও ?

মুর। শিখে নিলে পারবোনা ? বিজয় দাদা এই যে নূতন করে রাঙ্গা শিখিয়েছেন, তা কত্তে পারিনা, বাবা ?

ব্রধু। রাঙ্গা আর যুদ্ধ সমান ? ক্ষেপা মেয়ে !

মুর। তা হবেনা বাবা, সেটা হবেনা । আমি যাব । বিজয় দাদা এ কম দিন আমার শিখিয়ে নিনু, দেখবে তখন, আমি ভীর ছোড়া, বর্শামারা, ষোড়ায়চড়া, অর্দিধরা,—সব শিখে নেবো ।

পূর। আজ হতেই তবে মহলা আরম্ভ হোক; না মুরলে ?

মুর। তাই বেশ ।

( সকলের প্রস্থান )

## ৪র্থ দৃশ্য—কঙ্ক-বারান্দা।

রাজা। (পাদ চারণ করিতে করিতে) কে বলে রাজা স্বাধীন? কে বলে রাজা রাজ্যের সর্বময়-কর্তা? প্রভু-ভৃত্য, স্বাধীনতা-অধীনতা,—এর কোনই অর্থ নেই। আমি দেশের প্রভু, আমার ইচ্ছায় দেশ পরিচালিত,—এ ভ্রম ঘুচেছে আমার। লোকমতের দাস আমি,—সে দাসত্বের ভীষণ-থড়ো বন্ধুত্ব, এমন কি মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত ছেদন কন্তে বাধ্য হয়েছি, আমি! যে রণজিৎকে আমি আমার চির-হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু বলে মনে মনে সহস্রবার স্বীকার করি, অন্ধ-বিচারে সে রণজিৎ আমার, কারাগারে লৌহ শৃঙ্খলাবদ্ধ! প্রতীকারের কোন্ উপায় অবলম্বন করেছি? মনের কথা মুখ-ফুটে বলতে পারি না আমি,—আপন বিবেক-সম্মত কার্য্য কন্তে ক্ষমতা নেই আমার, আমি আবার প্রভু,—আমি একচ্ছত্র সম্রাট! আমি স্বাধীনতার সর্বোচ্চ-শিখরে সমাসীন! ধিক্। ইচ্ছা হয় এ দণ্ডে এ পুতুল-খেলা পরিত্যাগ করি। (পরে) পারি, সব পারি, কিন্তু হয়ত শাস্তি ভঙ্গ হবে,—দেশের মধ্যে একটা ঘোর অশান্তির অনল জলে উঠবে।— (চিন্তা)

## মানসীর প্রবেশ।

মানসী। (স্বগতঃ) আহা, সেনাপতি দাদার কারাবাসের দিন হতে, বাবার মুখে একটা দিন হাসি দেখতে পাইনি। বাবা যেন কি ভেবে ভেবে আকুল! দাদার নিগ্রহে বাবার বুকে শেল বিদ্ধ হয়েছে। ভাল, তিনি কেন প্রতীকার চেষ্টা করেন না? আর তিনি না করেন, আমিই কেন সে চেষ্টা দেখি না? এতে বাবা ত রুষ্ট হবেন না! আশ্চর্য্য, এতদিন এ সহজ কথাটা মনে আসেনি! দেখবো,— আমিই সে চেষ্টা দেখবো। কিন্তু তা ও তো সহজ নয়। দাদার ষ্টে নির্জজন কারাবাস! মা আমার অবধি তাঁর কাছে যেতে বারণ করেছেন! যাক্, এ চিন্তা পরে হবে, এখন বাবার সঙ্গে খানিকটা আলাপ করে তাকে অগ্র-মনস্ক কন্তে হবে। (প্রকাশ্যে) বাবা, বাবা, তুমি এখানে? আমি যে তোমায় খুঁজছি বাবা,—

রাজা । কে ? মানসী ? মা, এখানটা বেশ নির্জন, তাই একটু পায়চারি  
কচ্ছি । হট্টগোল ঘেন ভাল লাগে না, মা ।

মান । কই বাবা, আগেত তুমি একলাটি অমনতর বেড়িয়ে বেড়াতে না ।  
আমি, না হয়, সেনাপতি দাদা—তোমার সঙ্গে থাকতুম । (স্বগতঃ)  
ঈস,—বাবার মুখখানি কাল হয়ে গেল,—হঠাৎ দাদার প্রসঙ্গ তুলে  
ভুল করেছি । (প্রকাশে) বাবা, এ কয় দিন একটাবারও তুমি ত  
আমার অস্ত্রখেলা দেখনি । আজ দেখবে বাবা ?

রাজা । মা, এ কয়দিন তোমার অস্ত্রখেলাও দেখিনি,—গানও শুন্তে পাইনি ।  
একটা গান গাইবি, মা ?

মান । গাইব, কিন্তু কোন্ গানটা গাই, বাবা ?

রাজা । কোথা আছ দীন বন্ধো,—এইটা গা, না, মা ।

মান । এটা পুরবী । ভাল, এটাই গাইব ।

(পুরবীর সুর-সাধন)

রাজা । (স্বগতঃ) এই সংসার-মরুভূমে মানসী মাত্র আমার ক্ষুদ্র ছায়াতরু !  
আকস্মিক বজ্রতাপে এ তরুটিও আমার ম্লান হয়ে গিয়েছে । কিন্তু  
তথাপি স্বভাব-বশে—আমায় স্নেহছায়া দানে কাতর নয় ।

গীত ।

মান ।—

কোথা আছ দীন বন্ধো, দীনজনে কর দয়া ।

কিসে তরি ভবসিদ্ধি, ভেবে ভয়ে কাঁপে কায় ।

পড়েছি হে, ঘুর্ণীপাকে,

বিড়ম্বনা দেখে বা কে ?

কাতরে ডাকি তোমাকে, আর যাতনা যায়না সওয়া ।

জন্ম জন্ম কৰ্ম্ম-ফেরে,

ঘুরি ফিরি বারে বারে,—

এবার হরি দয়া করে, বুচাও ভবে আসা যাওয়া ।

রাণী । (অস্তরাল হইতে) মানসী, ভূপূর নেই, সন্ধ্যা নেই, রাগিণী নিয়েই আছি! (প্রবেশ) তুই না পদ্মাবতীকে দেখতে যেতেছিলি ? —গিয়েছিলি ?

রাজা । অকারণ মানসীকে তিরস্কার কচ্ছ কেন, রাণি ? সে ভগবান্কে ডাক্ছে, কাজটা কি মন্দ ?

রাণী । তুমি এখানে আছ, আমি তা জান্তুম না ।

রাজা । আমি এখানে আছি—এটুকু জান্লে না হয়, মনের ভাবটা মুখে প্রকাশ পেতো না, এই মাত্র । রাণি, এ কয়দিন তোমার স্বভাবের গুরুতর পরিবর্তন লক্ষ্য কচ্ছি । (ক্ষণপরে) আয় মা, উদ্যানে একটু বেড়িয়ে আসি । (রাজা ও মানসীর প্রস্থান)

রাণী । ঈশ, আদর কত ? ছুড়ীটা ভারি আদ্য'রে হয়ে দাঁড়িয়েছে । ওটা আমার হৃৎকুর শূল ! হর ছাই,—পোড়ার মুখী পদ্মাবতীর খবর নিতে এসে, মিছামিছি রাজার হুটো কথা শুন্লুম ! রাজার ভাব যেন এ কয়দিন কেমন কেমন ঠেক্ছে ! ফলে—সেদিন, হঠাৎ এতটা বাড়াবাড়ি ক'রে বোধ হয় ভাল করিনি । কিন্তু প্রতিহিংসার এমন স্কন্দর সুযোগ, কেইবা পরিত্যাগ কত্তে পারে ? (চিন্তার পর) এক পক্ষে কিন্তু কাজটা খুবই ভাল হয়েছে । আর কেহ না বুঝুক, রণজিৎ তার কারাবাসের প্রকৃত কারণ অবশ্য বুঝতে পেরেছে । আবার যদি চেষ্টা করি, তবে অতটা 'ফৌস ফৌস' কত্তে সাহস পাবে না, এবার বিষদাত ভেঙ্গে গেছে । উঃ, কত অবমাননা,—(ক্ষণপরে) তবু মন যে বুঝে না ! যাক,—আগে হাতের কাজ নিকেশ করি, তারপর আবার চেষ্টা করবো— । ক্ষণপ্রভার ইচ্ছার গতি-বোধ করা কারও সাধ্য নয় ।

(প্রস্থান)

৫ম দৃশ্য—সরোবর-তীর ।

জ্বলে ও জ্বলেনীর প্রবেশ ।

জ্বলেনী । দ্যাখ্ মিসে জ্বলে মাছ পড়েছে,—

গীত ।

জ্বলেনী । ডুবদে' মাছটা ধর । (মিসে) ।

জ্বলের ফাঁকে গলিয়ে গেলো,

—মাছের চড়া দর ।

জ্বলে । উছ', উছ', উছ', উছ', লা,—

রেতে ধরে সম্মিবার্তিক, শিউরে উঠে গা,—

জ্বলেনী । যা, যা, যা,—ন্যাকামী ছাড়্

জলদি জ্বলে পড়্

নইলে, কিলের চোটে হাড় গুড়িয়ে

ছাড়াবো তোর জ্বর ।

জ্বলে । আমায় এত বড় কথা, মনে লেই তোর ডর ?

জ্বলেনী । কারে দেখাস্ চোখ-রাঙ্গানি,—

মারবো এক ঠোকর ।

চলে যাব যেথা সেথা করবোনা তোর ঘর,—

জ্বলে । ঐ কথাটী বলিস্নেকো, দোহাই ছুড়ী তোর,—

নিচিছ মাছের তোর খপর ।

(জ্বলে ঝাঁপ ও জ্বলেনীর জ্বলের দড়ি টানিয়া লইয়া প্রস্থান)

( কলসী কক্ষে-নাগরিকারয়ের প্রবেশ । )

১মা । সন্ন্যাসী ঠাকুরকে দেখেছিস্, শ্রামা ?

২য়া । ওমা, দেখিনি ? রাজ্যের যত লোক যে সেখানে ভেঙ্গে পড়েছে ।  
এমন সোণার-কার্তিক চেহারা, যে না দেখলে, তার চোখের পাপ-পুণ্য  
রয়ে গেল গো,—চোখের পাপ-পুণ্য রয়ে গেল ।

- ১শা । সত্যি ভাই, কি তার মুখের গঠন, কি তার পায়ের বরণ । চোখ ছোটো নয়, যেন চক্ৰ-স্থিতি ! জ্যাস্ত আশুন বেরোয় ।
- ২শা । এ বয়সে অনেক সন্ন্যাসী দেখেছি লা, কিন্তু এমনটা আর হয়নি । শুনেছি, ঠাকুর নাকি, দিনরাত নিজ লা উপোস করেন,—কিছুই মুখে তোলে না ।

### ( ৩য়া নাগরিকার প্রবেশ )

- ৩য়া । কার কথা হচ্ছে লা ? কিসের কথা ?
- ২শা । সন্ন্যাসী ঠাকুরের লা, সন্ন্যাসী ঠাকুরের । সন্ন্যাসী ত নয়, যেন ঠিক রাজ-পুতুর ।
- ৩য়া । কি জানি বোন । শুনেছি, কত চোর-জালিয়াত, কত জেলভাঙ্গা-কয়েদী ভরং ধরে এ দিনে সন্ন্যাসী সাজে ! তাই ওসবে তেমন পেতায় নেই ।
- ১শা । ওকথা মুখে আনিস্নে লা, মুখে আনিস্নে । জিভ শুদ্ধ প'চে ধ'লে ধ'সে পড়বে । শুনেছি, এ সন্ন্যাসীর পায়ের ধূলা মাথায় ক'রে, কত মরা মানুষ বেঁচে গে'ছে । এ সহজ সন্ন্যাসী নয় !

### ( ৪র্থী নাগরিকার প্রবেশ )

- ৪র্থী । অই যে কথায় বলে,—  
'কেবা রাং কেবা সোণা,  
বাহির দেখে যায় না জানা,'—এ ও হয়েছে তাই ।
- ৩য়া । কথাটা কিলা বিধু ?
- ৪র্থী । আমি কিন্তু আগ হতেই বলে আসছি,—যে, যা—ই বলুক, লোকটা এ, মন্দ নয় । তা আমার কথা কেই বা শোনে, কেই বা দেখে ?
- ৩য়া । কি বল'ছিস, বুঝিয়ে বল'না ভাই । কার কথা কি শুনে এসেছিস ?
- ৪র্থী । ওলো, শোনা কথা দিয়ে 'টাকে কাঠি পেটা'—আমার অভ্যেস নয়, ওসব তোদের কাজ । চিলে কাণ নিরেছে শুনে, ঘরে ঘরে পরের কিচ্ছে রটান,—তোরাই ভাল জানিস্ ।
- ৩য়া । মন্ কুন্দলে মাগী,—খালি খালি গালি দিচ্ছিস্ যে ? আমরা পরের 'কিচ্ছে' ঘরে ঘরে রটিয়ে বেড়াই,—আর উনি হচ্ছেন সতীর মা পার্বতী,—কি ঘেমা, কি ঘেমা,—
- ৪র্থী । হাঁ লা চোখ-খাগী, পোড়ার-মুখী, তুই আমাকে কুন্দলে ব'লে গালি দেবার কেলা ? ভাইনি, রাঙ্কসী, আমি তোর খাই, না, তোর পরি লা ? মন্ মন্ বল'বার তুই কে ?



- ৩রা । ওলো নাকি-সু'রে-পেঙ্গী, অগ্নেয়ে, হতচ্ছাড়ী,—
- ৪র্থ । তুই খাঁদা-নাকী,—হাদা-পেটী,—ভাতার খাগী,—খেড়ে বুড়ী,—
- ৩রা । তুই কুল নাগী,—
- ৪র্থ । তুই মাদী খাঁসি,—
- ৩রা । দূর বিদ খুঁটে—কুলোমুখী,—আমি খেড়েবুড়ী, আর উনি কচি ছুড়ী !—  
আনাড়ী, লক্ষ্মীছাড়ী,—
- ৪র্থ । মাঝবো মুখে হুড়োর বাড়ি ! নচ্ছারি,—এই—মুখে লাগি মারি,  
মর, মর, মর,— ( অঙ্গভঙ্গী )
- ১মা । থামলো থাম তোরা,—অবাক্ কল্লি যে !
- ৪র্থ । দ্যাখ তো গা,—গায়ে পড়ে ঝগড়া বাঁধাতে এলে ? মর পোড়াকপালী,  
কথা বল লুম আমি বুঝু লিনে তুই, গালি দিবি কেন লা ?—
- ৩রা । হু—হবার সইলুম, শ্রামা, আবাব ভূতঝাড়া আরম্ভ করবো, বলছি—
- ১মা । চুপ্ চুপ্ বোন্—হাঁ, বিধু, তুই কেবলই একমনে বলে যাচ্ছিলি কিনা,  
আমরা কিছুই বুঝতে পারিনি। ঝগড়ায় কাজ নেই, বল দেখি,—  
কি বলছিলি—কাকে তুই ভাল বলতিস্ ?
- ৪র্থ । হাঁ,—কি কথা হচ্ছিল ? দ্যাখ্ দেখি বোন্, মাগী মাথাটা বিগড়িয়ে  
দিলে,—
- ৩রা । আবাব ?—
- ২রা । তুই থাম্ বোন্ ।
- ১মা । বলছিলি, মানুষের বাহির ভেতর চেনা দায় ।
- ৪র্থ । হাঁ গা, হাঁ । এই দ্যাখনা, সন্ন্যাসী ঠাকুর কারুর সঙ্গে কথা কন্ না,  
কিন্তু বাহ্যারাম, যাকে সবাই পাগল বলে,—তার সঙ্গে ঠাকুরের কত  
অন্তরঙ্গ !
- ২রা । সে কিলা ? বাহ্য কি করেছে ?
- ৪র্থ । সব কি জানা যায় ? তবে এই ছপ্পর বেলায় ঠাকুর গোপনে বাহ্যার  
সঙ্গে কত নাকি আলাপ করেন। হয়ত পদ্মাদিদির জন্ত কোনও  
ওষুদ-পত্বর ই বা দিয়ে থাকবেন ।
- ১মা । তা, দিন্ লা দিন্ । পদ্মাদিদি সতী-লক্ষ্মী । পতির হৃৎখে প্রাণ দিতে  
বসেছে ।
- ৩রা । হাঁ গা, পদ্মাদিদির ব্যামো নাকি, দিন দিন বেড়ে চলছে ?
- ২রা । আজ তাঁকে দেখতে যেতে পারিনি লা, কাজের ঝঞ্জেটে ছিলুম ।  
কাল যাব ভাবছি ।
- ১মা । ওলো, অই স্বর্ঘ্য-ঠাকুর ডুবু ডুবু, এই বেলা চল জল নিয়ে বাড়ী  
যাই । ( পটক্ষেপণ )

# তৃতীয় অঙ্ক ।

১ম দৃশ্য—কক্ষ ।

( পদ্মাবতী শায়িতা, বাঞ্ছারাম নিকটে উপবিষ্ট,  
ঔষধ হস্তে চামেলী )

চামে । এখনই এ ওষুদ-টুকু খাওয়াতে হবে গো ।

বাছা । সময় হয়েছে? দাও দেখি । (গ্রহণ) মা, এ ওষুদ-টুকু খাও দেখি,  
এখন ।

চামে । (স্বগতঃ) এ টুকু গিলে ফেল্লেই আমার কাজ শেষ হয় ।

বাঞ্ছা । মা, ঘুমুচ্ছ? ওষুদ-টুকু খেতে হবে, মা ।

পদ্মা । অঁা—ওষুদ? আর কেন? আর ওষুদ কেন,—বাঞ্ছারাম? আমার  
গণার দিন যে,—ফুরিয়ে এসেছে । ওষুদে আর—কি ফল হবে?  
যাই বাঞ্ছারাম,—বড় হুঃখ রইলো,—যাবার সময়—তাঁর দেখা—  
পেলুম না ।

বাঞ্ছা । ও কথা, বলিস্ নে মা, বুক যে ফেটে যেতে চায় । বাপ্ মা, ভাই-  
বোন,—ছার সংসারের কোনও ধার ধারতো না, বাছা । তাকে  
তুই শক্ত মারা-ডোরে বেঁধেছিলি । সে ডোর কি করে ছিঁড়ে যাবি  
মা? তা হবে না । এখন ওষুদ-টুকু মুখে নাও, চিন্তা নেই, রোগ  
সেরে যাবে ।

পদ্মা । বাঞ্ছা, একি আমার—সার্ব্বার রোগ? ওষুদে এ রোগের—উপশম  
হবে কেন? তাতে বরং—যাতনা বাড়ে । বাবা, তুই আমাকে,—  
যে ষন্ত্র—যে শুক্রবা—কল্লি,—ছেলে মারের জন্ত,—বাপ মেয়ের  
জন্ত,—বুঝি তেমন—করে না । তোর ঋণ—এ জন্মে—শোধ—  
হলোনা । যদি তোর—সব কথা,—তাকে বলে যেতেও—পারতুম!  
বাঞ্ছা, একটাবার—জন্মের শোধ,—একটাবার,—শুধু চোখের দেখা,  
—ভিলেকের তরে,—চোখের দেখা,—হয় না? এসময়ে,—তাকে  
দেখতে গেলে,—হেসে হেসে,—মস্তে পাত্তুম্ । কোনও হুঃখ  
ধাক্তো না । তাঁর পাক্কে—মাথা রেখে মরা—সে তো—স্বখের  
মরা । কিন্তু—আমি অভাগিনী,—সে সৌভাগ্য—হবে কেন?—

- বাঁহা । এত নিরাশ হচ্ছি কেন মা ? এখন ওষুদ-টুকু খাও । দেখুবি অনেকটা সোয়াস্তি পাবি ।
- পদ্মা । তোর এত ইচ্ছা—যদি,—মুখে ঢেলে দে,—ক্ষিস্ত, দেখুবি,—ওষুদ পেটে গেলেই,—জালা বেড়ে উঠবে । পিপাসা বাড়বে ।
- বাঁহা । ও তোর মনের ভুল । খা, মা,—(ওষুদ প্রদান) মা, শ্রমানে এক সন্ন্যাসী এসেছেন, তাঁকে পায়ে ধরে স্বীকার করিয়েছি, আজ এখানে পদধূলি দেবেন । তিনি দেখে গেলে, আপুনি তখন রোগ সেরে যাবেন ।
- পদ্মা । বাপু, সন্ন্যাসীর ধুলো,—তার সঙ্গে,—আমার প্রাণের দেবতার—পায়ের ধুলোর—যোগাড় কর । সে পা যে,—আমার গয়া-গঙ্গা বারাগসী । আর যেহে—সে পায়ের ধুলো,—এ জন্মে—মাথায় কণ্ঠে—পাবোনা । উঃ বড় জালা—পিপাসা—বাড়লো । প্রাণ যেন বেরিয়ে—যেতে—চাচ্ছে । ( ছটফট করা )
- চামে । (স্বগতঃ) কাজ নিকেশের দেবী নেই । এই বেলা সরে পড়ি । সবটুকু শেষ করেছি । পাগলটা এ দুদিন, হুপূরে বাড়ী থাকতো না, তাতেই অনেকটা সুবিধে হয়েছিল । যাক, এই-বেলা হার-ছড়া বুকে নি'গে । আর পরের মজুরি কণ্ঠে হবে না । ( প্রস্থান )
- বাঁহা । সত্যি যে মার অস্থিরতা বাড়লো ! হার সাধী-সতি, তোমার এ বিড়ম্বনা কেন ?—যে অবস্থা, তাতে ক'দিন এ ভাবে কাটিবে ?—একি, মা যে এলিয়ে পড়ছেন !

### ( মানসীর প্রবেশ )

মান । দিদির অবস্থা আজ কেমন, বাঁহারাম ? দিদি, দিদি—

পদ্মা । অ'—কে ?—কে—মানসী ?—আর বোন, কাছে আর । আর যে—সইতে—পারিনা । বড়—জালা— । বোন, শেষ দেখা—আর—হলোনা । মানসী, চল্লুম,—তুই দেখিস, আমার—অভাবে, ঘেন, তাঁর কণ্ঠ—না হয় । আর বধন—এসে, অভাগিনীর—কথা, জিজ্ঞেস—করেন, বলিস—তাঁর চরণ-দাসী,—তাঁরই চরণ—ভাবে ভাবতে,—কোন অজানা দেশে—রওনা হলো । বড় কণ্ঠ—শেষ দেখা—হলোনা । উঃ, তৃষ্ণা—জল— ( বাঁহারামের জল দান )

মান । দিদি অমন করো'ন । আমি যে কোনও উপায়ে, শীঘ্রই তাঁর সঙ্গে দেখা করবো । তাঁকে সব বলবো । স্বরায় একটা সুব্যবস্থা হবে ।

পদ্মা । স্বরায় ? —বোন,—আমার নৌকা,—যে, ঘাটে বাঁধা,—দেবী সন্ন্যাসী উঃ, পিপাসা,—জল—(জল-দান) মানসী,—বড় সাধে, বড় আশায় বুক বেঁধে আমি—পূজার নৈবেদ্য সাজাতেছিলুম—আশা না পূরতে—চলে যেতে—হলো ।

( যন্ত্রণা-প্রকাশ )

মান । বাহ্যারাম, দিদির অবস্থা আজ একটু খারাপ, সাবধানে থেকো । আমি রেতে না আসতে পারি, কাল প্রাতে আবার আসবো । (স্বগতঃ) যে কোনও উপায়ে দাদাকে এনে দেখাতে হবে, অবস্থা সঙ্কটজনক । হা বিধাতঃ, সতীর অদৃষ্টে এতকষ্ট !

( প্রস্থান )

(পদ্মাবতীর অস্থিরতার অত্যন্ত বৃদ্ধি)

বাহ্য ! মা, একি কচ্ছিল মা, একটু ঘুমুতে পারলে বেশ হতো ! তুই ঘুমো, আমি বাতাস করি ।

পদ্মা । বাপ, এই—ঘুমুচ্ছি—এ ঘুমই—আমার—বুঝি—কাল-ঘুম । স্বামিন্—হৃদয়—দে—ব—তা—

( মুচ্ছা )

বাহ্য । হা ভগবন্, পাগলের শেষ-বন্ধন সত্যি কি হে ছিন্ন করবে ? হায় হায়—ঘন ঘন শ্বাস বইছে ! ওগো,—কি হবে, মুখ দিয়ে যে ফেন উঠছে ! উপায় ?—এখানে কে আছে ?—

( সন্ন্যাসীর প্রবেশ )

সন্ন্যাসী । হর হর বম্—হর হর বম্ ।

বাহ্য । বাবা, এসেছেন ? আসুন, আসুন,—দেখুন স্বর্ণলতা কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে । বাহ্যারামের সকল আশার শেষ—হতে চলো । ঠাকুর, যদি দয়া করবে এসেছেন,—নিকটে আসুন । দেখুন, মা আমার বুঝি সকল মায়া কাটাতে বসেছে ।

( সন্ন্যাসীর দেহ পর্যবেক্ষণ )

সন্ন্যাসী ! (স্বগতঃ) আশ্চর্য্য ! সম্পূর্ণ বিষ-লক্ষণ ! সেকো বিবের ধীর-ক্রিয়া ! কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার !

( নাড়ীধাক্ষণ )

।। বাবা, কি দেখছেন? এ অসময়ে আপনার আগমন,—বিধাতার অপার করুণার নিদর্শন। ঠাকুর পায়ে পড়ি, মাকে আমার রক্ষা করুন। (পদধারণ)

সন্ন্য। (বাঁহাকে উঠাইয়া) বাঁহা! আপনি, শুনেছি, তুমি মায়াবন্ধন ছেদন ক'রে সংসার ত্যাগ করেছিলে,—তবু তোমার এত অধীরতা?

বাঁহা। ঠাকুর, মায়াবন্ধনের ধার বাঁহা একবার কাটিয়ে ফেলেছিল। যেখানে সেখানে ছ'মুষ্টি ভোজন,—গাছ তলায় শয়ন, বাঁহা পাগল অনেক দিন অভ্যেস করেছিল? কিন্তু এখানে এসে পাগল বাঁধা পড়েছিল। কি যে আকর্ষণ, বুঝে উঠতে পারে নি। ঠাকুর, এ স্বর্গীয়-স্নেহ হ'তে বাঁহা কি চির বঞ্চিত হবে?

সন্ন্য। অদৃষ্ট! ভাল, আমি তোমাকে যা জিজ্ঞেস করবো, তার সরল উত্তর দেবে কি? কোনও কথা গোপনে না রেখে, সব বলতে সম্মত আছ?

বাঁহা। জিজ্ঞেস করুন, যা জানি, সব অপকটে বলবো।

সন্ন্য। উত্তম। তুমি পূর্বে বলেছিলে, রণজিতের কারাবাসের পর হতে এঁর ব্যারামের উৎপত্তি। কি রোগ হয়েছিল, বলতে পার?

বাঁহা। রোগ প্রথমে তেমন বিশেষ একটা ছিল না। দুর্বলতা ছিল,—অনাহার-হেতু দুর্বলতা।

সন্ন্য। ঔষধ ব্যবস্থা কে করে?

বাঁহা। পারিবারিক বিশ্বস্ত-বৈদ্য মুরারী গুপ্ত।

সন্ন্য। ঔষধ সেবন কর'াত কে? তুমি স্বয়ং?

বাঁহা। আমি—কোনও সময়ে বা চামেলী।

সন্ন্য। চামেলী কে? এ পরিবারের পুরাতন পরিচারিকা?

বাঁহা। পুরাতন নয়,—নূতন। পুরাতন পরিচারিকা স্থানান্তরে যেতে বাধ্য হয়, তারই বদলে চামেলী আসে।

সন্ন্য। চামেলীকে দেখতে পাই?—সে এখানে কতদিন কাজ কচ্ছে?

বাঁহা। প্রায় এক মাস।

সন্ন্য। রোগের বৃদ্ধি, কতদিন লক্ষ্য কচ্ছ?

বাঁহা। এই,—সপ্তাহ দুই হতেই বিশেষ পরিবর্তন হয়েছে। আপনি চামেলীকে

দেখতে চান? সে যে এখানেই ছিল,— একটু খানি আগে, এই যে সে ওষুদ দিয়েছে ।

সন্ন্যাসী । বোধ হয়, আর তাকে খুঁজে পাবে না । যাক্,—তুমি আমার উপর সম্পূর্ণ আস্থা-স্থাপন কতে পার? আমার যে কোনও ব্যবস্থা,—তা যতই অদ্ভুত হোক,—তুমি নিঃসন্দেহে গ্রহণ করতে সম্মত—কি?

বাহ্য । মায়ের মঙ্গলের জন্ত, আপনি যা বলবেন, আমি তা—ই কতে সম্মত । আপনার ব্যবস্থা অসংকোচে গ্রহণ করবো ।

সন্ন্যাসী । উত্তম । এঁকে এখনই গোপনে স্থানান্তরিত কতে হবে ।—কেউ জানবে না । আজ রাত্রি-যোগে আমি এ রাজ্য ত্যাগ করছি । ইনি আমার মা—তুমি এঁকে আমার সঙ্গে প্রেরণের বন্দোবস্ত, এখন কর । কাল তুমিও আমাদের সঙ্গে মিলিত হবে ।

বাহ্য । এখনই—এমুহূর্তে আমি এ স্থান ত্যাগ কতে পারি । আমার এখানে থাকার কোনই প্রয়োজন নেই ।

সন্ন্যাসী । প্রয়োজন আছে । রাজ্যবাসী আপাততঃ জাহ্নুক, পদ্মাবতী প্রাণ ত্যাগ করেছেন । নইলে এঁকে নিরাপদ স্থানান্তরিত করাও, সহজ না হ'তে পারে । শুধু সেনাপতিকে যে কোনও উপায়ে গোপনে কাল জামিয়ে যাবে,—স্বাধীনতা প্রাপ্তি মাত্র, তিনি যেন, কান্দীশ্বরের উত্তর সীমাস্থিত ভৈরব দুর্গে গমন করেন ! সেখানে তাঁর অতীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা আছে । সাবধান, এ কথা যেন দ্বিতীয় ব্যক্তির কর্ণগোচর না হয় । সবই অতি গোপনে করা চাই ।

বাহ্য । ঠাকুর, সহজে সেনাপতির দর্শন-লাভ, আমার পক্ষে অসম্ভব ।

সন্ন্যাসী । দর্শন না পাও,—অগত্যা প্রথম আদেশ পালন ক'রে আমাদের সঙ্গে কাল তুমি মিলিত হবে । পরের ব্যবস্থা পরে হবে । পদ্মাবতীর প্রাণবিরোগ হয়েছে, এ সংবাদ এখনি রাষ্ট্র করে, তাঁকে শ্রাদ্ধে নেবার ব্যবস্থা কর । সঙ্গে খুব বিশ্বাসী অতি অল্প লোক থাকবে । সেখানে গোপনে তুমি এঁকে আমার হস্তে অর্পণ করবে । কৌশলে সব কাজ কতে হবে । বুঝলে?

বাহ্য । কাল কোথায় ঠাকুরের চরণ-দর্শন হবে?

সন্ন্যাসী । পরে জানবে, তখন । রাত্রি তৃতীয়-প্রহরে শ্রাদ্ধ-ক্ষেত্র, আমাদের মিলন-স্থান । এক্ষণে চলুন,—দেখ সাবধান, তোমার কৌশল-চতুরতার উপর এঁর জীবন নির্ভর করছে । আরও শোন, এ ওষুদ কখনও আর প্রয়োগ করো'না । এটা বিষবৎ পরিত্যাজ্য ।

( প্রস্থান )

( রাণী ও চামেলীর প্রবেশ )

রাণী। কি বল্‌লি? দফা শেষ? সতি বল্‌ছিন্?

চামে। চামেলীর কখনও কাজে ভুল হয়? যেমনটা বলেছিলেন, ঠিক তেমনটা করেছিলুম। কাজ নিকেশ।

রাণী। দাঁড়া,—তুই আপন চোখে দেখেছিন্,—শেষ নিঃশ্বাস বন্ধ হয়েছে?

চামে। মাগী ছটফট কতে লাগলো, চোখ দুটো কপালে উঠলো,—মুখ দিয়ে ‘গেঁজেল’ ছাড়তে লাগলো, তার পর ঠাণ্ডা! আমি নিজে দেখে এলুম।

রাণী। চুপ্ চুপ্—। এই নে, তোর পুরস্কার। (হারদান)। কিন্তু খুব সাবধান, দেখিস্‌ বেন এ সব কথা মশা-মাছিতেও জানতে না পায়। যা এদিক দিয়ে বেরো’য়ে যা,—আর কখনও এ মুখে হসনে।

চামে। তবে প্রণাম হই গো। (প্রণাম ও স্বগতঃ) আর দেখা কতে বারণ কচ্ছে! তবে কি এ নকল-হার দিয়ে ঠকিয়ে দিচ্ছে? সেকুড়া দেখাব,—হকের ধন—উপরি দেওয়া নয় তো! যাই দেখিগে।

( প্রস্থান )

রাণী। ঋগজিৎ, আমার অভিনব-নাটকের এক অঙ্কের অভিনয় শেষ হলো। এখন নূতন দৃশ্য অভিনীত হবে। এই কার পদশব্দ হচ্ছে না?

( রাজার প্রবেশ )

রাজা। রাণি, তোমাকে খুঁজছি।

রাণী। কেন নাথ?

রাজা। বিশেষ কথা আছে।

রাণী। কি সে কথা, নাথ? এ কয় দিন তুমি নিশি-দিন কি ভাবছো? এত চিন্তা কিসের তোমার?

রাজা। চিন্তা? চিন্তা রাণি? যে দিন আপন বিবেক-বুদ্ধি পায়ে দ’লে নীরবে, অবিচারের প্রশয়-দান করেছি, সে দিন হ’তেই পাপকীট চিন্তামূর্তি পরিগ্রহ ক’রে হৃদয়-কেন্দ্রে প্রবিষ্ট হয়েছে। সেদিন হতেই পাপের জালার দিনরাত জলে মরছি।

রাণী । কিসের অবিচার, কিসের পাপ, প্রিয়তম ? তুমি পরম পুণ্যশীল,—  
দেব-চরিত্র । তোমাকে পাপগ্রস্ত হতে হবে কেন ?

রাজা । পুণ্যশীল,—দেব-চরিত্র ? ছি—ছি রাণি, যে কাপুরুষ বৃথা লোকাপ-  
বাদ ভয়ে ভীত হয়ে হৃদয়-জাত স্নেহ-দয়া-বাৎসল্য, এমন কি আপন  
বিবেক-বুদ্ধি, অগ্নান-বদনে, অতলজলে বিসর্জন দিতে পারে ;—  
যে লঘু-চেতা,—নরাধম,—অকৃত্রিম সৌহার্দ্য, অনন্ত-সুখভ-প্রভুভক্তি,  
দীর্ঘকালের হিতাকাঙ্ক্ষা,—এ সমস্তের পরিবর্তে, বিশ্বস্ত-বন্ধুর  
কারাবাসের ব্যবস্থা, অসংকোচে অহুমোদন কতে পারে, সে পুণ্যশীল,—  
না ঘোর নারকী ? সে দেব-চরিত্র, না পিশাচ-প্রকৃতি ? রাজি,  
আমি সেনাপতির ব্যাপারে সে দিন যে চিত্ত-দৌর্বল্যের পরিচয়  
দিয়েছি, নিতান্ত অল্পমতি-বালকে ও বুঝি তেমন করেনা । আমি  
আজ সে মহৎপাপের গুরুদণ্ড ভোগ করছি ।

রাণী । প্রাণবল্লভ, এ সম্বন্ধে তর্ক করা বৃথা । কাজটা তায়-সঙ্গত না হলে,  
সকলে নীরবে এ ব্যবস্থা গ্রহণ কতো না । বিজ্ঞ মন্ত্রী, বহুদর্শী  
রাজ-পুরোহিতের ব্যবস্থা, অসমীচীন, এ কথা তোমার মুখে শাজেনা ।

রাজা । রাণি, আমি বুঝি বুদ্ধি-ভ্রষ্ট হব । একটু নির্জনতা আকাঙ্ক্ষা করি ।

রাণী । (স্বগতঃ) ঘোর চিত্ত-হ্রস্বলতা ! (প্রস্থান)

রাজা । উঃ, আজ কত দিন গত হতে চল্লো,— (চিন্তা)

### ( মানসীর প্রবেশ )

মান । বাবা, তুমি এখানে ? একটা কথা আছে, বাবা ।

রাজা । মানসী ? আয় মা ।

মান । বাবা, তোমার এ ভাবনার শেষ কর । তোমার মুখ দেখে যে আমার  
কষ্ট হয়, বাবা ?

রাজা । হাঁ, মা, ভাবনার শেষ কতে হবে । শক্ত ক'রে একদিক ধরতে  
হবে । নইলে আর উপায় নেই । তুই কি কথা বলছিলি, মা—

মান । আমার একটা কথা আছে ।

রাজা । কি তোর কথা মা ? কি সে কথা ?

মান । আমি একবার কারাগারে সেনাপতি দাদার সঙ্গে দেখা করবো ।  
শীঘ্রই দেখা করবো । তোমাকে তার অহুমতি দিতে হবে ।



রাজা । অহুমতির প্রয়োজন ? তুই কি মধ্যে মধ্যে তার কাছে যাসনে ?

মান । কি করে যাব, বাবা ? উপায় নেই যে !

রাজা । উপায় নেই, সে কি কথা মা ?

মান । তাঁর যে নির্জন কারাবাস । কারও দেখা করবার ছকুম নেই ।

রাজা । নির্জন কারাবাস ?—আমি ত ততটা ভাবি নি । লজ্জা, ক্ষোভ, ঘৃণায়, এ সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত কারও সঙ্গে আলাপ পর্য্যন্ত করিনি ! ভয়, সংকোচে, নিজে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত কত সাহসী হই নি !—সে এ দীর্ঘকাল তবে তোম মুখ অবধি দেখতে পায়নি ?—কি নির্যাতন, কি নৃশংসতা !

মান । হাঁ বাবা, ভয়ঙ্কর নির্যাতন—তাঁর কত যন্ত্রণা হচ্ছে, ভেবে দেখ তো, বাবা ।

রাজা । এ কয়দিন ভেবে ভেবেই সারা হচ্ছি । আর পারিনি, মা । এ সকলেরই জন্ত, আমিই সম্পূর্ণ অপরাধী ।

মান । তোমার দোষ কি বাবা ? যাক, আমি তবে দেখা করবো,—আজই, এখনই দেখা করবো ।

রাজা । এখনই ?—এই রেতের বেলায় ?

মান । পদ্মাদিদির অবস্থা বড়ই সঙ্কট জনক বাবা, আজই দেখা করা চাই । কিন্তু তোমার মোহরাক্ষিত আদেশ-পত্র সঙ্গে নিতে হবে । নৈলে, গোল হতে পারে ।

রাজা । সেজন্ত চিন্তা নেই । আয় মা, সব বন্দেবস্ত আমি নিজেই ক'রে

( প্রস্থান )



## ৩য় দৃশ্য—কারাগার ।

### (শৃঙ্খলাবদ্ধ রণজিৎ)

( দ্বারে গ্রহরীদয় পাহারায় নিযুক্ত ) ( একজনের তদ্রাবস্থা )

১ম প্র। ওরে মাধা,—তুই একটা গাধা! ঘুমচ্ছিস্ যে? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমানো, গাধা-ঘোড়ার কাজ ।

২য় প্র। ওরে রামা, তুই একটা পেচক । রাত জেগে শীকারের সন্ধানে আছিস্ । রেতে জাগা, পেচক-বাহুড়ের কাজ ।

১ম প্র। মাধা—গাধা;—বেশ খাপ খায় । রামা পেচক—এটা কেমন ঠেকে ?

২য় প্র। যেমনই ঠেকুক, আঁতে ঘা লেগেছে তো? পেচক রেতের বেলায় শীকার খুঁজে, তুই ও তাই ।

১ম প্র। দূর অহম্মুথ! এখানে এ ছপূর রেতে শীকার মেলে? সত্যি ভাই, এ কয়দিন পাহারায় প'ড়ে, নাড়ীশুদ্ধ শুকিয়ে উঠ'বার যোগাড় হলো । অই দ্যাখ্, কে আসছে—

### ( মানসীর প্রবেশ )

মান । গ্রহরি, সেনাপতি-দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো ।

১ম প্র। কে গা, মানসী ঠাকুরণ? তা, তেমন ছকুম নেই যে ।

মান । এই দেখ ছকুম,—বাবার ছকুম ।

১ম প্র। সহ-মোহর করা ?

২য় প্র। আরে তা নইলে, উনি কি ফটক পার হ'য়ে আসতে পারতেন? তোর সকল কাজেই বাড়াবাড়ি—

১ম প্র। কি জানিস্ মাধা, সাবধানের বিনেশ নেই । তা হ'লে কাজেই দোর খুলে দিতে হয় ।

( দ্বার উন্মোচন )

### (মানসীর কারাগৃহে প্রবেশ)

মান । সেনাপতি-দাদা, জেগে আছ?—দাদা—

রণ । কে—কে তুমি ?

মান । আমি—মানসী ।

রূপ । মানসী ! বোন্, তুই ? তুই এখানে কেন ?—নন্দনের পবিত্র পারি-  
জাত, নরকের এ পুতিগন্ধ-কলুষিত রাতাসে কেন ? যা বোন্,  
স্বরায় ফিরে যা ।

মান । আমি যে তোমায় নিতে এসেছি ।

রূপ । কোথায় ?

মান । তোমারই ঘরে ।

রূপ । ঘরের শবর অনেক দিন পাই নি । সে যেন এক যুগ ! আমার পদ্মা  
কুশলে আছে, মানসী ? হা—অদৃষ্ট !

মান । ঘরে চল, দাদা ।

রূপ । কই, আমি ত এ পর্য্যন্ত সেরূপ আদেশ পাই নি ।

মান । তা, নর, আমি তোমায় মুক্ত ক'রে নে' যার ।

পূর । তা ও কি হয়, দিদি ? স্বৈচ্ছায় রণজিৎ গৌরব-অসি পরিত্যাগ ক'রে  
কঠোর লৌহ-শৃঙ্খল হাতে পরেছে,—স্বৈচ্ছায় স্ত্রীর স্বর্ণ পরিত্যাগ  
ক'রে এ জঘন্য নরকবাসে স্বীকৃত হয়েছে,—কেবল রাজার মর্যাদা  
রক্ষার জন্ত । আর আজ সে পলায়ন করবে ? ছি, দিদি, ও কথা  
মুখে আনিব না ।

মান । দাদা, বাবা তোমার জন্ত ভেবে ভেবে কি হয়ে গেছেন, তা যদি  
একবার দেখতে, চোখের জল আপ্নি করে পড়তো ! বাবা এ  
কার্য্যে রুষ্ট হবেন না, এটা নিশ্চয় ।

রূপ । প্রকাশভাবে রণজিৎ রাজাজ্ঞায় কারারুদ্ধ, গোপনে সে কারাগার  
ত্যাগ করবে, মানসি ?

মান । দাদা, পদ্মাদিদির শরীর ভাল নেই । তিনি তোমায় দেখতে ব্যাকুল  
হয়েছেন ।

রূপ । পদ্মাবতী !—মানসি, ধর্ম্ম-রক্ষা কন্তে বন্দি স্বীকার করেছি । শেষ  
অবধি ধর্ম্ম রক্ষা করবো ।

মান । অন্ততঃ দুঃখের জন্ত চল, দাদা । প্রহরীদের জন্ত চিন্তা নেই । এ  
লক্ষ মুদ্রার হার তাদের অনায়াসে নীরব করবে । সে জন্তই এটা  
আজ গলায় করে এসেছি ! তুমি আজ না গেলে, পদ্মাদিদি অধীরা  
হয়ে পড়বেন ।

রণ । যেতে পারি না,— । দেখবো ধর্মের বিচারই দেখবো, মানসী । রাজাদেশ ভিন্ন রণজিতের কারাগৃহ ত্যাগ অসম্ভব । এতে অদৃষ্টে যা আছে, তাই ঘটবে ।

মান । তবে যাবেনা ? ভাল, অচিরে প্রকাশ্য রাজাজ্ঞা যে কোনও রূপে সংগ্রহ করেই, তবে তোমায় নিতে আসবো । এখন তবে যাই, দাদা । ( যাইতে যাইতে স্বগতঃ ) কর্তব্যতার জীবন্ত প্রতিমূর্তি !

( প্রস্থান )

২য় প্র । দরজায় কুলুপ বন্দ কর, রানা । একটু তুই—জেগে থাক, ভাই, আমি একটু দাঁড়িয়ে ঘুমুই ।

১ম প্র । সাধে বলি, নাধা—গাধা । দাঁড়িয়ে ঘুম !

কারাধ্যক্ষ ও রাণীর প্রবেশ ।

কারা । প্রেইরীদর, কিছু সময়ের জন্য তোমরা ফর্টকে গিরে অপেক্ষা কর । রাজকীয় বিশেষ প্রয়োজনে, স্বয়ং রাণী-মা বন্দীর সঙ্গে দেখা করবেন । ততক্ষণ আমি নিজেই এখানে উপস্থিত থাকবো ।

১ম প্র । যে আঙে লুজুর । ( উভয়ের প্রস্থান )

রাণী । কারাধ্যক্ষ, তোমার ব্যবস্থায় বড় সন্তুষ্ট হয়েছি । প্রতিশ্রুত পুরস্কার দ্বিগুণিত হলো । তবে আমার ইচ্ছা,—বন্দীর সঙ্গে আমার কথোপকথন দ্বিতীয় ব্যক্তির কর্ণ-গোচর না হয় । তুমি একটু অন্তরালে অপেক্ষা কর,—আমি রুদ্ধ-কক্ষে কর্তব্য সম্পন্ন করবো ।

কারা । রাণীজির আদেশ শিরোধার্য ।

রাণী । চাবি দাও—( গ্রহণ ) যেতে পার— ( কারাধ্যক্ষের প্রস্থান )  
পদ্মাবতী বেঁচে নেই, এটুকু আগে জানতে দিতে হবে । অভাব পূরণ,—মমের স্বভাব । কিন্তু রণজিৎ, এবার সাবধান, আবারও যদি অবমাননা কর,—তা হলে, তা হলে রণজিৎ, তোমার শিরায় শিরায় এমন বিষের আঁশ জালবে, যা পিঁশাচেরও কল্পনাভীত ।

( দ্বার উন্মোচন ও প্রবেশ )

রণ । আবার, কে তুমি ?

রাণী । আমি ক্ষণপ্রভা, রণজিৎ ।

রণ । ক্ষণপ্রভা,—রাণী ! আপুনি এখানে ?

রাণী । বিস্মিত হ'য়োনো রণজিৎ, তোমার বিপদে আমি স্থির থাকতে পারি নি, তাই এ অসময়ে এসেছি ।

রণ । বিপদ ? আমার আর বেশী বিপদ কি হতে পারে, রাজি ? বিপদ-সাগরে আমি যে আকণ্ঠ মিমজ্জিত !

রাণী । পদ্মাবতী বেঁচে নেই, সেনাপতি ।

রণ । অসম্ভব—মিথ্যা কথা ।

রাণী । কাশ্মীরের রাণী মিথ্যা কথা জানে না ।

রণ । ধরা ধর্ম্ম-শূভ্রা হয়েছে, এ বিশ্বাস করি না । পাপ—পুণ্য,—এ কি তবে কবির কল্পনা ?

রাণী । ধরা ধর্ম্ম-শূভ্রা কেমন হবে, রণজিৎ ? পদ্মাবতী গিয়েছে, কিন্তু ক্ষণপ্রভা তোমার চরণ সেবার জন্ত এখনও সম্পূর্ণ প্রস্তুত ।

রণ । ছি—ছি, রাণি, আবার ? আবার সেই উৎকট পরলোকগার ? দূর হও, তোমার মুখ দর্শনেও পাপ আছে ।

রাণী । রণজিৎ, এত নিদ্রা হ'য়োনো । অপবাদ, গঞ্জমা, তুচ্ছ ক'রে, হেলায় রাজ্য, ঐশ্বর্য্য পায়ে ঠে'লে, আজ আমি তোমার প্রেম-ভিখারিণী ! একদিন উপেক্ষা করেছিলে, তা ও ভুলে গিয়ে,—লজ্জা, সরম, মান, অপমান—সব বিসর্জন দিয়ে, উপেক্ষিতা রমণী আবার তোমারই চরণ-তলে উপস্থিত ! এবার তারে বিমুখ করো'না, মিরাসার তীক্ষ্ণ শেল বুকে বিধিয়ে'না । তোমার চরণ-ধরে বিনয় করে, বলছি, আমাকে দয়া কর, প্রাণে বাঁচাও—

( চরণধারণে উত্তত )

রণ । ছি—ছি—ছি—কি ঘৃণা, কি ঘৃণা,—কর্ণ বধির হও । পাপিয়সি, মধ্যাহ্ন মার্জ্জিত-প্রভা-সময়িত, উত্তর-গিরিশৃঙ্গের শীর্ষ-ভাগে সমাসীন হয়ে তুমি,—ভীষণ-তমসাচ্ছন্ন, অতল-পাতাল-প্রদেশের মিল্লতম-গহ্বরে খেঁচায় ঝাঁপ দিতে উদ্যতা ? তুমি মানবী, না পিশাচী ? ছি—ছি—ছি—ছি,—হ্যালোকের দেবী-প্রতিমা-জ্ঞানে কাশ্মীরবাসী কি এতদিন প্রেতপুরীর প্রেতিনী-পূজায় নিযুক্ত ছিল ? হ্যতিমস মধ্যমণি-পরিশোভিত হেম-হার জ্ঞানে কাশ্মীররাজ কি এতদিন প্রাণ-বাতিনী কাল-ভুজঙ্গিনীকে আদরে গলায় ধরেছিলেন ? কি

ভ্রম—কি ভ্রম! সর্কনাশি—রাক্ষসি, তোর ত কিছুই অভাব ছিল না। দেবীর অধিক আদর-যত্ন, পুঁত-চরিত্র স্বামীর পবিত্র-প্রেম, ইঞ্জানীর তুলা সুখেখ্যা-বৈভব—সব পায়ে ঠেল্লি? সব তোর উৎকট লালসার উদ্দান-শ্রোতে তৃণবৎ ভেসে গেল? ধিক্ পাপিষ্ঠে, ধিক্।

রাণী। সন্তাই রণজিৎ, সন্তাই তবে, এবারও উপেক্ষা ক'চ্ছ?

রণ। নিশ্চিত—শতবার।

( রাণীর উদ্দান )

রাণী। উত্তম। তবে শৌন, শৌন রণজিৎ, যার রূপের মোহে মুগ্ধ হয়ে তুমি ধরাকে সরা জ্ঞান ক'চ্ছ, যার প্রেমে অন্ধ হয়ে, রাজরাণী ক্ষণ-প্রভার হৃদয়ে বার বার অপমানের তীব্র-শেল বিদ্ধ ক'ন্তে তিলমাত্র সংকোচ বোধ ক'চ্ছ না, সেই অতি আদরের পদ্মাবতী তোমার, এই ক্ষণপ্রভারই ক্রোধ-বহ্নিতে এতক্ষণ শ্মশান চিতায় ভস্মীভূত হ'য়ে গেছে। তুমি, তুমি রণজিৎ, ক্ষণপ্রভার কোমল হৃদয়ে বে আগুন জালিয়েছ,—তা হতে সহস্রগুণ তীব্রতানে মিশিদিন, প্রতি মুহূর্তে—তোমাকে হাড়ে হাড়ে পড়িয়ে জ্বালাবার জন্ত, আমি স্বয়ং তাকে বিষ-প্রয়োগে হত্যা করেছি,—আজ হত্যা ক'রেছি।

রণ। হত্যা,—হত্যা? পদ্মাবতীকে হত্যা ক'রেছিস? রাক্ষসি, আমি তোকে হত্যা ক'রবো। ( শৃঙ্খল ভগ্ন হ'ওন ) পাপিয়সি,—মা, না, প্রেতিনীর পাপ-রক্তে এ হাত কলঙ্কিত ক'রবো মা। দূর হ, দূর হ, পিশাচী,—তোর জন্ত নূতন মরক প্রস্তুত হবে।

( দৃশ্য পরিবর্তন )



## ৪র্থ দৃশ্য—পার্বত্য দুর্গের সম্মুখ ভাগ।

### (বিজয়ের প্রবেশ)

বিজ। (স্বগতঃ) আশ্চর্য! এখনও পুরজ্ঞন ফিরে আসছে না। আজ যুদ্ধ-যাত্রার দিন নির্দিষ্ট ছিল, কিন্তু সে অসুস্থ! মনে নানা আশঙ্কার উদয় হচ্ছে—তাকে একক ঘেতে দিয়ে ভাল করিনি। কি করবো, কিছুই যেন হির কত্তে পাচ্ছিনে।

### (মুরলার প্রবেশ)

মুর। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছো, বিজয় দাদা?—বেলা যে বেড়ে উঠলো। বাবা সৈন্যদের তাগিদ দিতে বেরিয়ে পড়েছেন। আর, এই দ্যাখ, আমি কেমন 'সেজে গুজে' ঠিক হয়ে আছি। তুমি কচ্ছ কি?

বিজ। বাঃ, চমৎকার বেশ! পুরুষ কি নারী, চেনবার যো নেই।

মুর। এ বেশে বোড়ায় চড়ে লড়াই কত্তে পারা যাবে না? আমি ত বোড়ায় চড়া শিখে ফেলেছি; নয়, বিজয় দাদা?

বিজ। হাঁ, শিখেছ, বই কি?

মুর। তবে চল, দেবী কেন?

বিজ। পুরজ্ঞনের যে এখনও দেখা নেই, তাই ভাবছি।

মুর। সত্যি। পুরজ্ঞন দাদা আমাদের ছেড়ে এতদিন কোথায় আছেন, বল দেখি? তাঁর ননটা বড় কঠিন।

### (পুরজ্ঞনের প্রবেশ)

পুর। কি মুরলা দিদি, দুজনে নিরিবিলি আমার খুব নিন্দা করছে? বাঃ, একেবারে রণরঙ্গিনী!

বিজ। আমাদের সঙ্গিনী হবে।

পুর। আমাদের নয়, শুধু তোমার, বল। ভাব-ভঙ্গী দেখে মনে হয়, মুরলা শুধু দুদিনের জন্ত নয়, তোমার চির জীবন-সঙ্গিনী হবে। হাক্, এখন কান্দীরের কথা।

বিজ। হাঁ, তোমার বিলম্ব দেখে, বড় চিন্তিত হচ্ছিলুম। এক্ষণে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল!

পুর । বিলম্বের কারণ, পরে শুরুতে পাবে । এক্ষণে পূর্ব-অবস্থার সমূহ পরিবর্তন কতে হবে । তারই উদ্যোগ কর । পশ্চিম দিক দ্বি়ে আক্রমণের সংকল্প ত্যাগ করেছি ।

বিজ্ঞ । কেন ?

পুর । উত্তাল-তরঙ্গ-সঙ্কুল রিশাল-জলধি-মধ্যে কর্ণধার-রিহীন ভগ্নতরীর যে অবস্থা, এ যুদ্ধে কাশ্মীর-বাহিনী সে অবস্থা প্রাপ্ত হবে । কাশ্মীরের ভিতরকার অবস্থা শোচনীয় । আজ যদি আমরা এ সীমান্তে সমরানল প্রজ্জ্বলিত করি, কাশ্মীরে রণকুশল সেনাপতি একটাও নেই যে, বথারীতি সৈন্ত চালনা করে । কাজেই এবারকার যুদ্ধে স্বয়ং সম্রাটকে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে হবে । যদি আমার অনুমান সত্য হয়, তবে ঋগু-যুদ্ধে পদে পদে আমরা তাদের পর্য্যুদন্ত করবো । অত্যন্ত ভাবে কোনও যুদ্ধে, কোনও কৌশলে যদি, রাজাকে আমরা অবরুদ্ধ কতে পারি, সহজেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয় । তাই স্থির করেছি, মূল-দুর্গ হতে অধিক দূর অগ্রসর না হ'য়ে, কাশ্মীর-সেনাকে সীমান্তের অরণ্য মধ্যে টেনে আনাই সম্ভব ।

বিজ্ঞ । সংকল্প মন্দ নয় । তবে এতে সব উল্টে গেল ।

পুর । সর্দারের সঙ্গে না হয়, আমি স্বয়ং সে সব ঠিক কছি ! আপাততঃ তোমরা দুজনে বরং একটা পীড়িতারমণীর শুশ্রূষা-ভার গ্রহণ কর । কাশ্মীর-সেনাপতি রণজিৎ সিংহের পত্নী এ দুর্গে সমাগতা । সকল কথা পরে জানবে । এক্ষণে বিশেষ যত্ন ও সম্রমের সঙ্গে, তাঁর সংবর্দ্ধনা করবে । মুরলে, তোমার উপর এ মুমূর্ষু রমণীর সকল ভার অর্পণ করে, আমি নিশ্চিন্ত হলাম । বিজয় দাদা, একটী সুপ্রশস্ত কক্ষ পদ্মাবতীর জন্ত নির্দিষ্ট কর । উনি আমার মাতৃকল্পা অতিথি । আমি এখনই সর্দারের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি । সমগ্র সংকীর্ণ, অগোণে যুদ্ধ ঘোষণা কতে হবে । ( প্রস্থান )

মুর । এ পদ্মাবতী কে, বিজয় দাদা ? ইনি পুরজ্ঞান দাদার কে হন ?

বিজ্ঞ । কেউ নন, অথচ সকলই । পুরজ্ঞান চিরদিনই অসহায়, বিপন্ন, বাকুধ্বজনের পরম বন্ধু । চল, তাকে দেখিগে, চল ।

( উভয়ের প্রস্থান )



৫৭ দৃশ্য — কাশ্মীর-রাজসভা ।

( সভাসদগণ ও নর্ত্তকীবৃন্দ )

১ম স। ভাই, রোতের বেলা দরবার ! কারণটা কিছু জানতে পেরেছ ?

২য় স। রাজ-রাজোড়ার কাণ্ড, ভাই, বুঝবার ষো-টা নেই । বাতিক ঘাড়ে  
চাপলো,—বস,— সঙ্গে সঙ্গে শুকুম জারি !

১ম স। শীতে যে কেঁপে মরি গো ! প্রাণটা যে জমাট বাঁধবার যোগাড় হলো !

৩য় স। ওগো, শুনেছ ? দাদার রক্তটা একটু তাজা কর গা, তাজা কর ।  
রাগিণী-ভাঁজার সঙ্গে সঙ্গে ছ একটা বিদ্যাবাণ—বর্ষণ, চলুক, দেখবে;  
অগ্নি দাদা চেগে উঠবে ।

১নন। এই ফাল্গুনের ফুর ফুরে হাওয়া, আর আপনারা শীতে জড় সড় ?

২য় স। আসল কথা জান ? ছোটো গান, একটু নর্ত্তন, আর ঐ ভায়া যা  
বলেছে,—মধ্যে মধ্যে এক আধটা কটাক্ষ-হনন ! বুঝলে ? চলুক,  
শুভস্যা শীঘ্রং ।

গীত ।

নর্ত্তকী । মধুর মৃদুল মলয় বায়, ধীরে ব'য়ে যায় ।

আবেশ-মদিরা-মাথা, পরশনে শিহরে কায় ।

কোকিল ডাকে বকুল ডালে,

ভ্রমর চূমে ফুল,—

নীলাকাশে চাঁদের হাসি,

প্রাণ করে আকুল !

এমন রোতে, মনের মানুষ বিনে একা থাকা দায় ।

১ম স। বাহবা, কেনা ফুঁতি, চলুক, চলুক ।

৩য় স। ছুড়ীগুলিত নয়, যেন ফুলের কলি, ফুটো ফুটো কচ্ছে ।

গীত ।

ফুটে কলি চূমে অলিকুল ।

মুখে মুখে বুকে বুকে উভয়ে স্নেহে আকুল ।

মুছ-মলয়-তালে, খেলে ফুল ছ'লে ছ'লে—

প্রেমাবেশে হাসে গরবিনী,—

নীল-গগন-তলে, শশধর হৃদা ঢালে,—

আমোদে ঢলি কুমুদে নাচে মরি কি অতুল !

গুণ্ গুণ্ গুণ্ স্বরে, মধুপ আদর-ভরে,

প্রেম-কথা কয় নিরিবিলি,—

কাটিলে রজনী, ফুরালে মধুখানি,

উড়ে যায় অলি, অমনি সরমেতে ঝরে ফুল !

( মন্ত্রী ও সার্বভৌমের প্রবেশ )

চক্র । ছেলেটার অস্থখ, মন ভাল নেই। তিন সপ্তাহ অর ছাড়'চেনা।  
সান্নিপাতিক লক্ষণ। রোতের বেলা প্রলাপ বাড়ে। শীত্র বাড়ী  
ফিরে যেতে পাগ্লে বাঁচি।

সার্ক । আর ভাই পিত্ত-শূলে প্রাণে মলুম। হরি হরি—কলৌ নাস্ত্যেব  
গতিরন্তথা। ( জনান্তিকে ) সেই—সেই—হুর্দ্দিন হতে রোগের  
সঞ্চার। ক্রমেই বাড়'চে। (প্রকাশ্যে) হরি হরি,—উহ'হ'—ঐ  
বে গো, চিন্ চিন্ কচ্ছে।

চক্র । আজ এ দরবারের উদ্দেশ্য কিছু জানেন ?

সার্ক । কিঞ্চিদপি নাস্তি। হরি হরি—ই হি হি—হি—বড্ড ব্যথা।

( রাজার প্রবেশ )

রাজা । রাজ-পুরোহিত মহাশয়, উপস্থিত সুভাসদ্-বর্গ, আজ বিশেষ প্রয়ো-  
জনে এ নৈশ-সভার আহ্বান করেছি। আমার বক্তব্য এই,—  
সেনাপতি রণজিৎসিংহের কারাবাস, আমার বিবেচনায়, বিচার-  
বিভ্রাটের চূড়ান্ত নিদর্শন। সমগ্র কাশ্মীরবাসী যার বাহুবলের  
নিকট বহুবীর্য ঋণগ্রস্ত, যার রণ-চাতুর্য্যে, যার সাহস বীৰ্য্যে, কাশ্মীর-  
রাজ্য বহুবীর্য আভ্যন্তরীণ অক্রিয় হতে আত্মরক্ষার সমর্থ হয়েছে,  
সেই কর্তব্যপরায়ণ, অকৃত্রিম দেশভক্ত রণজিৎ, গত যুদ্ধে যদিই

সরল-বিশ্বাসে, এমন কোনও কাকই ক'রে থাকে, যাতে রাজনীতির হিসাবে, তা অপরাধ মধোই পরিগণিত হতে পারে, তথাপি আমার বিবেচনায়, রণজিতের সে দোষ দেশ-বাসীর নিকট সহজবাব ক্ষমার বোধ্য। এ সামান্য কল্পিত অপরাধে তার কারাদণ্ড-বিধান, বর্ক-রতার নামান্তর মাত্র।

সভাসদগণ। সাধু—সাধু, অতীত সত্য কথা।

রাজা। এ দীর্ঘ সময়, এ বিষয়ে আমি অনেক চিন্তা করেছি, তারই ফলে আজ এ সভার আহ্বান। আমার মত আমি মুক্ত কণ্ঠে ব্যক্ত করুম, এক্ষণে উপস্থিত সকলে এ বিষয়ে বিবেচনা করুন, এই আমার অভিপ্রেত।

রাজপু। রাজা দেবতা বিশেষ। রাজ-ধারণার উপর কার ধারণা সুসঙ্গত হবে? চন্দ্র। (জনান্তিকে) অর্থ হজম হয়ে গিয়েছে, পুরোহিত মশায়? 'সব শেল্লালের এক ডাক' হলো?

রাজা। আরও কথা আছে। পূর্বেই বলেছি, রণজিতের অপরাধ সম্বন্ধে আমার গুরুতর সন্দেহ আছে। তর্কের অমুরোধে, ক্ষণেকের জন্ত, স্বীকারও করা যায় যদি, রণজিৎ এ ক্ষেত্রে অপরাধী, তথাপি যে দণ্ড ভোগ করেছে, তাই কি তার পক্ষে অত্যধিক বলে মনে হয় না? এ অবস্থায় অগোপে তার মুক্তি বিধান, আমার একান্ত অভিপ্রেত।

সভাসদগণ। সাধু, সাধু, উত্তম।

### (মানসীর প্রবেশ)

মান। বাবা, বাবা, মা বড় কেমন কচ্ছেন। তাঁকে শয্যায় রাখা দায় হয়েছে। তিনি প্রলাপ বকছেন। দেখ' সে লীলগিরি।

রাজা। যে পাপানল এ রাজ্যে জ্বলেছে, তাতে সব বিশ্বস্ত হবে। বিধির স্থান বিধান!

### (প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহ। হুকুম, উত্তর প্রান্তীয় কেলা হতে জনৈক দূত অচিরে রাজ-সাক্ষাৎকার প্রার্থনা কচ্ছেন। জরুরি বোধ, কি অনুমতি হয়?

রাজা। তাকে এখানে নিয়ে এস। (প্রহরীর প্রস্থান)

রাজা । আবার উত্তর প্রান্তে কি কোনও গোলযোগের স্বরূপাত হলো ?  
বিচিত্র কি ? ছিদ্রেখনর্থাঃ বহুলী ভবন্তি ।

চন্দ্র । ( স্বগতঃ ) সব যে কাঁসিয়ে যাবাব যোগাড় হচ্ছে ! মধ্য হতে প্রচুর<sup>১</sup>  
অর্থহানি,—মনস্তাপ—সায় হলো ।

### ( দূতের প্রবেশ )

রাজা । বল দূত, কি সংবাদ নিয়ে এসেছ । কোনও গুরুতর বিভ্রাটের  
সংবাদ নয় তো ?

দূত । মহারাজ, সংবাদ গুরুতরই বটে ! উত্তর সীমান্তে আবার ভীষণ  
বিদ্রোহ উপস্থিত ! পুরঞ্জন নামক দুর্দান্ত-দস্যু এবার প্রায় বিশ  
হাজার সৈন্যসহ যুদ্ধে অগ্রসর । দিন দিন গ্রামের পর গ্রাম তাব  
হস্তগত হচ্ছে ।

রাজা । অল্পমান বাস্তবে পরিণত হলো !

চন্দ্র । মহারাজ, সেনাপতির কার্য-ফলেই এ উৎপাত আবার উপস্থিত !  
সুতরাং তার আচরণ ভ্রম-সংকুল বা সরলতা-মূলক, বাই হোক,—  
বাজনীতির হিসাবে তা গুরুতর বটে ।

রাজা । সে আলোচনা বর্তমানে নিষ্প্রয়োজন । এক্ষণে বাজ্যেব মঙ্গল-  
প্রয়োজনেই তাব আশু মুক্তি-বিধান একান্ত আবশ্যিক ।

চন্দ্র । শুনেছি, সেনাপতি নাকি প্রকৃতিস্থ নেই । তার মস্তিষ্ক-বিকৃতি  
ঘটেছে,—

মান । কে বললে এ কথা ?

চন্দ্র । আজ এইমাত্র দরবারে আসার পূর্বক্ষণে কারাধ্যক্ষ স্বয়ং এ কথা  
জানিয়েছেন । সুতরাং তার নিকট হতে সাহায্যের আশা বিন্দুমাত্র  
নেই ।

রাজা । রণজিৎ বিকৃত-মস্তিষ্ক ? মস্তি, এ কথা তুমি এতক্ষণ বলনি কেন ?  
রণজিৎ আমার বিগতবুদ্ধি ? কান্দীর রাজ্য-তরণীর একমাত্র কর্ণধার,  
আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর রণজিৎ, আমারই নির্যাতনে এত  
প্রীড়িত ! থিক্, থিক্ আমাকে ! উঃ, এ বিপদ হতে পরিজ্ঞাণেব  
পথ আমি স্বহস্তে রুদ্ধ করেছি ? উত্তম ! পাপের ভয়া যতশীঘ্র ডুবে

বার, ততই মকল । বাক, সব হারান্নারে বাক । যাও মৃত, কেহাদারকে বলগে, কান্দীর-রাজ শত্রু-সমনে অসমর্থ ।

মান । বাবা, ক্রোধ সংবরণ কর । কার উপর বিরজি-প্রদর্শন কর ? আমাদের নিজেদের মধ্যে যতই ভুল-ত্রুটি, যতই দোষ-ত্রুটি ঘটে থাকুক, সে জন্ত দেশ-মাতৃকার অপরাধ কি ? জন্মভূমির আসন্ন বিপদে কোন্ সুসন্তান উপেক্ষা প্রদর্শন করে থাকে ? দেশের শত্রু অবশ্যই বিভাঙিত—বিদলিত হবে; পরে অশ্রু কথা ।

রাজা । মা, কে আছে তোর জন্মভূমির ? কে আছে তোর দেশের সুসন্তান, যার দ্বারা মায়ের বিপদ দূর হবে ? এ রাজ্যের রাজা পাগল, রাণী পাগল, সেনাপতি পাগল,—পাগলের রাজ্য উৎসন্ন যাবে না, মা ?

মান । বাবা, রাণী মা উদ্ভ্রান্ত সত্য, কিন্তু এখনও তো দীর, হির, গভীর, চির-প্রশান্ত-হৃদয় রাজা শত্রুজিৎ সিংহাসনে উপবিষ্ট । সেনাপতি-শ্রেষ্ঠ রণজিৎসিংহ না হয়, বিকৃত-বুদ্ধি, কিন্তু এখনও তো, তারই প্রিয়-শিষ্যা মানসী অসি-ধারণে সমর্থ । আমার অন্তর্জ্ঞান কি বাবা, শুধু ছেলে খেলার জন্ত ? এ বিপদের বেলা, তুমি অস্বং যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও, মানসী তোমার সহায়তা করবে । যার যতটুকু শক্তি, দেশের জন্ত,—দেশের কাজে ব্যয়িত হবে, এ অপেক্ষা গৌরবের বিষয় আর কি আছে ? জয়-পরাজয় ? সেজন্ত চিন্তা কেন ? কাজ করে যাব, ফলাফলের কর্তা বিধেয় । আর বাবা, নিরাশারই বা এমন কারণ কি আছে ? এখনও তো কান্দীরের যষ্টি সহস্র সৈন্ত দ্বিগুণ-সহস্র-হস্তে অসি-বর্ষা ধারণে সমর্থ ! বিংশতি সহস্র শত্রুর ভয়ে আজ যদি কান্দীর রণ-বিরুদ্ধ হয়, এ কলক বে রাখবার স্থান হবে না । না, বাবা, তা হবে না, তা হতে দেবোনা । প্রাণ থাকতে, তোমার চির শুভ্রোজ্জল বশ-চন্দ্রমার বিন্দুমাত্র কলক-কালিমা লিপ্ত হতে দেবোনা । আজই বাবা, আজই—এ দণ্ডেই অহুমতি কর, কান্দীরে রণ-ডকা বেছে উঠুক, আকাশ-পথে হুমুড়িধ্বনি উঠিত হোক—শত্রুগণ সে গগন-ভেদী হবে কম্পিত, ভীত—সমস্ত হয়ে সীমান্ত প্রদেশ পরিত্যাগ করুক ।

রাজা। মা, স্মৃতিমতী রাজলক্ষ্মি, তুই এ ব্যথিত, মথিত, জড়হৃদয়ে আজ বিহ্বাদগ্নি জ্বলে দিলি মা। তাই হবে। - কাশ্মীর রাজ্যের পঞ্চাশ সহস্র চুক্তি-সেনা শত্রু-পীড়নে অগ্রসর হবে। অবশিষ্ট দশ সহস্র সহকারী সেনাপতি কীর্তিধ্বজের অধীনতায় রাজধানী রক্ষা করুক। আমি স্বয়ং এ রণে অবতীর্ণ হব, আর তুই মা, রণ-রঙ্গিনী-বেশে আমার সঙ্গিনী হবি। হয় রণে জয়, নয় কাশ্মীর রাজ-বংশের মূল ক্ষয় হবে। মন্ত্রী, আমার এ আদেশ এ দণ্ডেই রাজ্যায় ঘোষিত হোক। বিলম্ব না হয়। যাও দূত, তুমি স্বরায় কেল্লাদারকে গিয়ে আশ্বস্ত কর। মন্ত্রী, রণজিৎ আমার কোথায় আছে, সে কি এখনও কারাগারে অবস্থান কচ্ছে?

চন্দ্র। অত্র আদেশ পাইনি। কাজেই—

রাজা। এ দণ্ডে, এ মুহূর্তে, আমি স্বহস্তে তাকে মুক্ত ক'রে দিচ্ছি। রাণী আর সেনাপতির চিকিৎসা-শুশ্রূষার ভার তোমাদের সকলের উপর রইলো। কালই আমরা সীমান্ত-প্রদেশে যাত্রা করবো। আস মা। সভা ভঙ্গ হলো।

( পট-ক্ষেপণ )



## চতুর্থ অঙ্ক ।

১ম দৃশ্য—আশান ।

( দ্রুত চামেলীর প্রবেশ )

চামে। চীৎকার পূর্বক উদ্ভাস্ত ভাবে) আমার হার?—জীব কবে ছিনে  
নিরে দস্তা অঁধারে মিশিয়ে গেছে গো!—আমাব মুক্তা হাব?

(দ্রুত প্রস্থান)

( ব'জুরামের প্রবেশ )

বাজা। এই ত আশান। অঁধার, ঘোর অঁধার, কিছুই দেখা যাচ্ছে না।  
কি করে তাঁর সন্ধান করি? শুনলুম, তিনি কাবামুক্ত, কিন্তু  
বিকারগ্রস্ত—হয়েছেন। ঘরে গিয়ে দেখলুম, যেখানে বে জিনিষটা  
রেখেছিলুম, ঠিক সেখানে সেটা তেলি ভাবে আছে, কেউ স্পর্শও  
করেনি। জানলুম,—আশানই তাঁর আরাম স্থান। কিন্তু কই?  
এখানে ত কারও সাড়াশব্দ নেই, উপায়?

( চামেলীর পুনঃ প্রবেশ )

চামে। পেয়েছি, পেয়েছি,—চোর—দস্তা, আমার হার? হকের ধন ছিনে  
নিবি? প্রাণ থাকতে নয়।—রাগীর দেওয়া হার গো,—তা ও কি  
সাধে সাধে দিয়েছিল? উঃ মাহুষ খুন! দে, দে, আমার হার দে,  
বল্ছি।

বাজা। মর, এ আবার কোথাকার পেত্নী?

চামে। হঁ, আমার চিন্‌বি কেন? শীগ্‌গির হার দে, বল্ছি। রাগীর দেওয়া—  
হকের ধন আমার! দিবিনে, দিবিনে? থুন করবো। এই হাতে  
একটা থুন করেছি, আর একটা কব্বো, বল্ছি। হকের ধন,  
সহজে ছাড়বো?

বাজা। কে এ মাগীর? চামেলী নয়?

চামে। চিনে ফেলেছে গো,—চিনে ফেলেছে। শুলে দেবে। মাহুষ খুন—  
শুলে দেবে।

( দ্রুত প্রস্থান )

বাঁহা । আশ্চর্য্য ! 'পুরঞ্জনের অহুমান তবে যথার্থ !— পিশাচ কি স্বতঃ জীব ? মানুষই পিশাচ ! দূর ছাই, মনটা দমিয়ে দিলে ! যাই দেখি,—  
—অই নদী তাঁরে সেনাপতির সাক্ষাৎ পাই কিনা । কয়দিনে, পাঁজার পূঁজি ও খালি হতে বসেছে । ( প্রস্থান )

### ( উদ্ভাস্ত রণজিতের প্রবেশ )

রণ । হা—হা—হা, মিছে কথা । কে বলে শ্মশান শান্তির আবাস, আবাম নিকেতন ?—মিছে কথা ! আগুন, আগুন, শ্মশানের বিকট আগুনের লক্ লক্ শিধা যে গো, আমার সকল ঈশ্ব, সকল শাস্তি,—সকল বল, সকল বুদ্ধি, চিব দিনের মত ভস্ম-রাশিতে পরিণত করেছে ! ওগো, আমার সৌভাগ্যাকাশেব জ্যোৎস্নামণ্ডিত পূর্ণচন্দ্র যে এ বীভৎস শ্মশানের উৎকট অন্ধকারে চির অন্তমিত !—অ্যা—সত্যি কি তাই ? সত্যি পদ্মা আমার নেই ? আমার নয়নের মণি, তৃষ্ণার জল,—আমার চিত্তেব শুদ্ধি,—অভাবের সম্বল, আমার পদ্মা আমার ছেড়ে গেছে ? পদ্মা, পদ্মা, যে রণজিতের ক্ষণকালের অদর্শনে, ব্যাকুলা হয়ে তুমি, কাতর-নয়নে তার আশা-পথ পানে চেয়ে রইতে,—যে রণজিতের একটা মাত্র লোহাগ আহ্বান তোমার কর্ণে প্রবেশ মাত্র, তুমি এসে আদরে তার গলা জড়িয়ে ধরতে,—সে রণজিতের শত চীৎকারেও আজ তোমার প্রাণে কি এতটুকু দয়ার সঞ্চার হয় না ? এস, এস প্রাণেশ্বরী, তোমার তুষ্টির জন্ত,—তোমার পরিতৃপ্তির জন্ত, রণজিৎ আজ অগ্নান-বদনে আপন হৃৎপিণ্ড উৎপাটিত ক'রে দিতেও সম্পূর্ণ প্রস্তুত । অই অই, কে ওদিকে ঝিল্ ঝিল্ করে হাসছে ? কি পৈশাচিক অট্টহাসি ! কে, কে তুমি ? ওহো, কি লোম-হর্ষণ দৃশ্য !—ভীষণ-বদনা, বিকট দশনা অর্দ্ধ-বিবসনা উদ্মানদিনী,—মানব-কঙ্কালে গড়া পান-পাত্র করে ! অই, অই কে আবার তারই পার্শ্বে পতিত হয়ে, কাতর-নয়নে, অই পাত্র পানে চেয়ে আছে ? অ্যা, চিনেছি, চিনেছি, এ যে আমার পদ্মা ! আমার হৃদয়-সর্ব্ব্ব পদ্মা যে গো, তৃষ্ণার ছট্ কট্ কচ্ছে ! একি, একি, হলহল,—তীব্র হলহল-ধারা তার মুখে ঢাল'লি ? কে তুই প্রেতিনী ? কে তুই রাক্ষসী ? নারী হত্যা—নারী হত্যা,—কাস্ত হ, কাস্ত হ । হলিনে ? হলিনে ? আবার



আবার ?—তবে পাপিয়সি, এই ধরধার অসি, সবলে তোর পাপ বক্ষা-মধ্যে আমূল বিদ্ধ কর, —তোয়ই জনন-নির্গত উত্তপ্ত শোণিত-ধারে এ প্রেতযজ্ঞ সমাপ্ত করবো ? পিশাচি, পদ্মাবতী মরলে, সংসারে নারী বলতে, কেউ থাকবেনা।—নেই, পদ্মাবতী নেই আমার ? তবে চলুম—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড আজ নারী শূন্য হবে। (দ্রুত প্রস্থান)

[ নেপথ্যে—আছে, আছে, আছে। ]

### ( রণজিতের পুনঃ প্রবেশ )

রণ । আছে—আছে—আছে ? পদ্মাবতী বেঁচে আছে ? কে বলে এ কথা ?  
—একি দৈববাণী ?

### ( বাহুরামের প্রবেশ )

বাহুরাম । দৈববাণী নয়, তবু সত্য কথা ।

রণ । কে তুমি উন্মাদ ? রণজিতের প্রচণ্ড ক্রোধ-বহ্নির আহুতি সেজে এসেছ ?—জান ? এ পরিহাসের প্রারম্ভিক্ত,—তপ্ত বক্ষরক্ত দান !

বাহুরাম । পরিহাস নয়, সেনাপতি, সত্য কথা । আমি বাহুরাম ।

রণ । বাহুরাম, বাহুরাম, সত্যি বললি, পদ্মা আমার বেঁচে আছে ? আমি যে রৈ সমগ্র কাশ্মীরের ঘরে ঘরে অহুসন্ধান করেও তার তত্ত্ব পেতে পারিনি !

বাহুরাম । তিনি আপাততঃ কাশ্মীরের উত্তর প্রান্তস্থ ভৈরব হর্গে আছেন ।

রণ । ভৈরব হর্গে ? পদ্মাবতী আমার ভৈরব হর্গে কেন, বাহুরাম ?

বাহুরাম । সে অনেক কথা, পরে শুন্তে পাবেন । চলুন, তিনি আপনার জন্ত বড় ব্যাকুলা হয়েছেন ।

রণ । প্রহেলিকা, বিবম প্রহেলিকা,—ইচ্ছজাল !—পদ্মাবতী ভৈরব হর্গে-পর্যাপ্তা ? পদ্মাবতী কি এখনও আমারই আছে ?

বাহুরাম । সতীর চরিত্রে ঘৃণাকরে ও সন্দেহ করোনা, সেনাপতি, মায়ের অপমানকারী,—বাহুরামের বন্ধ শত্রু ।

রণ । না, না, বাহুরাম, ভ্রম, বিবম ভ্রম আমার ! সতী-লক্ষ্মী পদ্মা আমার দেবী-প্রতিমা ! আমি পিশাচ, তাই নিমেষের জন্তও বিচলিত হয়েছিলুম ! চল, বাহুরাম, এখনই ভৈরব হর্গে চল । (দ্রুত প্রস্থান)

বাহুরাম । আমাদের আবার কোথায় ধাক্কা মিশিয়ে গেলেন ? কি মুন্সি !

( প্রস্থান )

## ২য়—দৃশ্য শিবির সম্মুখস্থ পথ ।

### ( পুরঞ্জনের প্রবেশ )

পুর । আশ্চর্য্য রমণী, কাশ্মীর-রাজ-ছহিতা সেই মানসী ! গত যুদ্ধে সম্রাট-পক্ষের পরাজয়ের যখন বিলম্ব ছিলনা, তখন সহসা রমণী যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হয়ে, কি অপূর্ব্ব কৌশলে যুদ্ধের গতি সম্পূর্ণ ফিরিয়ে দিলে ! রমণী এমন রণকুশলা হতে পারে, আমার ধারণা ছিলনা । কি অনন্ত-সুন্দর দক্ষতা, কেমন প্রশংসনীয় ক্মিপ্র-কারিতা ! কি হৃদম-নীয় তেজ, আবার কেমন মনোমোহিনী কমনীয়া মূর্ত্তি ! নারী একদিকে কুসুম-কোমলা, অতৃদিকে বজ্রাদপি কঠিন ! কমনীয়তা এবং শক্তিমত্তার এরূপ অপূর্ব্ব সমাবেশ, কচিং দৃষ্ট হয় ! কিন্তু উপায় ? যতদিন এ রণলক্ষ্মী, আমাদের করায়ত্ত না হন, ততদিন জয়ের আশা বোধ হয় বিড়ম্বনা !

### ( রঘুবীরের প্রবেশ )

রঘু । পুরঞ্জন, তোমার উদ্দেশ্য অনেকটা সিদ্ধ হয়েছে । রাজ-সৈন্য পর্তত-প্রান্তে উপস্থিত ।

পুর । সত্য, কিন্তু আমাদের বিজয়-লাভ পক্ষে এক অভাবনীয় অন্তরায় বর্ত্তমান । রাজকন্তা মানসী সৈন্য-চালনায় এমন পরিপক্ব, তা জানতুম না । গত দুই দিবসের যুদ্ধে, তাঁর বীরত্বে আমি বিস্মিত হয়েছি । এ অবস্থায়, আপাততঃ, সম্মুখ-সমরে আমরা কতদূর কৃত-কার্য্য হব, বলতে পারি না ! শত্রুর অসতর্কতা,—ক্রটি-বিচ্যুতি ই এখন আমাদের প্রধান ভরসা । ভাল, সর্দার, আমাদের গুপ্তচর, না, ছদ্মবেশে কাশ্মীর-শিবিরে প্রবেশ লাভ করেছিল ? তার সংবাদ কি ?

রঘু । ফুল-ওয়ালী, ফুলওয়ালী-সে'জে দুটা গুপ্তচর, নিতাই প্রায় রাজ-শিবিরে যাতায়াত কচ্ছে । ফুলওয়ালী একটা পাহাড়ী মেয়ে । সে স্বয়ং রাজকন্তা মানসীর সঙ্গে অবধি আলাপ করেছে ।

পুর । উত্তম । তাকে বলবে, কাশ্মীর-রাজ কিংবা তাঁর ছহিতার গতি বিধির উপর যেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে । আকস্মিক আক্রমণে ফল

হবে, এটুকু বুঝতে পারলেই, অগোণে সে সংবাদ যেন আমাদের গোচর করে। উপযুক্ত সংবাদ-সংগ্রহের জন্য প্রচুর পুরস্কার প্রদত্ত হবে।

রঘু । আমি তাদের বিশেষ ক'রে বলে দিয়েছি। তাদের চেষ্টার ক্রটি নেই। তবে শত্রু পক্ষকে বিশেষ সাবধান বলেই মনে হয়।

পুর । তাদের অসতর্ক ক্রান্তে হবে। এক্ষণে কিছুদিন আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্টতার ভাণ করবো। শত্রুদলকে বুঝতে দেবো, আমরা ভয়ে যুদ্ধাভিলাষ—পরিত্যাগ করেছি। সেনাদল মধ্যে আজই ঘোষণা কর সর্দার, অতঃপর একটি পার্শ্বতা-সেনাও, ভ্রমেও, যেন শত্রু-পক্ষের দৃষ্টি গোচর না হয়!

রঘু । অবিলম্বে এ আদেশ পালিত হবে।

পুর । জ্বল, রণজিৎসিংহের তব্ব কিছু পাওয়া গেছে?

রঘু । না। বাজ্জারাম, সেই যে গিয়েছিল, আর ফিরে আসে নি। এ দিকে বোধ হয়, রণজিতের চিন্তাই পদ্মাবতীর পূর্ণ স্বাস্থ্য-লাভের এক মাত্র অন্তরায়।

পুর । পতির জন্য সতীর চিন্তা স্বাভাবিক। তা'হলে একজন গুপ্ত-দূত রণজিতের উদ্দেশে কাশ্মীরে গেলে ভাল হয় না?

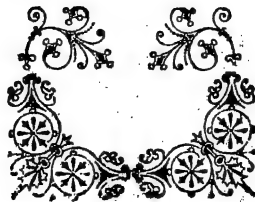
রঘু । দেখা যাক্—কিছু সময় অপেক্ষা করে।

পুর । আমি একবার পদ্মাবতীকে দেখে আসি। তুমি এখনি সেনা-নিবাসে সন্মন ক'রে, আমার আদেশ ঘোষণা কর। বিজয় কোথায়?

রঘু । তিনি ভৈরব ছুর্গেই গিয়েছেন।

পুর । উত্তম।

( উভয়ের প্রস্থান )



## ৩য়—দৃশ্য কক্ষ-বারান্দা।

### (রাণীর প্রবেশ)

রাণী। (উদ্ভাস্ত ভাবে) আশুন, আশুন, নরকের আশুন চারদিকে জ্বল  
উঠেছে! জ'লে মলুম, জ'লে মলুম,—রক্ষাকর! ঐ ঐ ওদিকে—  
আবার, শত শত কালান্তক-বিশ্বধর বিকট-ফণা বিস্তার ক'রে আমাকে  
গ্রাস কত্তে আসছে,—কোন দিকে যাই? ঐ ঐ ওদিকে আবার  
—ওহো কি ভীষণ দৃশ্য! করাল-বদন; বিকট-দশন, বিভীষণ ক্লান্ত-  
কিঙ্কর সকল, জলন্ত লৌহদণ্ড-করে উদ্দাম কুর্দনে আমারইদিকে অগ্রসর  
হচ্ছে! রক্ষা কর, রক্ষা কর,—একি, একি, ডুবে যাচ্ছি, ডুবে যাচ্ছি,—  
কোটি-কোটি কুমিকীট-পূর্ণ উৎকট ভূর্গন্ধ-ময় পুরীষকুণ্ডের অতল গহবরে  
আকণ্ঠ ডুবে যাচ্ছি! যাই—যাই—কে আছে কোথায়, রক্ষাকর—

(পতন)

### (দাসীর প্রবেশ)

দাসী। রাণি মা, তুমি এখানে ভূমে শুয়ে? আমি যে তোমাকে খুঁজে  
নরলুম! এস মা, শয্যায় এস। মন্ত্রী-মশায় এসে তোমাকে এ  
অবস্থায় দেখতে পেলে, আমাদের কত মন্দ বলবেন,—কত  
বকবেন।

রাণী। অঁা—কে, কে তুমি? অঁা?—

দাসী। একি মা, তুমি অমন কচ্ছ যে?

রাণী। উঃ কি ভীষণ স্বপ্ন! জাগ্রৎ স্বপ্ন!

দাসী। (স্বগতঃ) একি ভাব! (প্রকাশে) মা, শয্যায় এস মা।

রাণী। বিরক্ত করিস্ নে, তুই। এই-ই আমার বেশ শয্যা! সতীর দেহ  
শ্রমশানের চিতা-শয্যায় তুলে দিয়েছি আমি,—সে তুলনায়, এই আমার  
বেশ শয্যা! বুঝ্বিনে, তুই বুঝ্বিনে,—সতী-সাধবীর মরণাভিশাপ  
সহস্র বৃষ্টিকরূপে এ হৃদয়ের পরতে পরতে কেমন অহরহঃ দংশন  
কচ্ছে! সহ হয় না, মৃত্যুর শীতল-কোলে আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন, অভা-  
গিনীর আর নিষ্কৃতি নেই। কে বলে পাপের ভোগ, ইহকালে  
হয় না? কি ছার নরকের আশুন? আমার হৃদয়ের তীব্র-হলাহল  
মাখা জলন্ত আশুন যে, তার অপেক্ষা সহস্রগুণ জ্বালাময়।

## ( মন্ত্রী প্রবেশ )

চক্র । পুরদাসি, রাজমহিষী এ ভাবে ভূমে পড়ে কেন ?

রাণী । আপন ইচ্ছায় মন্ত্রিবর, বিষের জালায় সর্বাঙ্গ জর-জর, কোথাও স্বস্তি পাইনে । তাই একটু বাইরে এসেছি ।

চক্র । (নেপথ্যে চাহিয়া) আসুন, কবিরাজ মশায়, এ দিকে আসুন, আপনার আজ আসতে দেৱী হয়ে গিয়েছে, নয় ?

## ( রাজ বৈদ্যের প্রবেশ )

রাজ বৈ । আরে মশাই, তিলান্দ অবসর নাই । এই, শয্যা পরিত্যাগ কইর্যা গাড়ুটা হস্তে লইবা মাত্র সার্কবোম গো বাড়ী হৈতি ডাক পড়লো ! গিয়া না দেখি, বেটা প্রচণ্ড ষণ্ডের মত কেবলই চীকাইর পারছে ! ছুরন্ত পিস্তিশূল, চীকাইর পারবারই কথা ।

চক্র । সেখানে প্রাপ্তিটা কেমন হচ্ছে, কবিরাজ মশায় ? শুনেছি, হাত চিৎ ছাড়া, উপড় কথাটা তার কোষ্ঠীতে লেখা নেই ।

রাজ বৈ । হেই কথা কইবেন না । বেটা আসল অর্থ পিশাচ ! রোজ সার্দ ছইসের ছণ্ডের ব্যবস্থা দিছি । বেটা পোয়াটেক ছণ্ডের সহিত সের-ছই বাসি জল মিশ্রিত কইর্যা পথ্য চালায় ! তার অনে অর্থ বাইর করা আমাগো কর্ম নয় । সময় যায়, আহেন দেখি, রাণীমার নাড়ীডা পর্য্যবেক্ষণ করি ।

চক্র । এই যে রাণী মা এখানে ।

রাজ বৈ । এ, হা—হা—হা, বড়ই ব্যাকুবি ত ! এই শীতল ভূমি শযায়, দারুণ অনিষ্ট অইবারই সম্ভাবনা ! সাবধানে রাখবেন, সাবধানে রাখবেন । দেখি এহন নাড়ীডা—(নাড়ী পরীক্ষা) বড়ই চঞ্চল, চিন্তা চাঞ্চল্যটা বুদ্ধি অইছে ! যাউক, এই বটিকা ছইটা রাহেন দেখি । নিশিন্দার পাতা খলে পিষ্ট কইর্যা, এহনহি অর্ধেকখানা বটিকার সঙ্গে, উহার রস মিশ্রিত কইর্যা খাওয়াইবার চাই । (বটিকা প্রদান)

চক্র । পুরদাসি, তুমি সত্বর অনুপান সংগ্রহ কর । (দাসীর প্রস্থান)

রাজ বৈ । গায়ে অল্প অল্প ক্ষত দৃষ্ট অইছে,—হেইত আশঙ্কার কথা ! উষ্মজলে শরীর ধোত—

## ( দ্রুত চামেলীর প্রবেশ )

চামে । আমার হার ?—হার ছিনে নিছে গো ! হকের খন, রাণীর দেওয়া মুক্তা হার ! মানুষ খুন করে তবে হার পেয়েছি ! খুন করবো,—হার দে বলছি, নইলে খুন করবো !

চন্দ্র । এ আবার কোথাকার আপদ ? বন্ধ-পাগল !

রাজবৈ । কামড়াইব না হি ?

চামে । রাগী না, বিচার কত্তে হবে, সহজে ছাড়বো না । আমার হার ?  
এই দ্যাখ, গলা শুল্ল করে আমার হার ছিনে নিছে ! দ্যাখ না গা,—  
(রাগীর দিকে অগ্রসর হওন)

চন্দ্র । দূর হ, পাগলী, সরে দাঁড়া, সরে দাঁড়া,—কে আছি এখানে ?—

চামে । কে রে মিলে, কটমটে চাউনি ! মারবি নাকি ? খুন করবো । হার  
ছিনে নিছে,—আবার চোখ-রাস্তায় ! দে হার—দে হার, বলছি—  
নৈলে এই দ্যাখ-মজা— (সহসা মস্তুর বক্ষে ছুরিকাঘাত)

চন্দ্র । উঃ—উঃ—মেরে ফেলেছে,—ডাইনী, রাক্ষুসী—খুন করেছে—

(পতন)

চামে । হা, হা,—হা,—খুন, খুন, একটা,—ছটা—

(পলায়ন)

চন্দ্র । (ছুরি উন্মোচন করিয়া দূরে নিক্ষেপ.) উঃ,—পাপের—ফল—ভীষণ  
—প্রায়—শি—স্ত—বাই—জ—ল—

(মৃত্যু)

রাজবৈ । রাম রাম, শিব—শিব—সাক্ষাৎ ডাইনি । কেঘার বাই, শিব,  
শিব—রাম, রাম ।

(প্রস্থান)

রাগী । কণেকে কি হতে কি হয়ে গেল ! পাপের কি—ভীষণ পরিণাম,  
ধর্মের কি স্বল্প বিচার ! চামেলী পাগল হয়ে কিন্তু সকল জালা হাড়  
এড়িয়েছে !—আমার যন্ত্রণার শেষ নেই ! শেষ করবো,—এ দারুণ  
জালা আর সহ হয় না,—জীবন্ত নরক-ভোগ, আর সহ হয় না !—  
জগদীশ্বর, তোমার নাম গ্রহণে ও পাপিনীর অধিকার নেই । তথাপি  
তোমারই নাম স্মরণ ক'রে, এ তাপ-দগ্ধ পাপ-জীবনের অবসান  
করবো । (ভূমি হইতে ছুরিকা গ্রহণ)

আত্মহত্যা মহাপাপ—জানি । কিন্তু সাগরে আমার শব্দা, শিশির-  
কণায় ভয় কি ? —না, আর পারিনে, অহনিঃ এ বিষ-জালায়  
বিভ্রাদ্ধন সহ কত্তে পারিনে । (বক্ষে আঘাত) চন্দ্র,—উঃ—রক্ষা  
ক—র— (গো-গো শব্দ)

(মৃত্যু)

### (দাসীর প্রবেশ)

দাসী । এ-কি !—একি-সর্বনাশ ! মুহূর্তে একি সর্বনাশের কাণ্ড ! কে—  
কে করলে ? কে কোথায় আছ গো, দৌড়ে এস—দৌড়ে এস ।  
সর্বনাশ—খুন—খুন—

(ক্রত প্রস্থান)

৪র্থ—দৃশ্য পথ ।

( ফুলওয়ালা ও ফুলওয়ালীর প্রবেশ )

গীত ।

ফুলওয়ালা । চাই—বেল ফুল ?

ফুলওয়ালী । মালতী মল্লিকা যুধী, শেফালী বকুল ?

ফুলওয়ালা । ভরে এনেছি ডালা—

পৰ্বি কে চিকণ মালা ?

ফুলওয়ালী । বিনা সূতে গাঁথা এয়ে—

প্রাণ করে আকুল !

—ফুলের মালা, ফুলের বালা,

ফুলের কাণের ঢুল ?

উভয়ে । চাই—বেল ফুল ?

( প্রস্থান উদ্যোগ )

( জনৈক পরিচারিকার প্রবেশ )

পরি । ওগো, ফুলওয়ালী, যাচ্ছ যে ? এদিকে এস, দিদি ঠাক্কণ, তোমায়  
ডাক্ছেন, ফুল দেবে ।

ফুল-লা । তুই তবে ভেতরে যা,—আমি ঐ গাঁছ তলায় তোর অপেক্ষা  
কচ্ছি । দেখিস্ বেশীক্ষণ ভুলে থাকিস্নে !

ফুল-লী । জিস্ ! ( কটাক্ষ )

( বিভিন্ন দিকে সকলের প্রস্থান )

( রাজা শায়িত ও মানসীর প্রবেশ )

মান । বাবা এখনও নিদ্রিত । কাল ফুলওয়ালীর কাছে গুনেছি, নিকটেই মহাকাল-মন্দির । আজ সে মহাকাল দর্শনে যাব, বাবার কাছে অনুমতি নিতে হবে । বেলা হয়েছে, বাবা এখনও জাগেননি কেন ?  
—বাবা,—বাবা—

রাজা । ( নিদ্রাভঙ্গে ) অঁা—কে,—কে ? মানসী ? মা, বড় একটা স্নুথের স্বপ্ন দেখতে ছিলুম মা, তুই অসময়ে ঘুম ভাঙ্গালি—

মান । বেলা যে অনেক খানি হলো বাবা । তোমার ইষ্টদেব বিশ্বেশ্বর পূজার সময় যে ব'য়ে যায় । পূজায় বিলম্ব হলে, তিনি যে রাগ কর্ণেন ।

রাজা । একান্ত রাগ করেন, তাকে তাঁরই পায়ে বিকিয়ে দেবো । এমন রণরঙ্গিনী দাসী পেয়ে, আশুতোষ তুষ্ট হবেন না ?

মান । কি স্বপ্ন দেখেছ, বাবা, শুন্তে পাই ?

রাজা । সে চমৎকার, মা । তোর বিয়ের ঘেন বর এসেছে ! সে আবার যে সে বর নয়,—সাক্ষাৎ আশুতোষ-তুলা নধর-কলেবর !

মান । ও কথা, থাক্ বাবা । আমার একটা কথা শুন্বে, এখন ?

রাজা । কি কথা, মা ?

মান । শুন্লুম, নিকটেই মহাকাল নামক এক বিগ্রহের এক মনোহর মন্দির আছে । মনে করেছি দেব-দর্শন, সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের কারুকার্য দর্শন করবো । গভীর অরণ্যে মনোহর মন্দির, দর্শন যোগ্য নয়, বাবা ?

রাজা । দেব-দর্শনে কি আপত্তি হতে পারে মা ? তবে স্থান শত্রু-সমাকুল, —সঙ্গে উপযুক্ত শরীর-রক্ষক থাকা চাই ।

মান । স্থান শত্রু-সমাকুল মত, কিন্তু অস্ত্র-পরীক্ষায় মানসী এখনও কি উত্তীর্ণ হয় নি, বাবা ? মানসীর শক্তি কি এখনও আশ্রয়কার পক্ষে প্রচুর বিবেচিত হলো না ? দেব-পীঠে সৈন্ত সঙ্গে নিয়ে যাওয়া কি উচিত ?

রাজা । তোমার যা ভাল মনে হয়, তাই করবে । তবে নিতান্ত একেলা যেয়োনা ।



মান। অনলাকে সঙ্গে নেবো। আর না হয়, দুজন অনুচর ও সঙ্গে যাবে।

রাজা। এক কথা,—সন্ধ্যার আগেই যেন শিবিরে ফি'রে এ'স ॥ রাত্রি যেন না হয়।

মান। রাত্রি হবেনা। আচ্ছা বাবা, এ কয়দিন যেন শত্রুদের সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। তারা পালিয়েছে ?

রাজা। পালিয়েছে বলেইত আপাততঃ মনে হয়। কিন্তু তথাপি কিছুদিন আমাদের এখানে থাকতে হবে, কি জানি বলবৃদ্ধি ক'রে আবার যদি তারা উৎপাত আরম্ভ করে !

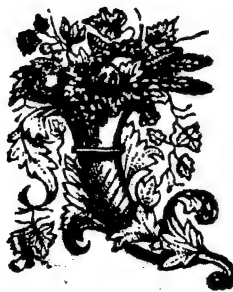
মান। শত্রুদের মূলোচ্ছেদ কন্তে পাগ্লেই ভাল হতো। সেদিন তারা বড় বেঁচে গেল। আর একটু হলেই, পালাবার পথ বন্ধ করেছিলুম।

রাজা। হাঁ মা, তোর সৈন্ত-চালনার প্রশংসা, শত্রুরা ও করতে বাধ্য হবে। এখন উঠতে হয়।

মান। হাঁ ওঠ বাবা,—বেলা বেড়ে উঠেছে।

রাজা। এই উঠছি।

( উত্থান )



৬ষ্ঠ দৃশ্য—বন-পথ ।

( কাঠুরিয়া ও তৎপত্নী । )

(কাঠুরিয়ার হস্তে দুই খানি কুড়ুল, তাহার স্ত্রীর  
মাথায় কাঠের বোঝা ।)

গীত ।

কাঠু । চল্‌ ঘর-মুখো হই রওয়ানা ।

কা-প । ( কাঠের বোঝা ভূমে নিক্ষেপ করিয়া )

কাঠের বোঝা পিঠে নে'চল—

আমি নিতে পারবোনা ।

মিসেস, আমার ঘাড়ে চাপিয়ে বোঝা—

হন্‌ হনিয়ে যাস্‌ ?

কাঠু । চল্‌ খানিক খানি, লক্ষ্মী-মণি,—

আমার মাথা খাস্‌ ।

কা-প । ঈস্—আমার কিনা লোহার শরীর,

তোর গতর মাখন-ছানা ।

কাঠু । আমার হাতে কুড়ুল দুখানা,—

কা-প । কুড়ুল বোঝা-দুই-ই-নিবি,—

(আমি) কিছুই ছোঁবনা ।

এই যাচ্ছি ঘরে, থাক্‌ না পড়ে—

( প্রস্থান )

কাঠু । ————— ছুঁড়ী ভারি সেয়ানা !

( কুড়ুল ও বোঝা সহ প্রস্থান )

( অঙ্গনে জনৈক সন্ন্যাসী উপবিষ্ট )

( মানসী ও অমলার প্রবেশ )

মান । সখি, দেখ দেখ, মন্দির-প্রাঙ্গণে কেমন অপূর্ব জ্যোতির্ষ্ম এক সন্ন্যাসী উপবিষ্ট ! চল, ওঁর পদ-প্রান্তে প্রণাম ক'রে, মন্দিরে প্রবেশ করি ।

অম । রাজকুমারি, দেখছে ওঁর চাউনী ?—আমার ত কেমন কেমন ঠেকছে ।

মান । চুপ্—তোমার কেবলই সন্দেহ ! দেখছি নে, কি কমল-নিমিত্ত নয়ন-যুগল, কেমন আজ্ঞাহীনস্থিত স্ফুটিত বাহ ! সন্ন্যাসীর গঠন, বর্ণ, সকলই অনিন্দ্য, সকলই চমৎকার ! এঁকে দেখে, স্বতই আমার ভক্তি কণ্ঠে ইচ্ছে হচ্ছে !

অম । যে ভাব দেখছি, তাতে ইনি সন্ন্যাসী না হয়ে, রাজপুত্র হ'লে, হয়ত বা রাজকুমারী এখনি 'মালা-বদল' করে বসন্তেন !

মান । পরিহাসের আর সময় নেই, অমলে ? চল, ওঁকে দণ্ডবৎ প্রণাম ক'রে, মন্দিরে প্রবেশ করি ।

(উভয়ের প্রণাম ও মন্দিরে প্রবেশ)

সন্ন্যাসী । (স্বগতঃ) অনিন্দ্য রূপ, অপূর্ব চলন-ভঙ্গী ! কোন্ অঙ্গ রেখে, এঁর কোন্ অঙ্গের প্রশংসা করবো ? মানব-দেহে এত রূপের সমাবেশ হতে পারে, আমার তা ধারণা ছিল না ! বিধাতা যেন অতি সন্তর্পণে তুলি দিয়ে এক খানি অলৌকিক চিত্র অঙ্কিত করেছেন ! অতি ভাগ্যবান পুরুষ—তিনি, এ রমণী যাঁর অঙ্ক-শায়িনী হবেন । পুরঞ্জন, তুমি অতি দুর্ভাগ্য, প্রথম-সম্ভাষণেই এঁর বিরক্তি-ভাজন হবে ! যাক্, এক্ষণে দ্বার রোধ করি ।

(মন্দির-দ্বারে দণ্ডায়মান হওন)

অম । কে, এতো ? দ্বার পরিত্যাগ করুন, রাজকুমারী বাইরে যাবেন ।

সন্ন্যাসী । রাজকুমারী এ মন্দিরে বন্দিনী,—বহিরাগমনের আশা অল্প ।

মান । কি বলছেন আপনি ? আপন কর্ণকে যে বিশ্বাস কণ্ঠে প্রবৃত্তি হচ্ছেনা ।

সন্ন্যাসী । সত্য বলছি । এ মন্দির তোমাদের শত্রু-পক্ষীয় পুরঞ্জনের অধিকার ভুক্ত ! তোমরা স্বেচ্ছায় মন্দিরে প্রবেশ করেছ, কিন্তু স্বেচ্ছায় তা হতে বহির্গত হ'তে পাবে না ।

মান। আপুনি সন্ন্যাসী, পরম ভক্তি-ভাজন। আপনার মুখে এ কথা শোভা পায় না। কাশ্মীর-রাজ-হুহিতা রাজ্যের সর্বত্র স্বাধীন। পুরজন নামক দস্যু দমনের জগুই আমরা এ অঞ্চলে এসেছি। কাশ্মীরের সূচাও-ভূমিও পরহস্ত গত, এ কথা আমরা স্বীকার করিনা।

সন্ন্য। তা কর বা না কর, তুমি এখন পুরজনের বন্দি, এটা নিশ্চিত।

মান। আপনি কি ছলনা কচ্ছেন? প্রবল প্রতাপাধিত কাশ্মীর-রাধিপতির কন্যা, নগণ্য, হেয়, দেশ-বৈরী দস্যু-সর্দারের বন্দি স্বীকার করবে, এও কি কথনও সম্ভব? আপুনি কে?

সন্ন্য। আমি বে-ই হই, এক্ষণে অস্ত্র পরিত্যাগ কর, রাজকুমারি।

মান। অস্ত্র পরিত্যাগ করবো, কি অস্ত্রের সদ্যবহার করবো,—তাই ভাবছি। তবে আপুনি গৈরিক-বসন-শোভিত,—সেজগুই অপেক্ষা! অবিলম্বে দ্বার পরিত্যাগ করুন।

সন্ন্য। পরিত্যাগ ত দূরের কথা,—এই দ্বার রোধ করছি। গৈরিক-বসনের অপ-ব্যবহার করবো না। এই দেখ, সুন্দরি, তুমি এতক্ষণ যার নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়েছিলে, আমিই সেই দস্যু-সর্দার পুরজন সিংহ। এক্ষণে বোধ হয় আপন অবস্থা হৃদয়ঙ্গম হলে! আর বিলম্ব করোনা,—আত্ম সমর্পণ কর।

মান। আশ্চর্য্য! হেয় শূগল, সিংহ-পরিচ্ছদ ধারণে তিলমাত্র সজ্জিত হয় নি! প্রগল্ভতার পরাকাষ্ঠা! উত্তম, মানসীর আত্ম-সমর্পণ নয় দস্যু, তোমার প্রায়শ্চিত্তের সময় উপস্থিত।

সন্ন্য। রাজকুমারীর সাহস প্রশংসনীয়। তবে বিনা যুদ্ধে আত্ম-সমর্পণে অসম্মত হচ্ছ?

মান। নিশ্চিত—শতবার।

সন্ন্য। নিতান্তই—বাতুলতা!

মান। কপটধর্মের আত্মপ্রাধা নিতান্তই বিরক্তিকর।

সন্ন্য। তবে প্রস্তুত হও, মানসী। কিন্তু জে'নে রে'খো,—পুরজনের অসি অতি খরধার,—তোমার কোমল অঙ্গে যদি—

মান। সিংহ-শিশু শূগলের নখাঘাতে ক্রক্ষেপ ও করেন।

শর্যা । এক কথা শোন মানসী, তোমার আমার এ বৈত যুদ্ধে যদি অবৈধ-  
ভাবে কেউ বাধা প্রদান করে,—যুদ্ধার্থে ভয় হলো জান্বে । আমার  
পক্ষাংশ সৈন্য অদূরে লুক্কায়িত । একটা মাত্র সংকেতে তারা এখানে  
উপস্থিত হতে পারে । তোমার রক্ষী বা অলুচরবর্গ—কেউ যদি  
আমাকে অতর্কিত আক্রমণ করে,—উপস্থিত একটা প্রাণীও জীবিত  
রাখবোনা ।

মান । এত ভয় মনে তোমার ?

শর্যা । এক্ষেত্রে সাবধানতার বিশেষ কারণ আছে । যদি তোমার মত  
কোমলাঙ্গী—যদি তোমার ছ' একটা মূর্থ অলুচরের—ওধু—  
পরাজয় সাধনই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য হতো,—আমি ক্রক্ষেপও  
কতুম না । কিন্তু জীবিতা, অক্ষতা কুরঙ্গিনীকে পিঞ্জরাবদ্ধ কত্তে  
চাই,—কাজেই একটু সতর্কতার প্রয়োজন ।

মান । কে, কাকে পিঞ্জরাবদ্ধ কত্তে পারে, দেখা যাক । প্রতিজ্ঞা কর  
পুরঞ্জন, যদি আজ এ ~~দ্বি-যুদ্ধ~~ যুদ্ধে পরাজিত হও, জীবনে আর কান্দীরের  
বিরুদ্ধে অসি উত্তোলন করবেনা,—কান্দীর-রাজের অধীনতা স্বীকার  
করবে ।

শর্যা । অসংকোচে কচ্ছি । তুমিও তবে প্রতিশ্রুতা হও, রাজকুমারি, আজ  
যদি এ যুদ্ধে পরাভূতা হও, তুমি স্বেচ্ছায় আমার বন্দি স্বীকার  
করবে । যতদিন না কান্দীর-রাজ তোমার উদ্ধার সাধনে সমর্থ হন,  
ততদিন এ দস্যু-ভবনে অবস্থিতি করবে ।

মান । আপত্তি নেই । তোমার প্রস্তাবে আমি সন্মত হলাম । শোম রক্ষিণ্য,  
শোন বাহকগণ, শোন অমলে—এ যুদ্ধ আমাদের ছজনের মধ্যে  
সীমাবদ্ধ । এক্ষেত্রে মানসীর শক্তি পরীক্ষিত হবে । যদি পরাজিত  
হই, আমি পুরঞ্জন-দস্যুর বন্দিনী !—এস তবে পুরঞ্জন ।

পুর । আমি প্রস্তুত ( উভয়ের ভীষণ যুদ্ধ ও মানসীর অসি ভগ্ন হওন )

পুর । কুমারি, অসি ভগ্ন হলো ।

মান । হাঁ দৈব বিভ্রমায় আমি অস্ত্রহীনা,— কাজেই পরাজিতা !

পুর । তবে আত্ম-প্রতিশ্রুতি পালন কর । অঙ্গস্পর্শ করে তোমার অবমাননা  
কত্তে পুরঞ্জন সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক ।

মান। তোমার ধন্যবাদ। কিন্তু মনে রেখো পুরজন,—হুকিপাকে আজ সিংহ-শিশু আমার বন্ধ হলো! অমলে, তোমরা সকলে ভবে শিবিরে ফিরে যাও। পিতাকে বলো, যতদিন তিনি উদ্ধার সাধন না করেন, ততদিন মানসী শত্রু করতল-গতা।

অম। ( ক্রন্দনে ) রাজকুমারি, কোন মুখে আমরা শিবিরে—

মান। চুপ্—মানসীর সহচরী এত দুর্বল-চেতা! শত্রু দেখে হাসবে ঐ! যাও আমার আদেশ পাশদ কর, সকলে শিবিরে ফিরে যাও। বিলম্ব করো না। চল তবে বীরবর, এখন হতে কাশ্মীর-রাজ-হুহিতার মাম-সস্ত্রম স্বাক্ষর তার তোমার উপর।

সন্ন্য। রাজকুমারি, পুরজন ক্ষত্রিয়।

( সকলের প্রস্থান )



## ৮ম দৃশ্য—শিবির—কক্ষ ।

### ( রাজার প্রবেশ )

রাজা । লোক-সমাজে আর মুখ দেখাতে ইচ্ছা করে না। মহাপাপের ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হয়েছে। স্বকীয় হৃদয়-দৌর্বল্যে নিভাস্ত অল্পগত সুহৃদকে যে পাষণ্ড, অকাতরে কারারুদ্ধ ক'রে, তার বুকে শোক-শেল বিদ্ধ করতে পারে,—বিধাতা সে পাপিষ্ঠের সার-সর্বস্ব পরহস্তগত ক'রে দিয়ে তার অনন্ত ভোক্ষনলের ব্যবস্থা করবেন, বিচিত্র কি ? কিন্তু সহ্য হয় না,—এ তীব্র বাতনা সহ্য হয় না। শোক-দুঃখের প্রবল তরঙ্গ-পূর্ণ-বিস্তীর্ণ—সংসার—সমুদ্রে, মানসীই আমার একমাত্র জীব—নক্ষত্র ছিল, সে বিহনে আজ আমি লক্ষ্যহীন—দিশে-হারা ! ভগ্নবন, আমার জ্ঞান-হরণের পূর্বে মান রক্ষার ব্যবস্থা কর। সম্রাট কাশ্মীর ভূপতি আমি, আমার দুহিতা দম্মক বলে নিপাতিতা,—তার উদ্ধারের উপায় করে নাও। আমার বিপুল সাম্রাজ্য, অতুল ঐশ্বর্য,—এ সমস্তের ও বিনিময়ে কি দম্ম আমার কঠোরত্ব ফিরিয়ে দেবেন ? ওহো কি বিড়ম্বনা ! ( চিন্তা )

### ( প্রহরীর প্রবেশ )

প্রহা । মহারাজ, রাজধানী হতে দূত এসেছে,—কি অল্পমতি হয় ?

রাজা । রাজধানীর দূত ?—স্বরায় নিয়ে এস তাকে। ( প্রহরীর প্রস্থান )  
আবার সেখানে ও কি কোনও বিভ্রাট উপস্থিত ?—যাক্। (ক্ষণপরে)  
পতীর অরণ্যের কোন্ স্থানে দম্ম অবস্থান করে, কোথায় মানসীকে রেখেছে, কে জানে ? আবাস স্থান নির্ণীত না হ'লে তার উদ্ধারের আশা কোথায় ?—

### ( দূতের প্রবেশ )

কি সংবাদ, দূত ?

দূত । বড় ভয়াবহ, মহারাজ ! বলতে রসনা কল্পিত হয়— ( নতমুখ )

রাজা । বল, অসংকোচে বল। বজ্রাহত বৃক্ষে শিলাঘাত অল্পভূত হয় না।  
মহাসমুদ্রে পতিত আমি, শিশির বিন্দুতে ভীত হব ?

দূত । সম্রাট, রাজমহিষী বিকারের প্রায়শ্যে আত্ম-হত্যা করেছেন। মন্ত্রী আততায়ী হস্তে নিহত। কাশ্মীর-রাজ্য মহাশ্মশানে পরিণত হয়েছে !

রাজা । বেশ হয়েছে । বিধাতার তুল্যদণ্ডের বিচার ! রাজা-ভিখারীতে প্রভেদ নেই, পণ্ডিত-মুর্খে তারতম্য নেই—বেশ হয়েছে । এ পাপাত্মা এখন অকৃত্রিম স্বল্প স্বথের ভবন আশানে পরিশ্রিত করেছে, তখন তার রাজ্য মহাআশানে পরিশ্রিত না হ'লে, ধর্মের মর্যাদা রক্ষা হবে কেন ? আমারই নির্দম প্রীড়নে আমার প্রিয়তম স্নহৃদ রণজিৎ, পত্নী-শোকের উন্মত্ত, আর আমি পত্নী-কথাসহ স্তম্ভেখর্য্য ভোগ করবো ? তা হলে যে পাপ-পুণ্য সব মিথ্যা হয় । না, না, তা হবে না, তা হতে পারেনা । হৃদয়-বিচার !—পত্নী-শোক, কথ্য-বিরহ, আমার শিরায় শিরায় বিদ্যাদগ্নি, জ্বলে দেবে,—পাগল হয়ে আমি পথে পথে বেড়াব, এই আমার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত ! বেশ হয়েছে ! (ক্ষণপরে) যাও দূত, তুমি কান্দুয়ে প্রতি-গমন কর ! কীর্ত্তিধ্বজকে বলবে, সেই-ই আপাততঃ একটা বিধি-ব্যবস্থা করুক ! আমি আর ভাবতে পারিনা । ( দূতের প্রস্থান )

রাজা । কিন্তু মানসী ?—( চিন্তা ) প্রহরি,—

### ( প্রহরীর প্রবেশ )

প্রহ । হুজুর !

রাজা । শিবিরময় ঘোষণা কর,—কাল অতিপ্রভাতে পঁচিশ হাজার কান্দুয়ী-সৈন্য বামদিকে এবং অবশিষ্ট সমস্ত-সৈন্য দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে, সমস্ত অরণ্য প্রদেশটা ঘিরে ফেলবার জন্ত প্রস্তুত হোক । আরও শোন, যে কোনও প্রকারে, যে কেহ—মানসীর বর্তমান আবাস-স্থানের সন্ধান আমাদের বলে দিতে পারবে, তার পুরস্কার—কোটি মুদ্রা ! একথাও এখনি প্রচার ক'রে দাও । যাও, বিলম্ব না হয় ।

( উভয়ের প্রস্থান )



( পুরঞ্জন, বিজয় ও রঘুবীরের প্রবেশ )

পুর। বিজয় দাশা, শত্রু আমাদের কোশলে প্রভাবিত হয়েছে,—তারা দুই দলে বিভক্ত হয়েছে। এক্ষণে যুদ্ধে জয় লাভ, আমাদের সাহস ও ক্ষিপ্ৰকারিতার উপর নির্ভর করে। আমি দ্বাদশ সহস্র সৈন্তসহ শত্রুর পশ্চিম বাহিনী আক্রমণ করবো। তুমি সর্দারের সহায়তায়, অবশিষ্ট সৈন্ত নিয়ে তাদের পূর্ব বাহিনীর গতিরোধ কর। পশ্চিম-বাহিনী স্বয়ং রাজা শত্রুজিৎ কর্তৃক পরিচালিত। তোমরা যদি চম্পাতীরে শত্রুদলকে অন্ততঃ দ্বিপ্রহর-কাল যুদ্ধে ব্যাপ্ত রাখতে পার, আমি বার হাজার সেনা নিয়ে শত্রু-পক্ষীয় পঁচিশ হাজার সেনা পরাভূত করে শত্রুজিৎকে বন্দী করবো, নিশ্চিত বলছি।

বিজ। পুরঞ্জন, এ অতি অসম সাহসিকতা!—তিন হাজার সেনা, চম্পাতীরে কতক্ষণ পঁচিশ হাজার শত্রুসেনার গতিরোধ করবে? যদি আমরা পরাজিত হই, তাহলে শত্রুদলের উভয় বাহিনীর মধ্যে পড়ে তুমি, সমস্ত সৈন্তসহ দলিত,—পিষ্ট হবে। প্রতি-পক্ষ দুই দলে বিভক্ত সত্য, কিন্তু তাদের দূরত্ব বড় বেশী নয়। এ অবস্থায় তোমার প্রস্তাব কতদূর যুক্তিবৃত্ত, বলতে পারি না।

পুর। পঞ্চাশ হাজার সেনাকে সম্মুখ-যুদ্ধে বিপন্ন করবার চেষ্টা অপেক্ষা, পঁচিশ হাজার শত্রুর সহিত বলপরীক্ষায় নিযুক্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয় নয় কি? চম্পাতীরে আমাদের সেনা পরাকৃত হলেও, তিস্তিভী গিরি-সঙ্কট আছে।—এ দুইস্থানে দ্বিপ্রহর কাল, শত্রু বাহিনীর গতিরোধ করা ত আমার নিকট অসম্ভব বলে মনে হয় না। তবে এ কাজে অবশ্য বিপদ-ভয় যথেষ্ট আছে।

বিজ। বিপদ-ভয়, পুরঞ্জন? বিপদের ভয়ে,—প্রাণের মমতায়, বিজয় তোমার এ প্রস্তাবে প্রতিবাদ কচ্ছে, এটা তুমি মনের গুপ্ত কোণেও স্থান দিওনা। তুচ্ছ প্রাণের মমতা, বিজয় কখনও করেনা। তোমারই পিতার প্রসাদে বিজয়ের অস্থি-মজ্জা পরিপুষ্ট! তার প্রতি শোণিত-কণা, তোমারই পিতার প্রসাদে পরিবর্দ্ধিত,—এ কথা নিশিদিন প্রতি মুহূর্তে, বিজয়ের মনে জাগরুক আছে। তোমার কাজে জীবন পাত—বিজয়ের পক্ষে এ ত আনন্দের কথা, শ্লাঘার বিষয়। তবে চিন্তা এই,—যদি তিস্তিভী-গিরি সঙ্কটে, প্রাণ দিয়ে ও, উপযুক্ত সময় পর্য্যন্ত শত্রুর গতিরোধ করতে না পারি, তখন তোমার বিপদের অবধি থাকবেনা। দুই সম্মিলিত বাহিনীর পীড়নে তুমি পিপীলিকাও পিষ্ট হবে।

- পুর। বিজয় দাদা, সাহসের সঙ্গে, স্বেচ্ছা-গ্রহণ ভিন্ন, বর্তমান যুদ্ধে আমরা জয়লাভ করবো,—সে আশা নানা কারণে অল্প। এরূপ স্বেচ্ছা সর্বদা ঘটবে, এ বিশ্বাস ও আমার নেই। এ অবস্থায়, এক্ষেত্রে আমার প্রস্তাধিত পক্ষ অবলম্বন ব্যতীত গতাস্তর কি ? ভাল সর্দার, এ বিষয়ে তোমার অভিমত কি ?
- রঘু। যুদ্ধ-কোশলে আমি পরিপক্ব নই। আদেশ দাও, প্রাণ-পণে প্রতিপালন করবো। তবে ভাববার কথা—তিন হাজার সেনা, পঁচিশ হাজার সেনার সম্মুখে কতক্ষণ দাঁড়াতে পারবে !
- পুর। যুদ্ধে তোমরা জয়লাভ করবে, তেমন আশা, পাগলেও কতে পারে না। আমার উদ্দেশ্য পূর্ব-বাহিনীকে পশ্চিম-বাহিনীর সঙ্গে মিলন-পথে বাধা দেওয়া। উভয় বাহিনীর মিলনে বিলম্ব-সাধন কতে পাল্লেই তোমাদের কাজ হলো। সে জগুই ছই স্থানে শত্রুর গতিরোধের ব্যবস্থা কচ্ছি। শত্রুজিতের ধৃতীকরণে তিন হাজার সেনা-ক্ষয়, আমি গুরুতর ব'লে মনে করিনা।
- রঘু। পুরঞ্জন, ভাল মন্দ বুঝি না। তোমরা ছজনে যা ভাল বুঝ কর। আমি প্রতিজ্ঞা বদ্ধ, আজীবন তোমার আদেশ পালন করবো,—তা কতে ও আমি প্রস্তুত।
- পুর। তবে বিজয় দাদা, আর বিলম্ব নিশ্চয়োজন। একটা মুহূর্তের শিথিলতা, একটা মুহূর্তের অপব্যয়, আমাদের সর্বনাশ কতে পারে। প্রয়োজন বোধ কর, তুমি বরং পঁচ সহস্র সৈন্য নিয়ে চম্পাতীরাত্তিমুখে অগ্রসর হও, দশ সহস্র সেনা-সাহায্যে পুরঞ্জন শত্রুজিতকে শব্দী করবে।
- বিজ। পুরঞ্জন, ছই হাজার মাত্র সেনা আমার সহগামী হোক,—অবশিষ্ট তের হাজার সেনা নিয়ে তুমি শত্রু-বাহিনী আক্রমণ কর। এ যুদ্ধে বিজয়ের পরাজয় নিশ্চিত। কিন্তু মানুষের যা সাধ্য,—বিজয় তা করবে। প্রতিজ্ঞা কচ্ছি, যতক্ষণ দেহে একবিন্দু শৌণিত বিद्यমান থাকবে, যতক্ষণ হস্ত অসি-বর্শা ধারণে সমর্থ থাকবে, ততক্ষণ শত্রুর গতিরোধ করবো। কিন্তু এক কথা,—তুমিও প্রতিজ্ঞা কর তাই, যদি জানতে পাও, শত্রুর পথ উন্মুক্ত হয়েছে, তাহ'লে অবিলম্বে সৈন্য-সহ যুদ্ধ ক্ষেত্র পরিত্যাগ করবে।—দম্ভভরে নিজে বিপন্ন হবে না।
- পুর। তোমার প্রস্তাবে সম্মত হনুম। কিন্তু বিজয় দাদা, সন্দেহ-বশে নিজ শক্তির হীনতা কল্পনা করোনা।
- বিজ। দেখতে পাবে। তবে তাই, বিদায়।—এস, সর্দার।

( সঙ্কলের প্রস্থান )

( পটক্ষেপণ )

## পঞ্চম অঙ্ক ।

১ম দৃশ্য—গিরি সঙ্কট ।

( রক্তাক্ত কলেবর, বারুদ-বিকৃত বিজয়, পার্শ্বে বারুদ-বিকৃত  
মুরলা । সম্মুখে কামান, ঘন ঘন তোপধ্বনি । )

মুর । বারুদ সব ফুরিয়ে গেল !—

বিজ । অ্যা—বারুদ নেই ?

মুর । আর ছ' একবার মাত্র তোপ্ দাগ্ তে পারবে ।

বিজ । হায়, হায়,—আরও কিছু বারুদ ও যদি থাকতো ! ভাল মুরলে,  
সৈন্যদের পলায়ন বার্তা নিয়ে, সর্দার কতক্ষণ পুরঞ্জনের নিকট রওনা  
হয়েছেন ?

মুর । শত্রুর সেনা চম্পা পার হলেই আমাদের সমস্ত সেনা যখন ছত্রভঙ্গ  
হয়ে পড়ে, তখনই তোমার আদেশে বাবা সেনাপতির নিকট রওনা  
হন ।

বিজ । ততটুকু আমার ও মনে পড়ে । কিন্তু তারপর কতক্ষণ আমরা  
এখানে আছি, ধারণা কত্তে পাচ্ছিনে ।

মুব । বাবার গমনের কিছু পর, তুমি একলাটা এখানে দাঁড়িয়ে পঁচিশ  
হাজার সেনার গতিরোধ কচ্ছ । সে প্রায় চারদণ্ড !

বিজ । চার দণ্ড ? কম নয় তো, মুরলে ? তাহ'লে কতকটা নিশ্চিন্ত হলাম ।  
এতক্ষণে তবে পুরঞ্জন রণক্ষেত্র ত্যাগ করেছে !

মুব । ঐ আবার একদল শত্রু দেখা দিয়েছে—

বিজ । দাও, বারুদ দাও—( তোপধ্বনি ) এক কথা মুরলে, আমি আরও  
অর্দ্ধ দণ্ড কাল, একাকী অসির্বর্শা হস্তে শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করবো ।  
এ অবসরে তুমি আত্মরক্ষার উপায় দেখ ।

মুর । তুমি ত অমুমান কচ্ছ, সেনাপতি নিরাপদ হয়েছেন ? তবে চল না,  
প্রিয়তম, এ বেলা হুজুনেই বনের ভিতর প্রবেশ করি । শত্রু ত আর  
আমাদের খুঁজতে বাবে না !—গেলেও আমাদের পাওয়া সহজ হবে  
না । সন্ধ্যা হয়ে এল, আমরা আঁধারে মিশে যাব ।

বিজ্ঞ । জীবিতাবস্থায় বিজ্ঞের পক্ষে গিরি-সঙ্কট ত্যাগ অসম্ভব, মুরলে । বিজ্ঞ প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ, যতক্ষণ হস্ত অসিবর্শা ধারণে সমর্থ থাকে, শত্রুগতিরোধে সে পরাধীন হইবে না । বিজ্ঞ ক্ষত্রিয়, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ সে কতে পারেনা ।

মুর । ঐ আবার আর একদল শত্রু দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে ।

বিজ্ঞ । বারুদ নেই ?—

মুর । আছে,— এই শেষ ।

বিজ্ঞ । যা আছে, দাও ।

( তোপধ্বনি )

মুর । প্রিয়তম, একলাটি পাঁচিশ হাজার শত্রুর বিপক্ষে দাঁড়ানো,—কেউ কল্পনাও কতে পারে না । তুমি আজ অসাধ্য সাধন করলে । এ বীরত্বের তুলনা নেই । তা, পুরঞ্জন যখন এখন নিরাপদ, তখন মিছামিছি, অমূল্য জীবন নষ্ট ক'রে ফল কি ?

বিজ্ঞ । মুরলে, শোন ।—জীবন পণ ক'রেই, বিজ্ঞ এ পথে পা দিয়েছিল । সম্ভব অসম্ভবের চিন্তা মনে জাগে নি, বীরত্ব-শুরত্বের যশোভিলাষ বিজ্ঞের মনের গুপ্ত-কোণেও লুক্কায়িত ছিল না । পুরঞ্জনের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে,—শুধু—এ ভাবেই বিজ্ঞ উন্নত হয়েছিল, তারই ফলে কঠোর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিজ্ঞ, রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হয় । আনন্দের কথা, ভগবান্ তার মান রক্ষা করেছেন । প্রাণের জন্ত সে তিল মাত্র চিন্তা করেনা । কিন্তু তুমি? তুমি মুরলে, যথা আত্ম-বিসর্জন কেন করবে ? যাও মুরলে, এখনও সময় আছে, প্রাণ বাঁচাও । আর এক কথা,—তুমি আজ বিজ্ঞের যে মহায়ত্ন কলে, পুরঞ্জনের যে উপকার কলে, অতিবড় সাহসী ঘোড়া ও বুঝি তেমন পাবেনা । এজীবন অর্গোণে অনন্তে বিলীন হবে, জগতে তোমার বীরত্বের, তোমার মহত্বের প্রমাণ থাকলো না,—তবে তোমার কীর্তি-কলাপের সাক্ষী স্বয়ং বিশ্বেশ্বর । যাও তবে মুরলে, আর বিলম্বে বিপদের সম্ভাবনা !

মুর । প্রিয়তম, বার বার তুমি ও কথা বলোনা,—ক্ষুদ্র লতাটী যে গাছ জড়িয়ে থাকে, সে গাছ হতে বিচ্ছিন্ন হলে, আর কি সে প্রাণে বাঁচে ? যে জগৎ বিজ্ঞ ত্যাগ কছেন, স্বর্গ হলেও সে জগতে মুরলা মইতে চায়না । আমি তোমার ছেড়ে কোথাও যাব না ।

বিজ। মুরলে, এ জগতে তোমার স্নেহময় পিতা আছেন, ভেবে দেখ, তোমার অভাবে তাঁর হৃদয় শতধাবিদীর্ণ হবে । ( শত্রুর কোলাহল )

অই শত্রুদল অগ্রসর হচ্ছে । আর বিলম্ব করোনা ।

মুর। শোন তবে, প্রিয়তম, না আর সংকোচ, কেন ? মরণের পথে পা দিয়ে আছে মুরলা—আর তার কিসের লজ্জা, কিসের সংকোচ ? শোন প্রাণেশ্বর, মুরলার মনঃপ্রাণ তোমার চরণে অর্পিত । জীবনে মরণে মুরলা অই চরণ ছাড়া হবে না । মুরলা তোমার দাসী, প্রভুর সঙ্গে দাসী যেখানেই থাক, পিতা তাতে রুষ্ট হবেন কি ?

( শত্রুর কোলাহল )

বিজ। মুরলে, অই অই, শত্রুর কোলাহল শ্রুত হচ্ছে । আর বারুদ নেই, তাদের গতিরোধ অসম্ভব । আয়, আয় তবে মুরলে, আর সময় নেই, মাথার উপর মরণ অসি উদ্ভূত রেখে, বিজয় একবার প্রাণ ভরে জন্মের মত তাকে আলিঙ্গন করবে । আয় মুরলে, এই প্রথম—এই শেষ ! ( উভয়ের আলিঙ্গন )

মুর। জন্মসার্থক হলো ॥ এ জগতে মুরলার সকল সাধ পূর্ণ হলো । জগৎ-পিতার পায় তার অন্তিম প্রার্থনা, মুরলা যেন জন্মে জন্মে অই চরণে স্থান পায় । ( বিজয়ের পদধূলি গ্রহণ )

[ নেপথ্যে “জয় কাশ্মীরের জয়”—রবে কোলাহল । ]

বিজ। শত্রু এসে পড়েছে । তবে মুরলে, দাঁড়িয়ে একটু তামাসা দেখ ।  
স্বত্রিয়ের মরণ-খেলা দেখে নে । ( অসিবার্ষা ধারণ )

( কতিপয় কাশ্মীর সৈন্যের প্রবেশ )

১ম। কই, এখানে ত কেউ নেই !

২য়। অই ঘেরে একটা দাঁড়িয়ে রয়েছে !

৩য়। একটা—একাকী ?

বিজ। বিজয় একাই এক সহস্র, আর মেঘ দল ।

৪র্থ। অই আর একটা, দুটো কেই ধর—মার—

১ম। ধর, মার—কাট ।

( আরও কতিপয় সৈন্যের প্রবেশ ও যুদ্ধ )

২য়। ( বর্শা নিক্ষেপে ) এই দক্ষা শেষ—

মুর। (চকিতে অগ্রসর হইরা নিষ্কিণ্ত বর্ণা বৃকে গ্রহণ করিয়া) আচ্ছা মুরলা  
যাক্ । (পতন) তবে- প্রাণেশ্বর, দাসী—বিদায়—হল,—দাও—চরণ  
—ধূলি—কোনও—হুঃখ—নেই—হাসি—মুখে—যা—ই—বি—দা  
—ম— (মৃত্যু)

বিজ্জ। একি মুরলে, গেলি, আমার আগেই চলে গেলি? আমার মরণাঘাত  
বৃক পেতে-গ্রহণ করি? তবে দাঁড়া—একটু দাঁড়া, একা ঘাসনে,  
আমি আসছি, তবে যাবার আগে, বে ক'টা পারি, শত্রু নিপাত করি ।  
(যুদ্ধ ও পতন)

[ নেপথ্যে—“কাশ্মীর সেনাদল অস্ত্র সংকল্পণ কর, যে যেখানে আছ দাঁড়াও,  
আজকের জন্ত যুদ্ধ ক্ষান্ত হলো” । ]

১ম। যুদ্ধ ক্ষান্ত হলো?—

২য়। বাঁচা গেল—বাপ্ ।

৩য়। বাটা বলেছিল, একা এক সহস্র । এ যে তা নয়, বাটা যে একাই  
পঁচিশ হাজার ।

[ নেপথ্যে—“দ্রুত চম্পাতীরবর্তী সমতল ক্ষেত্রে ফিরে চল ।

রাত্রি হলো, বিলম্ব করোনা” । ]

৪র্থ। চল তবে, সকলে ফিরে যাই ।

১ম। বাপ্ এমন যুদ্ধ আর দেখিনি, গেলেই বাঁচি ।

(সৈন্যগণের প্রস্থান)

বিজ্জ। মুরলে,—আর অপেক্ষা—নে—ই, এই—যে-আ—স্—ছি—

(দ্রুতবেগে পুরঞ্জন ও রঘুবীরের প্রবেশ)

পুর। কই, কই সর্দার, বিজয় দাদা কই আমার? এই ত গিরি-সঙ্কট-মুখ!  
অই যে আশে পাশে মৃতদেহ পড়ে আছে, আমার বিজয় দাদা কই  
সর্দার?

বিজ্জ। কে—ভা—ই, পুর—ঞ্জন—

পুর। এই যে, এই যে বিজয় দাদা । দাদা, তুমি কি আহত,—একি বর্শা  
যে তোমার হৃদয় ভেদ করেছে,— (কোলে লইয়া উপবেশন)  
দাদা!

বিজ্জ। ভা—ই—

পুর। তোমার এ দশা, দাদা?

বিজ্জ। হুঃখ ক—রো—না । স—কল—সা—ধ—পূ—র্ণ—তুমি—নি—  
রা—প—দ— । টা—ড়া—মু—র— (মৃত্যু)

পূর। দাদা, দাদা, চলে গেলে ? এ অভাগাকে ছেড়ে জন্মের মত চলে গেলে ? আমি তোমার কথা না শুনে, দুঃশোহস প্রকাশ করেছিলুম, এ অভিমানেই কি দাদা, আমার ত্যাগ কল্পে ? হায় হায়, আপন দক্ষিণ হস্ত আমি আপ্নি ছেদন করলুম ?

রঘু। এ কে ? মুরলা ?—মা বিজয়ের সহগামিনী হয়েছিল ? হৃদয়ের সমস্ত-খানি স্নেহ দিয়ে যে তোকে এতদিন পালন করেছিলুম, মা ! সে মায়া কেটে গেলি ?—

পূর। মুরলা ও গেছে ? অদৃষ্ট ! সর্দার বুক ফেটে যেতে চায়,—যখন ভাবি, আমার জীবন রাখতে গিয়ে বিজয় দাদা প্রাণ দিলে !

রঘু। বিজয়ের তুলনা, একমাত্র বিজয় ।

পূর। সর্দার, যখন শুনলুম, চম্পাতীয়ে পরাভূত হয়ে আমাদের সৈন্তগণ ছত্রভঙ্গ হয়েছে, আর একাকী একটা মাত্র কামান নিয়ে, মুরলা মাত্র সঙ্গিনী করে, বিজয়দাদা গিরিসঙ্কট মুখে দণ্ডায়মান, তখনই বুঝেছিলুম, এ অভাগার জীবন-রক্ষার্থ বিজয় দাদা আপন প্রাণ বিসর্জনে দৃঢ়-সংকল্প ! সংবাদ শুনবা মাত্র, তাই ছুটে এসেছি। কিন্তু পাল্লুম না। হতভাগ্য আমি, এই স্বার্থময় জগতে নিঃস্বার্থতার জীবন্ত প্রতিমূর্তি, আমার সহোদরাধিক, অকৃত্রিম বন্ধু,—স্নেহে পিতা, সেবায় পুত্র, ত্যাগে দধীচি, প্রতিজ্ঞায় ভীষ্ম, আমার বিজয় দাদাকে রক্ষা করতে পাল্লুম না। মুহূর্তের বিলম্বে এ সর্বনাশ হলো। তবে যাও বিজয়, বীরলোকে তোমার জন্ত রত্নসিংহাসন সজ্জিত রয়েছে ! তোমার বন্ধুবৎসলতা, তোমার কর্তব্য-পরতা, তোমার আত্ম-ত্যাগের তুলনা, এ জগতে মিলেনা। আর মুরলে, তুমি রমণী কুল-ললাম-ভূতা ! কি বলবো আর ? যাও তুমি, কিন্তু তোমার নিঃস্বার্থতা, তোমার কীর্তি-কলাপ ভারত ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

রঘু। শোক-প্রকাশ বৃথা। ধন্য বিজয়, ধন্য মুরলা আমার, আপন জীবন দানে প্রভুর জীবন নিরাপদ করেছে। এ স্বেয়াগ সকলের ভাগ্যে ঘটে না।—ভাদের জন্ত শোক প্রকাশ অযুক্তিত।

পূর। হাঁ, সর্দার, স্বার্থ ই বলেছ,—শোক-প্রকাশ মূঢ়তা ! শোক করবো না। বিজয়-মুরলার অভাবানল শোকাগ্নিতে নির্দীপিত হবে না। এ অনল হৃদয় মধ্যে নিরুদ্ধ ঐশ্বর্য, অচিরে দ্বিগুণ তেজে প্রজ্জ্বলিত হোক,—সমস্ত কান্দীর-বাহিনী তাতে ভস্মীভূত হবে !

( পটক্ষেপণ )

২য় দৃশ্য—বন-পথ ।

( কতিপয় ব্যাধ-বালকের প্রবেশ )

সকলে । চল, চল, জঙ্গল ঘুরি ফিরি, তুরি,  
শিকার করি,—যত পাই বনচর !

১ম বা । অই দ্বাখ্ গাছের ডালে—

২য় বা । পাখী একটা আছে ঝুলে,—

৩য় বা । মারি বর্শা তুলে,—

৪র্থ বা । এই ঝুড়ি ধনু শর ।

১ম বা । দ্বাখ্ না এদিক চেয়ে,—

২য় বা । গীধার একটা অই শুয়ে,—

৩য় বা । মারছি দ্বাখ্ ঝুঁটিয়ে,— ( আক্রমণ )

৪র্থ বা । —ঐ পালাচ্ছে, ধর ধর ধর—

সকলে । ঐ পালাচ্ছে, ধর ধর ধর—

( সকলের দ্রুত প্রস্থান )





( মানসী উপবিষ্ট )

মান । রাজ সপ্তাহ-কাল আমি পরাশ্রিতা । এ কয়দিন, কি যেন এক অভিনব যাতনা আমায় দ্বন্দ্ব করেছে ! পিতা কি আমার উদ্ধার সাধনে, সমর্থ হবেন ? এ দুর্গের অবস্থিতি অবগত হওয়া, তাঁর পক্ষে কি সম্ভবপর ? জীবন কি তবে এ ভাবেই কাটবে ? জীবনভরা মানসী পরাধীনতার লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকবে ? পরাধীনতা ! পরাধীনতা ই কি আমার মনোবেদনার কারণ ? রমণী কবেই বা চির-স্বাধীন ? একি তবে পিতার অদর্শন-যাতনা ? সে যে এ হতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ! এ যে কিসের বেদনা,—আমি আপুনি যে তা ধারণা কত্রে পাচ্ছিনে । যে দিন হতে এখানে এসেছি, সেদিন হতেই যেন মনের ভিতর কি এক অজানিত বেদনার সৃষ্টি হয়েছে । (ক্ষণপরে) পুরঞ্জন কি সত্যই দস্যু ? তাঁর যত্ন, তাঁর আদর, তাঁর ব্যবহার,—সকলই যে অসাধারণ ! দস্যুর হৃদয় এত সরল, আচার এমন চমৎকার,—চরিত্র এমন মহৎ, এ কখনই হতে পারে না ।

( পুরঞ্জনের প্রবেশ )

পুর । রাজকুমারি, গত দুই দিন অবিরত যুদ্ধকার্যে বিব্রত থাকায়, বিশেষতঃ আমার সৌদর-কল্ল, স্নহৃদ্বিজয় সিংহের শোকে কাতর হওয়ায়, স্বয়ং তোমাকে দেখতে আসি নি । পরিচর্যার কোনও ক্রটি হয়নি ত ?

মান । দুর্গ-স্বামিন্, এ কয়দিন আমি এ দুর্গে রাজস্বামীরা আদরে কাল কাটাচ্ছি । কিন্তু বন-বিহঙ্গিনী, সোণার পিঞ্জরেও কারাঘন্ত্রণা ভোগ করে থাকে, তো ?

পুর । তা থাকে, কেননা, মুক্ত আকাশে সে চিরদিন ঘুরে বেড়ায় ! কিন্তু ভদ্রে, রাজকুমারীদের ও একদিন না একদিন তো শৃঙ্খলে আবদ্ধ হতে হয় ! (ক্ষণপরে) সম্রাট-নন্দিনী, এ কয়দিন একটা কথা বলতে এসে বলতে পারিনি । ভয় হয়, সংকোচ হয়,—যদি অভয় দাও, কথাটা খুলে বলি ।

মান । আশ্চর্য্য ! আমাকে ভয় কি, দুর্গপতি ? আমি বন্দিনী,—তুমি বিজ্ঞেতা । আমার নিকট তোমার ভয়ের কারণ কি থাকতে পারে ?

পুর। কথাটা শুনে একটু হুঃখিত হলাম। তুমি বিজিতা,—আমি বিজয়ী, এ দুর্গে তুমি কি তেমন ব্যবহারই পেয়ে থাক, মানসি ?

মান। ক্ষমা কর, বীরবর। আমার প্রতি তোমার ব্যবহার, শতবার প্রশংসনীয়। আমি এভাবে কথাটা বলে যদি তোমার হৃদয়ে বিন্দু-মাত্র ব্যথা দিয়ে থাকি, অসঙ্কোচে সেজন্ত শতবার ক্ষমা প্রার্থনা

পুর। ক্ষমার কথা কিছুই নেই, রাজকুমারি! তুমি এক্ষণে আমারই সংরক্ষণে আছ। এ অবস্থায়, যদি আমার কোনও কথা বা কার্য, কোনও প্রকারে, তোমার মনঃ কষ্টের কারণ হয়,—আমার ক্ষোভের অবধি থাকবেনা। সেজন্তই কথাটা প্রকাশ কন্তে, তোমার অনুমতি প্রার্থনা কচ্ছি।

মান। বল, দুর্গেশ্বর, শ্রবণ-যোগ্য কথা হলে, সংকোচের কোনও কারণ নেই।

পুর। উত্তম। কথাটা এই,—আমার নাম-মাত্র বন্দিণী হয়ে, তুমি বড়ই ক্ষুব্ধ মনে কাল কাটাচ্ছ। আমার ইচ্ছা, আমি প্রকৃতই চিরদিনের জন্ত তোমার বন্দীত্ব স্বীকার ক'রে, সমপ্রমাণ করি,—আত্ম-সমর্পণ-মাত্রই কষ্টের নিদান নয়।

মান। কুমার, তুমি সরল ভাবে, যে প্রস্তাব কল্পে, আমিও তার সরল উত্তর দেবো। আমার কাছে তোমার এ প্রসঙ্গ উত্থাপন, নিরর্থক। এ সকল আলোচনা আমার পিতার সঙ্গে করাই সম্ভব।

পুর। তুমি বুদ্ধিমতী কিশোরী, তুমি কি মনে কর,—বর্তমান অবস্থায় তোমার পিতা এ প্রস্তাবে সম্মত হবেন ?

মান। তুমি তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি যুবক, তুমি কি মনে কর, দুর্গ স্বামিন্, পিতার অনভিমতে কাশ্মীর-রাজ-দুহিতা, পরের গলে বর-মালা দিতে স্বীকৃতি হবে ? আমি বন্দিণী, তোমার করায়ত্তা, এতে পিতার মান মর্যাদা অবশ্যই ক্ষুব্ধ হয়েছে,—তুমি কি মনে কর, আমি স্বেচ্ছায় তোমার অকুশায়িনী হয়ে, পিতার বিষয়-মুখে অধিকতর কলঙ্ক-কালিমা লেপন করবো ? আরও শোন, তুমি অশেষ গুণ-মণ্ডিত ক্ষত্রিয়-যুবক সত্য, কিন্তু তথাপি তুমি কাশ্মীরের শত্রু,—তুমি দেশদ্রোহী !

পুর । মানসি, আপাততঃ লোক-চক্ষুতে আমি কাশ্মীর-রাজ্যের শত্রু-মধ্যে পরিগণিত, এ কথা স্বীকার করছি । কিন্তু পুরস্কৃত দেশদ্রোহী নয় । কাশ্মীরের ধ্বংস-কণায় তার প্রতি অস্থি গঠিত । ভাগ্য-দোষে বহুদিন সে, দেশ হতে বিতাড়িত । কিন্তু আবার যাতে দেশ-মাতৃকার কোমল-কোলে মাথা রাখতে পারে, আবার যাতে মাত্রের আকাশ-তলে মাত্রের মুক্ত-বাতাস সেবনের অধিকারী হয়, সেজন্তই সে চেষ্টিত, সেজন্তই সে দম্ভ পদ-বাচ্য ! এ অবস্থায়, তাকে আর যা অভিপ্রেত হয় বল, কিন্তু দেশদ্রোহী ব'লে ঘৃণা করোনা ।

মান । যা—ই হোক কুমার, মানসী পিতার অধীন । পিতার অনুমতি ব্যতীত, সে এতদিন কোনও কিছু করেনি,—আজ ও কর্বেনা ।

পুর । তোমার পিতার নিকট দূত-মুখে এ প্রসঙ্গ উত্থাপিত করলে, কোনও ফল হবে বলে ত মনে হয় না ।

মান । তা হবে না, নিশ্চিত হবেনা । এরূপে বন্দিনী কল্পার উদ্ধার সাধন করবেন, আমার পিতা তেমন্ড আত্ম-মর্যাদা শূন্য কাপুরুষ নন ।

পুর । তবে আমার আশা-মতা অল্পেরেই বিনষ্ট হবে, মানসী ?

মান ! ক্ষমা কর, হুর্গ স্বামিন, এ প্রশঙ্গের আলোচনায় বিরত হও । যতদিন এ হুর্গে বন্দিনী আছি, ততদিন দ্বিতীয় বার এ প্রশঙ্গের আলোচনা হয়,—এ আমার অভিপ্রেত নয় ।

পুর । ( ক্ষণ চিন্তায় পর ) তা—ই হবে । তোমার আদেশই প্রতিপালিত হবে ! মানসি, তোমার মূর্তি কমনীয়া, কিন্তু হৃদয় পাষণ অপেক্ষাও কঠিন !

( ধীরে প্রস্থান )

মান । মনের বেদনা, ক্রমেই বেড়ে উঠছে । কেন এমন হলো, কেন স্বপ্নে ?

গীত ।

আমার মন যে কেমন করে,—

আমার প্রাণ যে কেমন করে,—

কিণের বেদনা আপনি বুঝি না,

বুঝিবে কেমনে পরে গো,—

বুঝিবে কেমনে পরে ?

শৈশবের স্মৃতি মোর, ওগো মায়ের মরণ-ব্যথা,—

বিস্মৃতি-সলিলে গিয়েছে ডুবিযে,—

জাগেনা মনে সে কথা,—

কৈশোরের কত শোক, কত স্বজন-বিরহ-বেদনা,

নীরবে গোপনে সহি গো,—

এত নয় তার তাড়না,—

এযে হৃদয়ের তারে মিশিয়ে তান,

করুণ রোদনে কে গায় গান,—

সে গানের স্বরে পরাণ বিকল,—

অঁথি-জল মোর ঝরে গো,

অঁথি-জল মোর ঝরে ।

( পদ্মাবতীর প্রবেশ )

পদ্মা । কি লা, স্বপ্নবর হবি নাকি ?

মান । মরতে মরতে বেঁচে গেছ,—তবু রসিকতা টুকুর ভুল নেই ?

পদ্মা । এ বুঝি রসিকতা ? ‘মন যে কেমন করে’—‘হৃদয়ের তারে মিশিয়ে তান, করুণ-রোদনে কে গায় গান,’—তা শু’নে ‘পরাণ বিকল’ হয় তোরা, ‘অঁথি-জল ঝরে’ তোরা,—আর দোষ যত সব আমার ?—নয় ?

মান । সত্যি, পদ্মাদিদি, আমার মন যে কেন এমন হলো,—কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে । তবু এখানে তোমার সঙ্গ পেয়ে,—অনেকটা আশ্বস্ত হয়েছি । দিদি, বিগত এ মরুভূমে তুই-ই এখন আমার একমাত্র ছায়াতরু !

পদ্মা । এটা তোরা পক্ষে মরুভূমি, না, নন্দনকানন,—আমি তোরা ছায়াতরু,—না, ঈর্ষাস্বামী পুরঞ্জন কল্লতরু,—তা জানুতে আর বাকী নেই লো,—বাকী নেই । আমি শপথ করে বলতে পারি,—তুই পুরঞ্জনের রূপের আঙুণে পুড়ে মরেছিস ।

মান । রূপের আশ্রয় ? পোড়ামুখি, রূপজ মোহে মানসী ভুলবে, এটাও তুমি বিশ্বাস কর ?

পদ্মা । তবে বুঝি গুণজ প্রেম ? এত শীঘ্র ‘গুণ-গ্রহণ’ টা হয়ে গেল ?

মান । অগ্নির দহন-শক্তির অল্পভব, রক্ত সময়-সাপেক্ষ, দিদি ? ভাল এত বলছি কেন ? যার অবাচিত দয়ার একবিন্দু লাভ করে, তুমি মৃত-দেহে প্রাণ পেয়েছ; যার রূপায় সেনাপতি দাদা এই হারানিধি কুড়িয়ে পেয়েছেন, তাঁর গুণের কথা—তোমায় ব’লে জানাতে হবে কেন ? আর তাই বা বলছি কেন ? তুমি নিজে তাঁর গুণ গে’য়ে গেয়ে যে, সেদিন সারাটা ছুপর কাটিয়ে দিলে !

পদ্মা । ভাল, সম্যাসী বেশে ছিলনা, এটা তোর চোখে পড়ে না ?

মান । এটা যে উভয়-পক্ষে ! যাক্ দিদি, এ ছদ্মবেশে ত কারও কোনও ক্ষতি হয়নি । ছদ্মবেশে না গিয়ে, দলবল নিয়েও তেঁা পুরস্কৃত আমায় বন্দিনী কত্তে পাচ্ছেন । তাতে বরং বৃথা রক্তপাত হতো ।

পদ্মা । আমারই হার হলো লো, আমারই হার হলো । কেমন হলো ত ? (ক্ষণপরে) না, মানসি, এখন পরিহাস থাক্, সত্যি পুরজন দেবচরিত্র, ক্ষত্রিয় যুবক । তাঁর গুণে মুগ্ধা হবি, বিচিত্র কি ? কিন্তু কথা এই, মহারাজের কাছে সংবাদ পাঠিয়ে যুগল-মিলনের ঘটকালিটা তো আমাকেই কত্তে হবে ? তার পুরস্কার ?

মান । ছি দিদি, বীরপত্নী হ’য়ে তুমি এমন কথা বলো ? এখন বিবাহ-কল্পনা, —এ ও কি সম্ভব ?

পদ্মা । মিথ্যে নয় । তবে শুধু অবলা বুদ্ধিতে কুলুচ্ছে না ! তোমার দাদার পরামর্শ চাই !

মান । ছি, তোমার কি লজ্জা মেই ?

পদ্মা । শুনলুম, একটা বড় গুহ্ম জয় করেছিলি,—আর লজ্জাকে তোর এত ভয় ? দাদার কাছে লজ্জা ?

মান । হাঁ, ভাল কথা দিদি,—দাদা কি সম্পূর্ণ সেরে উঠেছেন ?

পদ্মা । হাঁ, বিশ্বাসের রূপায় তিনি এক্ষণে রোগ-মুক্ত । এখন তবে যাই, —তোমারই কাজে । (প্রস্থান)

( একদিকে রণজিৎ, অপর দিকে পদ্মাবতীর প্রবেশ )

রণ। তোমাকেই খুঁজছিলাম, পদ্মা।

পদ্মা। এই মাত্র মানসীকে দেখে আসছি।

রণ। মানসীর সম্বন্ধে আমার কর্তব্য নিয়ে, মহা সমস্যা পড়েছি, প্রিয়ে।  
—তার সমাধান কতে পাচ্চিনে!

পদ্মা। কি এমন বিশেষ সমস্যা যার জন্ত তুমি চিন্তিত হয়েছ?

রণ। সমস্যা বড় জটিল, প্রিয়ে। মানসী আমার প্রেত-কন্যা। যাব পিতার  
অগ্নে আবালা এ দেহ পুট, যার পিতার অপরিণেয় মেঘ দয়ায় বণজিতব  
প্রতি অস্থি, প্রতি মজ্জাকণা, পরিবর্দিত —যে মানসী সহোদর হ'তেও  
আমায় অধিক ভালবাসে, সেই মানসী,—সেই প্রিয়তমা মানসী  
আমার, আজ স্বাধীনতা হারা হ'য়ে শত্রু দুর্গে অবরুদ্ধা! আর রণজিৎ  
নিশ্চিত মনে, নিশ্চেষ্ট ভাবে,—সুখ-শয্যায় শায়িত থাকবে, রণজিতের  
প্রকৃতি সেউপাদানে গঠিত নয়! আবার, এদিকে অসামান্য কৃতজ্ঞতা-  
ধাণ! রণজিতের তপ্ত বক্ষরক্তের বিনিময়েও যে হারাদন-প্রাপ্তির  
বিন্দুমাত্র সন্তোষনা ছিল না,—মানসী-শত্রু পুরজন আনায়, অবাচিত  
ভাবে সেধন দান ক'রে উদারতা, মহাহুভবতা ও বহুতার পরাকাষ্ঠা  
প্রদর্শন করেছেন! অধিক কি, পুরজনের ব্যবস্থা ফলেই উন্নত  
রণজিৎ প্রকৃতি হ'য়ে, তাঁরই সুসজ্জিত কক্ষে অত্যাশী রাজার সম্মানে  
বাস কচ্ছে! সেই পুরজনের বিরুদ্ধাচরণ অপেক্ষা, নীচতা, কাপুরুষতা,  
ও কৃতঘ্নতা, কেউ কখনও কল্পনাও কতে পারে কি? বিষম সমস্যা-  
সমুদ্রে ভাসমান আমি—পনিত্রাণ-লাভের উপায় দেখছি।

পদ্মা। এই—কথা? আমি যদি এর সরল মীমাংসা করে দিতে পারি,—  
পুরস্কার?

রণ। পুরস্কার আর কি দেবো?—সেবার বাকী কি? দেহ-মন সকলই  
যে উৎসর্গীকৃত হয়ে আছে!

পদ্মা। ঈস—থাম। অত বলোনা। আমি উপায় বলে দিচ্ছি, তুমি সব  
কাজ শুছিয়ে নিবে।

রণ । বল আমায় কি কত্তে হবে ? কি করে উভয় দিক রক্ষা করবো,  
—ভেবে ঠিক কত্তে পাচ্ছিনে ।

পদ্মা । শোন তবে । তোমার যে গো গোড়ায় ভুল, তাই এত আকুল হয়ে  
উঠেছ । পুরজ্ঞান মানসীর শত্রু নয়, মানসীও পুরজ্ঞানের শত্রু নয়,  
বরং উভয়ে উভয়ের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত । এক্ষণে তুমি যদি সম্রাটকে  
সম্মত ক'রে, সত্বর যুগল-মিলনের ব্যবস্থা কত্তে পার, সকল দিক  
বজায় থাকে । একদিন তুমি ত বলেছিলে, যেমন পাত্রী মানসী,  
তেমন পাত্র পুরজ্ঞান ।

রণ । মানসী পুরজ্ঞানের প্রতি অনুরক্তা, এটা কি সত্য ?

পদ্মা । এত সাহস তোমার ? আমার কথায় অবধি সন্দেহ ? এ হুজুর স্বয়ং  
তার প্রত্যক্ষ-প্রমাণ ! এক্ষণে যা বলুম, তারই চেষ্টা কর ।

রণ । রাজার সম্মতি ? তা অতি সহজে সংগৃহীত হতে পারে, যদি পুরজ্ঞান  
আমার প্রস্তাবে সম্মত হন ।

পদ্মা । কি সে প্রস্তাব, শুনি ?

রণ । যদি পুরজ্ঞান সসম্মানে মানসীকে সত্বর সম্রাটের নিকট প্রেরণ করেন ।

পদ্মা । অই যে পুরজ্ঞান এ দিকেই আসছেন, কথাটা উত্থাপন ক'রে দেখ না ।

### ( পুরজ্ঞানের প্রবেশ )

পুর । সেনাপতি, এখানে কোনও অসুবিধা ভোগ কচ্ছেন না তো ? আমি  
নানা কারণে, সকল সময়, সকল তত্ত্ব স্বয়ং নিতে পাচ্ছিনে । অবস্থা  
বিবেচনায়, সে ক্রটি মার্জনা করবেন, তরসা আছে ।

রণ । পুরজ্ঞান, তাই, তোমার বিনয়, তোমার শিষ্টাচার, তোমার অবাচিত  
অনুগ্রহ—রণজিৎ জীবনে যদি কখনও বিস্থত হয়, তা হলে তার  
মত নরাধম, তার মত অকৃতজ্ঞ, এ বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে দ্বিতীয়টা আর  
নেই । তোমার ধ্বংস অপরিশোধ্য । তবে যা শুনিছি, তা যদি সত্য  
হয়, তোমার তুষ্টি-সাধন-ব্যাপারে,—রণজিৎ কিয়ৎ পরিমাণে সহায়তা  
কত্তে ও সমর্থ হতে পারে ।

পুর । আমার সম্বন্ধে সেনাপতি কি শুনেছেন, জানতে বড় ঔৎসুক্য হয় ।

রণ । পুরজ্ঞান, তোমাকে সহোদর-তুল্য মেহ করি । সরল ভাবে যা  
জিজ্ঞেস করবো, তার উত্তর সরল ভাবে দেবে, এ আশা কত্তে পারি  
না কি ?

পুর । পুরজন বোধ হয় বহুতার মর্যাদা রক্ষা কতে কাতর হবে না ।  
বলুন, আপনার কি প্রশ্ন ?

রণ । শুনলুম, কান্দীর-রাজ-হুঁহিতার প্রতি ভৈরব দুর্গাধিপতি অমুরক্ত,  
এ কথা কি যথার্থ ?

পুর । যথার্থ বটে ।

রণ । বড়ই সন্তুষ্ট হলুম । তবে ভাই, আজ আমার আর একটা অনুরোধ  
তোমার রাখতে হবে ।

পুর । কি অনুরোধ বলুন, রাখবার হলে অবশ্যই রাখবো ।

রণ । অবরুদ্ধা না রেখে, মানসীকে তুমি তার পিতৃসমীপে প্রেরণ কর, এই  
অনুরোধ । তুমি স্বয়ং তাকে নিয়ে সম্রাটের কাছে চল ।

পুর । অনুরোধ নিশ্চয়োজন । মানসীকে তাঁর পিতার নিকট প্রেরণ  
করবো, এই মাত্র তা স্থির করেছি । তবে স্বয়ং সেখানে যাবার  
প্রয়োজন কি, বুঝিনা ।

রণ । প্রয়োজন আছে । এটা আমারই অনুরোধ জান্বে । আমার ঋণের,  
কণামাত্র পরিশোধের চেষ্টা করবো, ভাই ।

পুর । আপনার অনুরোধ রক্ষায়, আমার আপত্তি নেই ।

রণ । বড় রাধিত হলুম । তা হলে বিলম্বের প্রয়োজন নেই । কল্যা  
অপরাহ্নেই যাত্রা করা যাবে । রাজ-কন্যা প্রত্যাগীতা হবেন, শুধু  
এটুকু সংবাদ, আজ রাজশিবিরে প্রেরণের ব্যবস্থা কর ।

পুর । এ দণ্ডেই তা কছি । (প্রস্থান)

পদ্মা । সমস্যার সমাধান হলো ?

রণ । তোমার বুদ্ধির প্রশংসা শতবার কছি ।

পদ্মা । এত অনেক দিন, অনেক বার করেছে । এ আর নূতন কি ?

রণ । কুড়ি ছাড়িয়ে বড়ী হচ্ছে চলে, তবু নূতনের সাধ মিটে নি ? চল,  
একপে নূতনের মাস্তা পরিত্যাগ করে, পুরাতন কান্দীরে যাবার  
আয়োজন করি । (উভয়ের প্রস্থান)





( রাজা, রণজিৎ ও অনুচরগণ । )

রাজা । সেনাপতি, একগুণ অসম্ভবভাবে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করে কত আনন্দিত হয়েছি, ভায়ায় তা বাস্তব কল্পে পাচ্ছি। তোমার রোগ-শক্তির কথা, পদ্মাবতীর ঘটনা, ক্লান্ত উপত্যাসের হ্রাস জ্ঞান হচ্ছে। আরও সুখের বিষয়, মানসী আমার, শত্রুদুর্গে তোমাদের সহবাসে কাল কাটিয়েছে! কিন্তু একটা কথা,—দম্মা-দল-পতি সহসা মানসীকে প্রত্যাগণ কল্পে সম্মত হলো কেন, ভেবে পাচ্ছি। বোধ হয়, এর মূলে তুমিই বিস্তমান।

রণ । মানসী প্রত্যাগণ তারই অভিপ্রেত ছিল, তবে রাজ-শিবিরে তার আগমন, আমারই অসুযোগের ফল বটে।

রাজা । ভালই করেছে, রণজিৎ। এক্ষণে শত্রুর সন্ধ্যাহারের পুরস্কার-বিধান, নিতান্ত সম্ভব। কত অর্থ পেলে, দম্মা-পতি তুষ্ট হবে, অসুমান কর?

রণ । অর্থে সে সন্তুষ্ট হবে কিনা, জানিনা, সম্রাট। পার্শ্বভা দম্মা নয়,—কুব্জ-বংশজ বীর যুবক, সে! আপনার পরিচিত হলেও হতে পারে:

রাজা । আমার পরিচিত?

রণ । বোধ হয়, অপরিচিত নয়। প্রধান সভাসদ রত্নেশ্বর সিংহকে মনে পড়ে, মহারাজ?

রাজা । রত্নেশ্বর? দশ বছর পূর্বে যে কাশ্মীর হতে বিতাড়িত হয়েছিল?

রণ । হাঁ, আপনার বর্তমান প্রতিদ্বন্দ্বী পুরজন, তাঁরই ঔরস-জাত পুত্র!

রাজা । আশ্চর্য্য! রত্নেশ্বরের পুত্র দম্মাতা হচ্ছে? রত্নেশ্বর-পুত্র রাজদ্রোহী?

রণ । তার বিশিষ্ট কারণ আছে? মন্ত্রী চক্রচূড়ের ষড়যন্ত্রে, বিনাদোষে রত্নেশ্বর সিংহ নির্দাসিত হন, তাঁর হৃদয়ে আশ্রয়, এ বিশ্বাস বলবতী ছিল। কিন্তু শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পর্য্যন্ত, বৃদ্ধ রাজ-সেহাকাজী ছিলেন, এটা আমি বিশ্বস্ত-স্বত্রে জানি। আর সম্রাট কঠক ল-সম্মানে কাশ্মীরে আহৃত হবার আকাজক্ষা, পিতার আদেশেই পুরজন বৃদ্ধে ব্যাপ্ত।

রাজা । ভাল, মানসী প্রত্যর্পণের পুরস্কার স্বরূপ, তাকে সমাদরে কান্দীরে আহ্বান করবো,—তাকে তার পিতৃপদে নিযুক্ত করবো ।

রণ । এই কি প্রচুর পুরস্কার হলো, সম্রাট ?

রাজা । তবে বল সেনাপতি, কি উপায়ে, কোন্ পুরস্কার-লাভে পুরঞ্জন প্রসন্নতা লাভ করবে ? সে পুরস্কার দানে, আমি আজ ক্লপণতা প্রকাশ করবোনা ।

রণ । পুরঞ্জন মানসীর পাণি-গ্রহণাভিলাষী । রাজন, বংশ মর্যাদায় সে হীন নয় । তার বীরত্বের পরীক্ষা; মহারাজ স্বয়ং গ্রহণ করেছেন । আর, তার উদারতা, মহাহুতবতা, শিষ্টাচার প্রভৃতি ক্ষত্রিয়োচিত গুণাবলীর সাক্ষী—আপনারই সেনাপতি—এই রণজিৎ সিংহ । হুতরাং এক্ষেত্রে তার আকাজ্ঞা, নিতান্ত অসঙ্গত মনে হয় না ।

রাজা । ( ক্লপণের ) এ আকাজ্ঞা-পূরণ সম্পূর্ণরূপে আমারই ইচ্ছা-সাপেক্ষ নয় ত, রণজিৎ । মানসীর মত গ্রহণ না ক’রে—

রণ । সে বিষয়ে আপ্নি নিশ্চিন্ত থাকুন । মানসী তার গুণমুগ্ধা । আপন-নার অভিপ্রেত হ’লে, এতে মানসীর অসম্মতির কারণ নেই । অই যে মানসী আসছে !

### ( মানসী ও পদ্মাবতীর প্রবেশ )

রাজা । আয় মা, অন্ধের নয়ন, কাকালের ধন, আমার হৃদয়-মরুভূমের একমাত্র পান্থপাদপ,—আমার বৃকে আয় ।

মান । বাবা, বাবা,—আমার বৃকে ক’রে আমার হৃদয়ের জালা দূর কর, বাবা ।  
(রাজ-ক্রোড়ে উপবেশন)

রাজা । সতী পদ্মাবতি, তোমার জীবিতা দেখে, এ বৃদ্ধ কত আনন্দিত, তা আর বলে কি জানাব, মা ? তুমি চির আয়ুস্মতী হও ।

পদ্মা । সম্রাট, আলীকাদ করুন, পদ্মাবতী যেন জন্মে জন্মে আপনার মত আশ্রয়-বৃক্ষের ছায়ায়, তার হৃদয়-দেবতার চরণ-সেবার অধিকারিণী হয় ।

### ( পুরঞ্জনের প্রবেশ )

রণ । মহারাজ, বীরশ্রেষ্ঠ পুরঞ্জনসিংহ রাজসভায় উপস্থিত ।

রাজা । এস, পুরঞ্জন, কান্দীরাবিধি তোমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করে ।

## ( পুরঞ্জনের উপদেশন ও রঘুবীরের প্রবেশ )

রাজা। ইনি কে ?

পুর। কাশ্মীরের উত্তর প্রান্তবর্তী পার্শ্বত প্রদেশের অধিপতি । বর্তমানে আমার পরম হিতাকাজী সহকারী-সেনাপতি ।

রাজা। বড়ই আশ্চর্যের কথা,—আজ তোমাদের সকলের দর্শন লাভ করলাম । সৈব-বিড়ম্বনায় কাশ্মীর-রাজের হৃদয়মণি তোমার হস্তগত হয়েছিল, পুরঞ্জন । দয়া করে, স্বীয় উদারতা-গুণে তুমি আজ সে ধন আমার প্রত্যাপণ করেছে,—এ জন্ত আমি তোমার নিকট চির-কৃতজ্ঞ ।—আমি সেনাপতির মুখে সকলই শুনেছি, তুমি আমার নিতান্ত পর নও । তোমার ঋণ পরিশোধের জন্ত, সমগ্র কাশ্মীররাজ্য তোমায় উপঢৌকন দিতেও আমি কুণ্ঠিত হব না । বল, বল, পুরঞ্জন, কিসে তোমার তৃপ্তিসাধন হবে । আমার সাধ্যের অতীত না হ'লে, আমি তোমার অনুরোধ অবশ্যই রক্ষা করবো ।

পুর। মহারাজের নিকট পুরস্কৃত হয়, এমন কোনও প্রশংসার কাজ, এ পর্য্যন্ত পুরঞ্জন করেনি । মহারাজ, যা বলছেন, তাতে তাঁরই উদারতা সঙ্গমাণ হচ্ছে ।

রাজা। মহারাজ, পুরঞ্জনসিংহের পক্ষে আমি আজ আপনার নিকট মানসী-রত্ন ভিক্ষা-প্রার্থনা করছি । পুরঞ্জন বহু-গুণ-সম্পন্ন রণকুশল ক্ষত্রিয় যুবক, আমাদের স্নেহের মানসীর অযোগ্য পাত্র নয় ।

রাজা। না, তোর সেনাপতি দাদার কথা শুন্লি ? এ সম্পর্কে তোর বক্তব্য কি না ?

মানসী। ( সলাজে ) আমার ভিক্ষাসা কেন, বাবা ?

রাজা। তবে সেনাপতি, তোমার প্রার্থনা বিফল হবে না । আমি পুরঞ্জনের হস্তেই মানসী-রত্ন সম্প্রদান করবো ।

সকলে। সাধু, সাধু, সাধু ।

রাজা। বৎস পুরঞ্জন, আমি আমার সর্বস্বধন মানসীকে, তোমারই করে অর্পণ করবো । কাশ্মীরের সিংহাদন, এ পরিণয়ের যৌতুক স্বরূপ প্রদত্ত হবে । সম্রাট ক্ষত্র-বংশজাত বীর যুবক তুমি,—আশ্চর্য্যকর, পুরঞ্জনের সেনাপতি-শ্রেষ্ঠ রণজিৎ সিংহের সহায়তায় অশুভাগ্য

সঙ্গে রাজ্য-পালন করবে। আর মানসী ? এ রত্নের অধিক কোথাও হবে না, সুতরাং তার জন্ত আমি চিন্তিত নই। তাহলে সেনাপতি, কালই অতি প্রত্যুষে কাম্বীর-যাত্রার আয়োজন কর। সর্দার রঘুবীরও আমাদের সঙ্গী হন, আমার একান্ত অনুরোধ। এস মা পদ্মাবতি, এ সব অভ্যাগতের উপযুক্ত অভ্যর্থনার আয়োজন তোমাকেই করতে হবে।

(রাজা ও পদ্মাবতীর প্রস্থান)

রঘু। সেনাপতি, অসংখ্য পার্শ্বাত্য সেনা হুর্গে উৎকণ্ঠ হয়ে আছে। তাদের সম্বন্ধে বক্তব্য কি ?

রণ। হাঁ, এ শুভ সংবাদ দ্বারা তাদের গোচর করা আবশ্যিক। সর্দার, আজ হতে তোমার সমগ্র পার্শ্বাত্য-প্রদেশ কাম্বীরের মিত্র রাজ্যরূপে পরিগণিত হলো। তুমি নিষ্কর এ প্রদেশ উপভোগ করবে। আর আমাদের উত্তর প্রান্তস্থিত কেল্লাও তোমার শাসনাধীন থাকবে।

রঘু। এ আপনাদের বিশিষ্ট দম্মার অকৃত্রিম নিদর্শন!

রণ। কিছু নয়। এ শুধু উপযুক্ততার সামান্য পুরস্কার। এক্ষণে চল সর্দার, দ্বারায় ভৈরব হুর্গে দ্রুত প্রেরণ করি গে।

(উভয়ের প্রস্থান)

### ( বাঞ্ছারামের প্রবেশ )

কাছা। ওগো, সকলেই পৃষ্ঠভঙ্গ দিচ্ছ যে ? না, না, অই বে অপূর্ব যুগল-মুষ্টি! পাগলের আজ বড় কৃষ্টি—ভাই সব। কাঁচা ছটাকে আজ আর কুলুচ্ছেনা, দাদা। গাদা গাদা গাঁজার যোগাড় করতে হবে। আজ বাঞ্ছা-পাগল মনের সাথে বগল বাজাবে। এরূপ একটা কিছু যে ঘটেবে, তা কালই বাঞ্ছা টের পেয়েছিল। সেনাপতি-বাবার সঙ্গে মায়ের পরামর্শের খানিকটা—সে, সুযোগে হঠাৎ হজম করে ফেলে। তারই কলে, আজ এ শুভ দিনে সভাসদগণের চোখ কাণের তৃপ্তি সাধনের যোগাড়, সে যে একটু না করেছে, এমন নয়। কোথায় গো, চঞ্চল-চরণা, কটাক্ষ-ভূষণা, সা-ঝ-গা-মা-পা-ধা-সাধিকা, স্নক্ত-শোধিকা—থুরি থুরি,—রসিক-তোষিকার দল! এদিকে এস। আর দেবী ক'লে না, মধুরেণ সমাগয়েৎ।

( নর্তকীবৃন্দের প্রবেশ )

নৃত্য গীত ।

ফুটেছে কাননে কুহুমের কলি ছুটেছে মধুর বাস ।

নীলিম-গগনে, রক্ত-জ্যোছনা হাসিছে মধুর হাস ।

গায়, পিউ পিউ পিউ-তানে পাপিয়া,

থায়, ফুল মধু অলিকুল লুটিয়া—

মধুরা যামিনী, প্রেমিক-প্রেমিকা মিটিয়ে নে' মনের আশ ।

[ যবনিকা-পতন ]



সম্পূর্ণ ।

## পরিশিষ্ট ।

১৫ পৃষ্ঠা । বাহ্যারামের উক্তি ।

( ২১ ছত্রে মন্ত্রী “সন্ধান কত্তে পারি কিনা । ” উক্তির পর )

গান ।

মন হ’ল কি দিশে হারা ?

কেন মিছে হিমের কিতেব নাড়া ?

থাকিলে কিছু জমার ঘরে, খরচ বাড়লে ভাবনা বাড়ে,  
(তোর) জমার ঘর যে খালি পড়ে, খরচের নেই কুল-কিনারা ।  
শেষ দিনে নিকেশের কালে, কাজ কি মিছে গুণ্ডগোলে ?  
—‘পাষাণী মার দেউলে ছেলে’,—কবুল জবাব করবি খাড়া ।

১৬ পৃষ্ঠা পদ্মাবতীর উক্তি ।

( ২৪ ছত্রের পর )

গান ।

ধন-জন-কাঞ্চন-রতনে নেইকো আমার প্রয়োজন ।

আই চরণ—জীবন-ভরা পূজিব,—এ আকিঞ্চন ।

ব্রত-ধাগ-উপাসনা, ভজন-পূজন-সাধনা,—

সকলই বিফল অবলার, পতিপদ সেবা বিনা,

চরণ দরশনে সফল জীবন । ( নয়ন ভরে । )

পতিধর্ম, পতিস্বর্গ, চতুর্ধর্গ সতীর—পতি,

পতির প্রীতিতে তুষ্ট, সর্বদেব সতীর প্রতি,

সতীর পরাগতি পতির চরণ,—

সম্পদে কিবা বিপদে, দাসীরে রেখো শ্রীপদে,—

পদ ছাড়া কত্তু যে না হই, ( প্রভোহে )

কুটীরে কিবা ভবনে, ঝরুড়-মহাশ্মশানে

চরণ তলে পড়ে যেন রই,—

আমার এই কামনা, ( অই চরণ বই কিছু জানিবা ),—

যেন যুগ-যুগান্তে সেবি চরণ । ( জীবন-সরণে । )

৩০ পৃষ্ঠা । রণজিতের উক্তি ।

( সর্বশেষ ছন্দে রণজিতের “কুল-ধর্মরক্ষা কর” উক্তির পর )

গান ।

হয়ে কুলবতী, একি মতি, আজ তোমার ?

এ পাপ-কথায় শিহরে কায়,—ছিছি কি ব্যভিচার !

সীতা-সাবিত্রী, পদ্মিনী, বেহুলা,—

যে দেশ করিলা ধন্য, ( তুমি ) সে দেশেরই মহিলা,—

তবে কেন এ দুর্মতি, কেন এত অধোগতি,—

হবে কূলে যে অখ্যাতি, ঘুচিবেনা কত্তু আর ।

দেবীরূপে পূজিতা তুমি কাশ্মীরে,

পিশাচী গণিতা হবে, অচিরে ঘরে ঘরে,—

ক্ষণিক মোহের বশে, লালসার স্রোতে ভেঁদে

পাপ-সাগরে নিমেষে, দিগুনা সাধে সাঁতার ।

৪০ পৃষ্ঠা । রাজার উক্তি ।

( ১৩শ ছন্দের “খেলা পরিত্যাগ করি ।”—উক্তির পর )

গান ।

নিছে এ পুতুল-খেলা হায় । ( ভবে ) ।



কেবা কার প্রজা,—কে প্রভু, কে রাজা ?

শুধুই সং সাজা,—মজিয়ে মায়ায় ।

কেহ মাতারূপে, কেউ তনয়া মে'জে;

কেউ বা পুত্ররূপে, কেউ বা পিতা নিজে,—

রয়েছে কি মোহে কে যে কিসে মজে

( কেউ না ভাবে ) ( কার ইঙ্গিতে নাচে ভবে, তা )

( ছদ্মিনে খেলা ফুরাবে, ) যখন ছিঁড়বে মায়া-ডোর,

কাটবে নেশার ঘোর, দেখবে সবাই সবই

ছায়া-বাজি প্রায় ।

৫৭ পৃষ্ঠা । বাঙ্করামের উক্তি ।

( ২০ ছত্রের “এখানে কে আছ”—উক্তির পর )

গান ।

কেন বিধি প্রতিবাদী অকালে ?

অই যে মুকুলিতা আশা লতা, শুকাইল সমূলে ।

পাষাণে বাঁধিয়ে হিয়ে, কোথা আজ না যাস্ পালিয়ে,

কাঁকি দিয়ে,—তুই পতি-প্রেম গেলি ভুলিয়ে.

ভুলিলি পাগল ছেলে ?

ফিরে বাবা এলে ঘরে, কি ব'লে বুঝাব তাঁরে,—

( ব'লে যা, ব'লে যা ) ( কোথা গেলি—কি বলিব, তুই )

নিমেষের তরে, না হেরিলে যাঁরে,

ভানিতি নয়ন-জলে,

ঠেলে ফেলে তাঁরে, স্নেহ-ডোর ছিঁড়ে

কেমনে ঘাইবি চলে ?



তুই যে কঠোরা এত, আগে যা, তা জানিনি ত !

হা বিধাতঃ—আজ সহসা অশনি-পাতে

কি মঙ্গল গাধিলে ?

৯৩ পৃষ্ঠা। রাজার উক্তি।

( ১২শ ছত্রে “আর ভাবতে পাবি না”—উক্তির পব )

গান।

এতদিনে হায়, সকলই ফুরায়, কুল-মান-খ্যাতি রসাতলে যায়।

(আমি) অতি নিরুপায়, হায় হায় হায়, কার কাছে যাব,—

কি করি উপায় ?

বিপদ-পাথারে যে ছিল কাণ্ডারী, রক্ষিত হৃদ্বিনে প্রাণপণ করি,

আপনা পাশরি,—

তারে অকারণে, পুড়িলু যে আগুনে, তাহ’তে শতগুণে,

পুড়িব জ্বালায়,—

তুলানগে বিধাতার, অতি সূক্ষ্ম হুবিচার, এ দণ্ড খণ্ডাবার

কে হবে সহায় ?

আমার কুকর্ম-ফলে, মর্গ-দাহে সতী জ্ব’লে, শ্মশানের চিতানলে

তাজিলা জীবন—

করিলু মহাপাপ, তাতে এ মনস্তাপ, সতীর সে অভিশাপ,

ফলিল এখন।

আজি প্রাণের চুহিতা, বলে অপহৃত্য—ফিরবো পথে পথে,

পাগলের প্রায়।



---

Printed by B. C. Deb.  
at the Ramcharan Press,  
HABIGANJ.

---

অতি সুলভে দ্বাভা, বহি ইত্যাদি মিল করা হয় ।

শ্রীমমরেন্দ্রনাথ দেব

রামচরণ প্রেস, হবিগঞ্জ









